বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন
দাবানল
দ্বিতীয় খণ্ড

কাজি মাহবুব হোসেন

সুবা প্রকাশনা
SUVOM

দুইখন্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস

ওয়েস্টার্ন

দাবানল

দ্বিতীয় খন্ড

কাজি মাহবুব হোসেন

শক্তিশালী র‍্যাঞ্চার হিগিন স্পেন্সারের
কুমতলব বানচাল করে দিয়ে এখন
মহাবিপদে আছে সিডনি ব্যারন। ওর পিছনে
সেরা কয়েকজন পিস্ড়লবাজ লাগিয়েছে স্পেন্সার-
তারমধ্যে রয়েছে কুখ্যাত গুপ্তঘাতক সু মাতিন,
যাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। বিগত পাঁচ বছরে
কোন কাজ হাতে নিয়ে একটি বারও
বিফল হয়নি এ-লোক।
চারদিকে শত্রু।
সিডনি কি পারবে টিকে থাকতে?

সুবা প্রকাশনা
SUVOM

ওয়েস্টার্ন ৯৭

দাবানল

দ্বিতীয় খণ্ড

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজি মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8097-1

প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

রচনা: বিদেশী কাহিনী অনুসরণে

মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা:
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DABANOL
Part II
By: Qazi Mahbub Hussain

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

দাবানল

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজি মাহবুব হোসেন

ওয়েস্টার্ন – ৯৭

দাবানল ২য় খন্ড

কাজী মাহবুব হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১,২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১,২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

এক

মলম আর বিশ্রামে সিডনির ক্ষতগুলোর ব্যথা অনেক কমে এসেছে। পাঁজরের কাছে নতুন ক্ষতটাই কেবল নির্দয়ভাবে ওকে জ্বালাচ্ছে। আগেকার বুলেটের ক্ষত, হাতে আর গালের পোড়া ঘা শুকিয়ে নতুন চামড়া গজিয়েছে।

'তুমি আশ্চর্য রকম দ্রুত সেরে ওঠো,' এক ডাক্তার একবার তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল···কোথায়? আধো-ঘুম আধো-জাগা অস্বস্তিকর ঘুমের মাঝে বিশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন চিত্র ভেসে উঠছে। জুলিয়ান রোজারিও, জন ওয়াইলি, নেশনসের হাতুড়ে ডাক্তার, ক্যানসাসের মেডিক্যাল ক্লিনিক—সব মিলে আবার একাকার হয়ে গেল। মনে পড়ছে না ওদের মধ্যে কে ওকে বলেছিল তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার আশ্চর্য ক্ষমতার কথা। স্বপ্নের সেই স্বরটা আবার বলল, 'যেদিন ঠিকমত সেরে উঠতে দেরি হবে সেদিন সম্ভবত তোমার মরণ ঘটবে।'

স্বপ্নের ঘোরে বিভিন্ন চিত্র ক্রমান্বয়ে ভেসে উঠছে। আমি ভাল আছি, মা। চমৎকার সময় কাটছে আমার। আশা করি তুমিও ভাল আছ। কালো চোখ, অন্তর্ভেদী চোখ। সুন্দর ভাষাময় চোখ—উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয়। আমি তোমার কাছে ফিরে যাব লিসা। বিপদ কেটে গেলেই ফিরে আসব।

চোখ। আরও চোখ। চেহারার সাথে সমন্বয় রেখে বেশ দূরে সেট করা চোখ। উৎসুকভাবে যে চোখ তার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'তোমার জীবনে আর একজন মেয়ে আছে।' যে চোখ অনেক অতীতের—প্রায় ভুলেই গেছিল সে।

উৎসুক চোখ, আশ্চর্য ঘটনাচক্র। কিন্তু কি যেন একটা ঠিক মিলছে না। কি সেটা?

একটা মৃত পোনি ভেজা রাস্তার ওপর গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে। কোথাও একজন গুপ্তঘাতক দূর পাল্লার রাইফেল নিয়ে তাকে মারার চেষ্টায় আছে। খুব কাছেই কোথাও—কিন্তু কোথায়?

একটা খড়খড়ি তুলে বন্ধ করা ঘোড়ার গাড়ি। কোথায়? অন্ধকার রাস্তায়? অন্ধকার রেইল ইয়ার্ডে স্টীলের চাকার তলায় চেপ্টে বিকৃত। কিন্তু স্টিলেটোর গর্ত ছিল বাম পাঁজরে। লোকটা কারও পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হ্যাটের ছায়ায় ঢাকা চোখ। কঠিন আর অভিজ্ঞ চোখ। টেক্সাস রেঞ্জার…ওরা বলেছে তিন বছর আগে আরও একজন টেক্সাস রেঞ্জার ছিল। পোনি ঘোড়াটার মত সেও মরে রাস্তার ওপর পড়ে ছিল। খুনীর সন্ধান তাকে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে টেনে এনেছে—কিন্তু কেন?

অস্পষ্ট ব্যথা, অন্ধকারে শত্রুর প্ল্যান ভণ্ডুল করার জন্যে ইচ্ছে করে জ্বালানো প্রেইরি দাবানল। দেহের মাংস ছিঁড়ে নেয়া পিস্তলের গুলি। বাজ পড়ার শব্দ…অযোগ্য টাউন মার্শালের তার প্রতি আক্রোশ।

'দাঁড়াও মেরো না। ওহ্, তুমি কি এভাবেই ঘুম থেকে ওঠো?'

পিস্তলের মুখ নিচু করে হ্যামারটা নামিয়ে ফেলল সিডনি।

'আর কখনও তোমাকে এভাবে হঠাৎ জাগাব না,' বলল পাখির গান। 'পিস্তলটা কখন তোমার হাতে চলে এল দেখতেই পাইনি। এমন

ফাস্ট ড্র তুমি কেমন করে শিখলে?'

'দিনের পর দিন প্র্যাকটিস করে। তুমি দরজায় নক করলেই তো পারতে?'

'দরজা ফুটো করে গুলি খেয়ে মরার জন্যে?' বিছানার পাশে এগিয়ে এল ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'তোমার জন্যে কফি তৈরি করে এনেছিলাম,' বলল সে। 'কিন্তু এমন চমকে দিলে কফির বেশিরভাগই চলকে মেঝেতে গড়াচ্ছে এখন।'

'মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' আড়মোড়া ভাঙল সিডনি। কিছু ক্ষত, যেগুলো এখনও ভাল মত শুকায়নি সেগুলো ওকে জানিয়ে দিল 'আমরা এখনও পুরো বিদায় নিইনি।' অভ্যাস-বশেই সে এটা করে—কিন্তু ব্যথা কখনও ওর গতি ধীর করতে পারেনি।

বাঙ্ক থেকে পা নামিয়ে বুট, জামা আর পিস্তলের বেল্ট পরে নিল সিডনি। তারপর কফির কাপটা নিয়ে শুঁকে দেখল।

'ভয় নেই, ওতে বিষ মেশানো হয়নি,' হেসে বলল পাখির গান। 'রাঁধুনি কফি তৈরি করার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমাদের এই দুজনের কেউ তোমাকে মারতে চাইলে এর চেয়ে ভাল অনেক সুযোগই আমাদের ছিল।'

'সরি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিডনি। 'আমিই একটু খুঁতখুঁতে আর সাবধানী হয়ে উঠেছি।' এক চুমুক কফি গিলে সে প্রশ্ন করল, 'আর সব খবর কি?'

'এর মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে। গত রাতে শহরে কিছু গোলমাল হয়েছে, আর আজ সকালে কোর্টের আর্দালি এসে ডেভকে একটা কাগজ...'

'কিসের কাগজ?'

'আমাকে বলেনি, তবে কর্মচারী সবাইকে ডাকতে পাঠিয়েছে। এতে মনে হচ্ছে ওটা আমাদের বিদায় করার নোটিশ।'

কফি শেষ করে হ্যাট পরে নিল সিডনি।

'আর তোমার জন্যে একটা মেসেজও আছে,' বলে চলল ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'লুই কোর্টের লোকটা কি চায় দেখতে গেটের কাছে গিয়ে গেটের ফাঁকে ওই কাগজটা দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছে। আমি জানি ওতে কি লেখা আছে, কিন্তু তুমি নিজেই পড়ে দেখো। ওটা বারান্দায় লুই-এর কাছেই আছে।'

সিডনির শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। স্বপ্নের মাঝে সদ্য দেখা চিত্রগুলো দেখে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে সে। এনিসের টেলিগ্রাফারের মৃত্যু সম্পর্কেও ওরা যা বলেছে মনে পড়ল।

সু মাতিন আর ধৈর্য ধরে বসে শেরিফের সাজানো খেলা খেলতে রাজি নয়। ব্যারনকে এখনই হত্যা করতে চায় সে।

বারান্দায় বেরিয়ে এল সিডনি। কয়েকজন লোক রয়েছে ওখানে—ডেভ, ওর চেহারাটা বিষণ্ন, রেঞ্জার জারভিস থমাস আর শেরিফ—বিব্রত চেহারা ওর।

'আমাদের কপাল খারাপ, ব্যারন,' বলল শেরিফ। 'আশা করেছিলাম আমার প্ল্যানে কিছু কাজ হতে পারে—কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়।'

দুটো কাগজই ব্যারনের দিকে বাড়িয়ে দিল শেরিফ। একটা ব্যাঙ্কের পাওনা শোধ না করায় কোর্টের থেকে র‍্যাঞ্চের দখল ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেয়ার নোটিশ।

'এতে কর্মচারীদের কিছু করার নেই?' প্রথম কাগজটা পড়ে প্রশ্ন

করল ব্যারন।

'আমি জাজ মেনডিসের সাথে গত রাতে এ'নিয়ে আলাপ করেছি। শুনলাম এটা আইনসম্মত এবং চূড়ান্ত। তার এতে করার কিছুই ছিল না। আজ সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে এখানে যারা আছে তাদের সবাইকে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে তারা অনধিকার প্রবেশের আইনে শাস্তি পাবে।'

ভুরু কুঁচকাল ব্যারন। 'মাতিনের কাজ?'

'হতে পারে। জানি না কিভাবে, অসম্ভব নয়। তোমাকে এখান থেকে বের করার চমৎকার একটা সুযোগ।'

দ্বিতীয় কাগজটা পড়ল সিডনি।···'তুমি পালাতেও পারবে না, লুকিয়েও থাকতে পারবে না···বেরিয়ে এসো।'

নিচে দুটো নাম আর ঠিকানাঃ

'রুবি ব্যারন, কেয়ার অব রোজেনথাল ট্রাস্ট, বালটিমোর কনসারভেটরি অব মিউজিক, বালটিমোর, মেরিল্যাণ্ড।' দ্বিতীয়টা 'মিস লিসা রবার্টস, ক্যানসাস।'

শেষ লাইনে লেখা রয়েছে, 'তুমি···নইলে ওরা। বেরিয়ে এসো।'

কোলম্যান আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে সিডনিকে বলল, 'জীবনে আমি অনেক নীচ মনোবৃত্তি দেখেছি—কিন্তু এমন দেখিনি।'

'নোটটা কে পেয়েছে?'

'লুই গেইটে গার্ড ছিল। কোর্টের লোক পৌঁছবার আগেই কেউ কাগজটা ওখানে রেখে গেছে। আমি ওর সাথে কথা বলেছি, কিন্তু এর বেশি কিছু জানতে পারিনি।'

'আমি নিজেও ভাল করে জায়গাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, কোন ট্র্যাক নেই—মনে হয় যেন চিঠিটা হাওয়ায় উড়ে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল সিডনি। ইণ্ডিয়ান লোকটাই যদি কোন ট্র্যাক খুঁজে না পেয়ে থাকে তবে সে'-ও পাবে না।

'দখল নেয়ার দরখাস্তটা কে ফাইল করেছে?'

'ব্যাঙ্ক,' বলল কোলম্যান। 'প্ল্যান্টার্স ব্যাঙ্ক।'

'কিন্তু ব্যাঙ্কের মালিকটা কে?'

'শেলি—জ্যাক বুলের আঙ্কেল।'

'তাই?' ভুরু কুঁচকাল রেঞ্জার।

'শেলি। তাহলে এর পিছনে আসলে কে আছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বুল আমাকে তাড়াতে চাচ্ছে।'

একপাশে দাঁড়িয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে ফোরম্যান ডেভ ফোলজার্স। 'কর্মচারীদের বেতন পাওনা আছে,' যেন আপন মনেই বলছে মনে হল। 'সবারই।'

'তোমাদের টাকা মার যাবে না,' শেরিফ আশ্বস্ত করল ওকে। 'পাওনা যা আছে তা ওদের দিতেই হবে। তোমার কাছে সব হিসাব আছে না? যার যা পাওনা আছে তার ব্যাঙ্ক ড্রাফট দাও তুমি—ব্যাঙ্ক টাকা দিতে বাধ্য।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর ব্যারন উঠে তার জিনিসপত্র গুছাতে শুরু করল। সবাই ওর দিকে চেয়ে আছে। ফোলজার্স পাখির গানের উদ্দেশে বলল, 'ওর কালো-সাদা ঘোড়াটা কোরালে আছে। তুমি ওটাকে এনে দেবে?'

সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল ইণ্ডিয়ান। 'চমৎকার ঘোড়া। ফ্রেঞ্চি ছাই রঙের যে ঘোড়াটা ব্যবহার করে সেটা আমার পছন্দ—ওটার দাম কত হবে?'

'তোমার যা পাওনা হয়েছে ওই রকমই কিছু হবে,' জবাব দিল

ডেভ।

ইণ্ডিয়ান লোকটা ঘোড়া আনতে কোরালের দিকে এগোল। ডেভ ওকে অনুসরণ করল।

'মোবীটি এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে,' যেন নিজের মনেই কথা বলছে এমন ভাব দেখাল রেঞ্জার। 'ট্রেনে গেলে তিন থেকে চার দিনের পথ। কিন্তু ট্রেনে যাওয়ায় ঝুঁকি বেশি। তাছাড়া অনেক সুন্দর সব প্রাকৃতিক দৃশ্যও ট্রেন থেকে দেখা যায় না।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল কোলম্যান। 'মোবীটি? মোবীটির সাথে এসবের কি সম্পর্ক?'

'আমি বলিনি কোন কিছুর সাথে এর সম্পর্ক আছে।' এবার মালপত্র গুছিয়ে তার পাশে বসা ব্যারনের দিকে ফিরল রেঞ্জার। 'তুমি বলেছিলে না কখনও ব্যাজ পরোনি?'

'কখনও কারণ ঘটেনি।'

'কারণ অনেক ধরনের হয়। টেক্সাসে কেউ যদি নিজের হাতে আইন তুলে নেয় তবে তার প্রতি আমাকে শক্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে। যেমন ধরো নিউট্রাল স্ট্রিপের ঘটনা—অবশ্য ওখানে কোন আইন নেই—কিন্তু টেক্সাসে আছে।'

জিনটা রেলিঙের ওপর রেখে স্যাডলব্যাগগুলো জিনের সাথে ঝুলিয়ে রাখল ব্যারন।

'কাউকে স্পেশাল রেঞ্জার নিযুক্ত করার বিশেষ ক্ষমতা আমার আছে,' জানাল জারভিস।

জিনের তলায় বিছানর কম্বলটা থেকে ধুলো ঝেড়ে বাকি সরঞ্জাম তুলে নিল সিডনি।

'যদিও স্পেশাল রেঞ্জারকে বেতন দেয়ার অথরিটি আমার নেই,'

বলে চলল জারভিস, 'হয় কোন প্রাইভেট পার্টি টাকা দেয় অথবা তারা মাগনাই কাজ করে। কেবল বেতনের দিকটা ছাড়া তাদের ক্ষমতা রেগুলার রেঞ্জারের সমানই থাকে।'

ব্যারন তার সিরেপ আর হ্যাটটা পরে নিল। 'তোমাদের কি আজকাল কোন নতুন ধরনের ব্যাজ দেয়া হয়, যেটা বুলেট ঠেকাতে পারে?' মুহূর্তের জন্যে যেন ব্যারনের চারপাশে নিজের গড়া সরু দেয়ালটায় চিড় ধরল। মিচেল তার ঘন কালো চোখে হাউণ্ডের তাড়া খেয়ে নেকড়ে বাঘ যখন রুখে দাঁড়ায় তেমনি একটা চাহনির ঝিলিক দেখতে পেল। ভাবটা ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। 'ঠিক আছে, তাহলে আমাকে শপথ করিয়ে তোমাদের দলে ভেড়াও,' বলল সিডনি। 'কিন্তু একটা কথা মনে রেখ আমি কারও আদেশ মেনে চলতে পারব না।' তারপর কোলম্যানের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার জায়গায় আমি থাকলে কিছু প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করতাম। যেমন, যে রেঞ্জার ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে খুন হল, সে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে কেন এসেছিল? এবং ধরো যে লোকটা ঘাতকের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে সে যদি তোমার এলাকার ভিতরের কোন লোক হয়ে থাকে, কি ধরনের মানুষ সবার অলক্ষ্যে কাজ চালিয়েও তোমাদের সব খবরাখবর রাখতে পারে?'

'তোমার কি এ সম্পর্কে কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না, এখনও কিছু দানা বেঁধে ওঠেনি—কেবল অনেক প্রশ্ন জাগছে। যেমন, এই কাউন্টির একশো মাইলের মধ্যে সু মাতিন মাত্র একটা খুনই করেছে। রেঞ্জার বেকার তার সঠিক ঠিকানা খুঁজে বের করে ফেলেছিল বলেই কি তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল মাতিন? পেশাদার খুনী মাতিন। বেকারের কোন শত্রু ছিল না—মাতিন নিশ্চয়

টাকার বিনিময়ে ওকে খুন করেনি। তাহলে নিজের পরিচয় গোপন রাখতেই নিশ্চয় বেকারকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিল?'

শপথ গ্রহণ করার মাঝেই পাখির গান দুটো ঘোড়া র‍্যাঞ্চের বারান্দার সামনে এনে হাজির করল। ছাই রঙের যে ঘোড়াটা বেতনের বিনিময়ে সে কিনেছে, সেটায় জিন এঁটে যাবার জন্যে তৈরি করেই এনেছে। রেলিঙের সামনে এনে সাদা-কালো মাসট্যাঙ-এর লাগামটা ব্যারনের হাতে ধরিয়ে দিল সে। কয়েকগজ দূরে আরেকজন আরোহী ঘোড়ার পিঠে বসে নীরবে অপেক্ষা করছে। ফিউনারেলে ওই ইণ্ডিয়ান ছেলেটাকে দেখেছিল ব্যারন। লাগাম হাতে নিয়ে ঘোড়াটার কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত বুলাল তারপর শক্ত হাতে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে নাকে-মুখে একটু হাত ঘষে দুহাতে শক্ত করে ধরে ঘোড়ার মাথাটা নিজের দিকে ফেরাল। কৌতূহলী চোখে ঘোড়াটা ওকে দেখল। এবার ঘোড়াটার নাকের ভিতর শ্বাস ছাড়ল ব্যারন।

হাসিমুখে ওর কাণ্ড লক্ষ করছিল পাখির গান। 'এটা কোন কোমাঞ্চির কাছ থেকে শিখেছ?'

ব্যারন ঘোড়ার কানে হাত বুলিয়ে ওর কাঁধে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়াল। 'সন ও'কিফ নামে এক লোকের কাছে শিখেছি। সে নিউ ইয়র্কের বেলমন্টে ভাল জাতের ঘোড়ার ট্রেইনার ছিল। সে নাকি ঘোড়ার সাথে কথা বলার এই নিয়মটা প্রিন্স অব ওয়েইল্‌সের কাছে শিখেছে। এখন থেকে ঘোড়াটা আমার।'

'যখন কিনেছ তখন থেকেই তো ঘোড়াটা তোমার,' ভুরু কুঁচকে বলল কোলম্যান।

আড়চোখে ওর দিকে তাকাল ব্যারন। 'আইনগতভাবে তখন থেকেই আমি মালিক হয়েছি বটে—কিন্তু এখন ঘোড়াটাও জানে সে

আমার।'

জিন চাপিয়ে তৈরি করে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে।

একটা খোলা দরজায় দেখা দিল হলুদ বিড়ালটা। কিছুক্ষণ ব্যারনের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ছুটে এগিয়ে এল। মাথা নাড়ল ব্যারন। তারপর একটা খাবার রাখা ছালা নিচু করল। বিড়ালটা ওটা বেয়ে জিনের ওপর উঠে বসল। ঘোড়াটা ঘাড় হেলিয়ে বড়বড় চোখে বিড়ালটার দিকে চেয়ে একটু অস্থির হয়ে উঠেছিল। লাগাম টেনে ঝুঁকে ঘোড়ার কানেকানে মৃদু স্বরে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই—সব সয়ে যাবে।' আদর করে ঘোড়ার ঘাড় চাপড়ে দিল ব্যারন।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিমে রওনা দেয়ার জন্যে তৈরি হল সিডনি।

'আমাদের যাওয়ার বিশেষ কোন জায়গা নেই,' বলল ইণ্ডিয়ান পাখির গান। 'তোমার সাথেই না হয় কিছুদূর একসাথে যাই।' ওর পিছনে ইণ্ডিয়ান কিশোরও স্থির হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে অপেক্ষা করছে।

'তোমাদের যেখানে মন চায় যাও,' জবাব দিল সিডনি। 'কিন্তু আমার সাথে নয়। সঙ্গ প্রয়োজন নেই আমার।'

কোমাঞ্চি লোকটা কিছুক্ষণ ওর দিকে নির্বিকার চোখে চেয়ে কাঁধ উঁচিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে রওনা হল। ছেলেটাও ওর পিছু নিল। এমন ছেলে ব্যারন আরও দেখেছে—যেখানেই থাক কেউ ওকে খেয়াল করবে না। একটা সাধারণ কিশোর। খেয়াল করার মত বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

ওরা আশেপাশেই থাকে, কিন্তু মনে হয় থেকেও নেই···মাঝেমাঝে বিশেষ কিছু ঘটলে মানুষ ওদের খেয়াল করতে বাধ্য হয়।

সাদা লোকের শিক্ষাপ্রাপ্ত কোমাঞ্চির সাথে আছে বলে লোকে ওকেও লক্ষ করবে। কিন্তু একা থাকলে নয়।

দুই

এর মধ্যে দু'বার ডিকি হেণ্ডারসন থেমেছে। একবার তার বুলেটের জখমটা বাঁধতে, আর দ্বিতীয়বার ঘোড়া এবং তার নিজেরও ঘন্টাখানেক বিশ্রাম দরকার ছিল বলে থেমেছে। দু'বারই চক্কর দিয়ে ঘুরে এনিসে ফিরে যাবার অদম্য ইচ্ছাটাকে সে জোর করেই দমন করেছে। এর আগেও কয়েকবার হাওয়া যখন গরম, তখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত সে ওখানেই লুকিয়ে থেকেছে।

কিন্তু এবার সে তা করল না। দু'বারই ওর সহজাত প্রবৃত্তি বলেছে এগিয়ে যাওয়াটাই উচিত হবে। যতটা দূরে সরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। সে জানে যারা ওর পিছনে ধাওয়া করে আসছে তারা ওকে ধরার সংকল্প নিয়েই বেরিয়েছে। তার পরিচয় হয়ত ওদের জানা নাও থাকতে পারে, কিন্তু ওর ট্র্যাক নিশ্চয় ওরা এতক্ষণে খুঁজে বের করে ফেলেছে।

এর জন্যে আইভানই পুরোপুরি দায়ী, ভাবল সে। আইভান লোকটা একটা বোকা পাঁঠা। পিস্তল চালাবার জন্যে সবসময়েই ওর হাত চুলবুল করে। যেখানে সহজ কোন পথ নেই সেখানেও সে ঝুঁকি নিয়ে শর্টকাট খোঁজে। যদিও ওদের দলটার তেমন কোন নামডাক নেই তবু যোগ্যতা না থাকলেও আইভানকে যেমন করেই হোক দলের নেতা হতেই হবে।

আইভান হয়ত মারাই পড়েছে। একজনকে সে গুলি খেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখেছে। এমনও হতে পারে ওরা তিনজনই মরেছে। তাই যদি হয় উচিত শাস্তিই পেয়েছে ওরা। কিন্তু এসব ভাবনার মাঝেও সে মনেমনে চাইছে আইভান যেন বেঁচে থাকে। ওর সাথে একটা বোঝাপড়া ডিকির বাকি রয়ে গেছে। ঘোড়াটা একটা শুকনো নালা ধরে এগোল। এখন যে কোথায় সে আছে তা ঠিক না জানলেও ওর ধারণা হাফ মুন ক্রসের দক্ষিণে জনসন কাউন্টির সীমানার কাছে কোথাও আছে। তার পিছু নিয়েছে কেউ এবং ওরা খুব একটা পিছনেও নেই। ওরা এলিস কাউন্টির ল'ম্যান হলে যত জলদি সম্ভব তাকে কাউন্টির সীমানা পেরোতে হবে। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে যে কি ঘটেছে তা সঠিক কেউ বলতে পারবে না। সবকিছু বিশৃঙ্খলভাবে নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। পিছনের লোকগুলো কাউন্টি ল হলে অন্য কাউন্টিতে ঢুকে তাকে ধরতে আসবে না।

কিন্তু ওরা যদি ল'ম্যান না হয়···সেটা জানতে হলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, লোকগুলোর ব্যবহার মোটেও সুবিধের নয়।

ঘোড়াটা ক্লান্ত, সেও ক্লান্ত। পুবের আকাশে ভোরের আলোর আভাস দেখতে পেয়ে সরাসরি উত্তর দিকে চলতে শুরু করল ডিকি। সামনের এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখল সে। ওর ইচ্ছা ফোর্ট ওয়ার্থ কিংবা দরকার পড়লে আরও উত্তরে ওকলাহোমায় কোথাও একটা নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে কিছুদিন ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। বিপদ কিছুটা কেটে গেলে তখন ভেবেচিন্তে স্থির করবে পরবর্তী প্ল্যান।

একটা টিলার মাথায় উঠে ভোরের আলোয় যতদূর চোখ যায় পিছনদিকটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করল ডিকি। কিছুই ওর চোখে পড়ল না। কিন্তু সে জানে ওখানেই কোথাও ওরা আছে। এবং এখন

আলো ফোটার সাথে সাথে ওদের এগিয়ে আসার গতিও বাড়বে। উত্তর-পশ্চিম দিকটাও সে খুঁটিয়ে দেখল। একটা ধোঁয়ার রেখা দেখতে পেল। রেইল রোড! ওদের যদি আরও লোকজন থাকে তবে ট্রেনে চেপে ওরা বিভিন্ন জায়গায় নেমে ওর সামনে এগোনর পথও বন্ধ করে দেবে। বাক্সবন্দী হয়ে পড়বে সে।

একটু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে, কিন্তু সেই হাসিতে কোন কৌতুক নেই। হারামজাদা আইভান, ভাবল সে। জাহান্নামে যাও তুমি!

দু'শো মাইল দূরে ক্যাপরক্ হিল্স্-এর পশ্চিমটাই হচ্ছে ইণ্ডিয়ান নেশনসের পশ্চিম সীমানা। ব্রেজোর উত্তর সীমানার কাছ থেকে একজন আরোহী মোবীটি থেকে উত্তর দিকে রওনা হল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ডাবল স্টার র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেল সে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে স্যাডল-ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠান পার হয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের সদর দরজায় নক করল। বিশাল-দেহ একটা লোক দরজা খুলল। ওর কোমরে রূপালী কোল্ট ঝুলছে। আরোহী স্যাডল ব্যাগটা বাড়িয়ে দিল। 'আজকের ডাক, সিমন্স্,' নীরব চ্যালেঞ্জে চোখের দিকে চেয়ে থেকে কথাটা বলল আরোহী। 'একটা কিসের প্যাকেজও আছে, ট্রেনের মালগাড়িতে এসেছে ওটা।'

গ্রে সিমন্স্ তার বিশাল হাতে স্যাডলপকেট দুটোর ভার পরীক্ষা করে দেখল। 'অনেক সময় লাগল তোমার, সায়মন,' নিচু স্বরেই কথাটা বলল সে। কিন্তু সেটা দূরে মেঘের গর্জনের মতই ভয়ানক শোনাল।

'প্যাকেজটা,' এক পা পিছিয়ে গেলেও চাহনির চ্যালেঞ্জটা বজায় রেখে সে বলল, 'ওদের মেইল ডিপো থেকে ছাড়িয়ে আনতে সময় লাগল। ক্লার্কের সই ছাড়া নাকি কিছুই দেয়ার নিয়ম নেই। ক্লার্ক

দেরিতে এসেছে।'

'ঠিক আছে, সায়মন।' চিতাবাঘের গরগর শব্দের মত বিপদ সঙ্কেত ওর স্বরে। 'বয়স বাড়ার সাথে মানুষের জ্ঞানও বাড়ে···যদি বাঁচে।'

বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল সায়মন। রাগে চোয়ালের পেশী দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে ওর। নতুন ফোরম্যানের কর্তৃত্ব ওর মোটেও সহ্য হচ্ছে না। লোকটা র‍্যাটল স্নেকের মতই বিষাক্ত। সব সময়েই কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে—কেউ ভুল করলেই ছোবল মারবে।

'সবটাই ধাপ্পা,' নিজের মনেই বিড়বিড় করল সায়মন। পিস্তলবাজ হিসেবে চড়া বেতন দেয় বুড়ো, নইলে···

ডাবল স্টার বিগ ড্রাইভের আগে এমন ছিল না। কিছু খারাপ লোক যে ছিল না তা নয়। এড জনসন আর পোনি বিডওয়েলের মত লোকও ছিল। পোনির সাপের মত ঠাণ্ডা চোখ আর ক্ষিপ্র গতিতে পিস্তল ড্র করার বিশেষ কৌশলের কথা মনে পড়ল। পিটার ছিল তখনকার ফোরম্যান। সেও এড বা পোনির চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। সবাই ওকে মানত। কঠিন কর্মচারীর দল ছিল ডাবল স্টারে--কিন্তু এখন ওদের কেউ আর বেঁচে নেই। বিরাট গরুর পাল নিয়ে ওরা উত্তরে কোয়ারেন্টিন ডাঙার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল—কিন্তু পিস্তলবাজদের কেউ ফেরেনি।

কিভাবে যেন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। মাত্র কয়েকজন কাউবয় ফিরে আসতে পেরেছিল। ব্যারন নামের এক পাগলা ভবঘুরে লোক নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ক্যানসাসের আইনরক্ষক লোকজন হিগিন স্পেন্সারের মতলব টের পেয়ে বর্ডার সীল করে দিয়েছে। হিগিনের ক্ষমতালোভী নাতি ডন স্পেন্সারও ফেরেনি। সম্ভবত

সেও মারা পড়েছে। যারা বেঁচে ফিরেছিল তারাও কেউ আর থাকেনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে যে যার পথ ধরেছে। পিছন ফিরে আর চায়নি।

পুরানো লোক হিসেবে সায়মন রীফ আশা করেছিল বুড়ো হিগিন তাকেই ফোরম্যান করবে। কিন্তু তা হল না। বুড়ো কোত্থেকে গ্রে সিমসনকে নিয়ে এল। কেন, সে তার থেকে কম কিসে? ওই লোকটাকে ফাস্ট ড্র কাকে বলে সেটা সামনাসামনি দেখিয়ে দেয়ার কথা ইদানীং তার মাথায় ঘোরাফেরা করছে।

খড়ের গুদামে নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামাল সায়মন জিঞ্জার কুয়ার পাশ থেকে এসে কাছেই একটা বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। 'তোমার সাথে সিমনসের কথার কিছুটা আমার কানে এসেছে। আর কতদিন তুমি এসব সহ্য করবে, সায়মন?' খোঁচানর উদ্দেশ্যে বলল সে।

'তাতে তোমার কি আসে যায় ?' আড়চোখে ওর দিকে তাকাল সায়মন। ওখানে অনেকেই জিঞ্জারকে ভয় পায়—এবং তা সঙ্গত কারণেই। কিন্তু সায়মন সেই দলে পড়ে না।

'আমার কিছু না,' নির্বিকার স্বরে বলল জিঞ্জার। 'মোবীটির কোন খবর আছে?'

'যদি জানতে চাও বুড়ো হিগিনের পরবর্তী প্ল্যান কি, সেটা আমার জানা নেই। যখন দরকার সে নিজেই তা জানাবে।'

ওর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে জিঞ্জার বলল, 'কিংবা সিমনস যখন জানাবে।' দাঁত বের করে হাসল সে। 'সিমনস কঠিনভাবে তোমার পিছনে লেগেছে—তাই না?'

'মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সে টের পাবে।'

'তাই নাকি? কিভাবে?'

'ওকে আমি মেরেই ফেলব।'

হিগিন স্পেন্সার তার ব্যাঞ্চবাড়িতে ষোলো ফুট লম্বা একটা টেবিলের পিছনে বসে আছে। ওই টেবিলে একটাই মাত্র চেয়ার। চেয়ার বললে ভুল হবে, কারুকাজ করা চামড়ায় মোড়া আসনটাকে সিংহাসনই বলা চলে। বিশাল কামরাটায় অবশ্য আরও লোক আছে—কিন্তু সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো লোকটাকে দুর্বল, মাংস চুপসে যাওয়া হাড্ডিসার কঙ্কালের মতই দেখাচ্ছে। তার কুঁজো হয়ে ঝুলে পড়া কাঁধ, কোলের ওপর লেপ, স্থির অনড় হয়ে বসে টেবিলের ওপর রাখা জিনিসটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা, সব মিলে ওর বার্ধক্য আর জীর্ণতারই পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে।...কিন্তু তার পুরো ভোলটাই হঠাৎ বদলে গেল। মুখ তুলে সামনের বিশাল লোকটার দিকে তাকাল সে।

কোটরের ভিতর ঢোকা চোখ দুটো প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে। ওই মুহূর্তে কেউ ওর চোখের দিকে চেয়ে ভাবতেও পারবে না লোকটা দুর্বল।

'এনিস,' খনখনে গলায় বলল সে। 'এনিস থেকে ট্রেনে করে পাঠানো হয়েছে, ডাকে আসেনি?'

'মোড়কের ওপরকার ছাপ তো তাই বলে, সিমন্‌স্ তার সুদৃশ হাতের আঙুল দিয়ে ছাপটার হিগিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। 'কেউ ওটা অফিসের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর হাতে করে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল, মোবীটিতে পৌঁছানর আগে ওতে কোন সীল পড়েনি।'

মোড়কের ভিতর থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল। 'তুমি এই ব্যাজধারীকে পয়সা দিয়ে কিনেছ,' পড়ল সিমন্‌স্। 'তাই এই

ব্যাজের প্রকৃত মালিক তুমি—এটা তোমারই প্রাপ্য।' এইটুকুই লেখা আছে, নিচে কোন সই বা নাম নেই।

চ্যাপ্টা হওয়া পাতের মত পাতলা বিকৃত ব্যাজটার দিকে তাকাল হিগিন। কিছু গাঢ় রঙের দাগ রয়েছে ওটার ওপর—শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ।

'তুমি জানো ওটা কার?' প্রশ্ন করল গ্রে সিমন্‌স্।

'তেমন কেউ না।' শ্বাস ফেলল হিগিন। 'এনিস শহরের একজন ডেপুটি মার্শাল। নামটাও এখন মনে নেই। না, মনে পড়েছে, লোকটার নাম রজার্স। রয় রজার্স। একটা হাঁদা। আমি ওকে একটা লোকের ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। মনে হচ্ছে লোকটাকে খুঁজে পেয়ে বোকার মত কিছু করে নিজেই মারা পড়েছে।' টেবিলের ওপর রাখা অন্যান্য খোলা ডাকের ভিতর থেকে বেছে শীর্ণ হাতে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের একটা কাগজ গ্রের হাতে তুলে দিল হিগিন। 'এটা পড়ো।'

'"জেনারেল নোটিশ," পড়ল গ্রে। "ব্যারন এখন এই কাউন্টিতে নেই। পশ্চিমে রওনা হয়েছে। ওদিকে খোঁজ নাও।"' কাগজটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল গ্রে।

'এটা কে পাঠিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানার দরকার নেই,' বলে একটা লম্বা শ্বাস নিল হিগিন। 'কথা হচ্ছে এটা অন্তত বিশটা বিভিন্ন কাউন্টিতে পাঠানো হয়েছে। কেউ প্রচার করতে চাচ্ছে লোকটা এখন আর এলিসে নেই।' বলেই সে আবার হাতের ইশারায় গ্রেকে ডাকল। 'না, ওটার আরও একটা মানে আছে। সেটা হচ্ছে একজন যোগ্য পেশাদার লোক ব্যর্থ হয়েছে। সিডনি ব্যারন এখনও জীবিত আছে। লোকটা বেঁচে থাকুক এটা আমি চাই না সিমন্‌স্।'

'বুঝলাম। এইজন্যেই কি তুমি আমাকে এখানে আনিয়েছ?'

'না। কিন্তু এই কাজটাই এখন বেশি জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাকি পরেও করা যাবে। ক্যাবিনেট থেকে ম্যাপগুলো নিয়ে এসো।'

ম্যাপ রাখার ক্যাবিনেটটা খুলল গ্রে। খোলা ক্যাবিনেটের ম্যাপগুলোর দিকে তাকিয়ে হিগিন বলল, 'বাম দিক থেকে পাঁচ আর ছয় নম্বর ম্যাপ দুটো নিয়ে এসো।' ম্যাপ দুটো আনা হলে সে আবার বলল, 'টেবিলের ওপর খুলে বিছাও ওগুলো।'

ম্যাপ দুটো বিছানো হল। কোনাগুলোতে সবুজ জেড পাথরের আটটা টুকরো রেখে চার্টগুলোর কুঁকড়ে যাওয়া বন্ধ করা হলে সোজা হয়ে বসল হিগিন। হাঁটার লাঠিটা তুলে ম্যাপের একটা এলাকার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নির্দেশ করে বলল, 'এটা এলিস কাউন্টি। আর এনিস শহরটা হচ্ছে এখানে। আর তার একটু উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে ওয়্যাক্সাহ্যাচি। যখন তারবার্তাটা পাঠানো হয়েছে তখন ব্যারন এই লাইনটার পশ্চিমে কোথাও ছিল। এখানে আর এখানে রেইল লাইন আর এগুলো পাবলিক রোড।...তুমি এই এলাকাটা চেনো, গ্রে? এখান থেকে এই পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, চিনি,' হাসল সিমন্‌স্। 'কেবল ওই এলাকাতেই জনা-সাতেক লোক আমার হাতে মরেছে।'

'ওই এলাকায় একজন মানুষকে খুঁজে বের করতে তোমার কতজন লোক দরকার হবে?'

'সেটা নির্ভর করছে ওকে কেন খোঁজা হচ্ছে তার ওপর।'

'ওকে হত্যা করতে হবে।'

সায়মনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমাকে লোক বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা দিলে বেশি লোকের দরকার পড়বে না।'

'কয়জন?'

'পাঁচজনই যথেষ্ট।'

'কাজ ঠিকমত সারতে পারলে টাকা দেব···বেশ ভাল টাকাই দেব।'

'আমি জানি ভাল কাজের মর্যাদা তুমি দিতে জানো,' বলে একটু হাসল গ্রে।

'লোকটার নাম সিডনি ব্যারন। আমি কখনও ওকে দেখিনি। যারা দেখেছে তারা বলে লোকটা লম্বায় ছয় ফুটের উপরে। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কালো চুল। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই। তুমি কখন কাজ শুরু করতে পারবে?'

'দেরি করার কোন কারণ নেই, আমি এখনই তৈরি হতে পারি। কিন্তু আমি নিজে লোক বাছাই করার অধিকার আর নিজের প্ল্যান মত কাজ করার স্বাধীনতা পাব তো?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্যই পাবে। কিন্তু সেইসাথে কিছু উপদেশও দিতে চাই—তুমি যার খোঁজে যাচ্ছ সে সহজ লোক নয়। এতদিনে তার মৃত্যু ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সু মাতিনও তাকে মারতে অক্ষম হয়েছে।'

'মাতিন!' এই প্রথমবারের মত গ্রের গলার স্বর তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য হারাল। 'সু মাতিন···মিস করেছে?'

'সেই রকমই ভাব দেখা যাচ্ছে।' লেপটা টেনে নিজেকে ভাল করে জড়িয়ে নিল স্পেন্সার। 'কথাটা তোমার মনে রাখা ভাল। কে ব্যাগলি ওকে মারতে গেছিল, পরে ওরা ক্যানসাসে একটা কফিনের ভিতর ব্যাগলির মৃতদেহ আবিষ্কার করল। ওয়াইলি ডবিন্‌স্ চেষ্টা করে মারা পড়েছে। মরগান হেজের নাম নিশ্চয় শুনেছ, তোমার আগে সে

এখানকার ফোরম্যান ছিল। সে মারাত্মক রকম জখম নিয়ে স্ট্রিপ থেকে ফিরে বলেছিল ব্যারনকে সে গুলি করে ঘোড়া থেকে ফেলে মেরেছে। কিন্তু শেষে দেখা গেল ব্যারনই বেঁচে আছে—ওর জখম আর সারল না। সে-ই মারা গেল। তারপর সানি বাইডেল…'

'বাইডেল?' ভুরু কোঁচকাল গ্রে।

'সেও মরেছে আমার বিশ্বাস। ফেরেনি সে। এছাড়া এড জনসন, তারপর স্টারডিভান্ট…'

'স্টারডিভান্ট…বড় রাইফেল ছিল যার?'

'নিউট্রাল স্ট্রিপে ওকে একটা গাছে ঝোলানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেউ ওকে খুব কাছে থেকে গুলি করে মেরেছে। অথচ ওর চারপাশে ব্যবহার করা অসংখ্য গুলির খোলস পড়ে ছিল। এতকিছু তোমাকে বললাম—সাবধান, কোন ভুল কোরো না—ওরা ভুল করেছিল।'

'ভুল আমি করি না,' দৃঢ় স্বরে বলল গ্রে।

স্পেন্সার তীক্ষ্ণ চোখে গ্রের দিকে তাকাল। 'শুনেছিলাম সু মাতিনও ভুল করে না। কিন্তু ব্যারন এখনও বেঁচেই আছে।'

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে গ্রে প্রত্যেক র‍্যাঞ্চ কর্মচারীকে দূর যাত্রার জন্যে যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হয়ে উঠানে তার জন্যে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিল। তারপর নিজে ভাল করে হাত ধুয়ে শুকিয়ে হাতে পাউডার মেখে বেরিয়ে এল। দুপুরের কড়া রোদে ওর কোমরে ঝোলানো রূপা দিয়ে মোড়া কোল্টটা ঝিলিক দিচ্ছে। সবাই জড়ো হয়েছে উঠানে। ওদের মধ্যে নয়জন হচ্ছে পিস্তলবাজ—সবারই নামডাক আছে। ফালতু লোকের জায়গা ডাবল স্টারে নেই। বুড়ো চড়া

বেতন দেয় বটে, কিন্তু প্রত্যেককে সে তাদের যোগ্যতা নিজে যাচাই করে দেখেই রেখেছে। প্রত্যেকেই কঠিন লোক। কেউ টেরিটোরির আউট-ল, কেউ খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ 'পাইনি উড' ঝগড়ার লড়াই থেকে নিজের যোগ্যতায় বেঁচে ফিরেছে। এদের কেউকেউ আবার ফাস্ট ড্র-তে পটু। একে একে সবাইকে দেখার পর সায়মন রীফের ওপর এসে গ্রের চোখ দুটো স্থির হল।

ওদের মধ্যে রীফই সব থেকে ভয়ানক বলে ওর নাম আছে। ফাস্ট ড্র আর নির্বিকারভাবে মানুষ খুন করা—দুটোতেই সে ওস্তাদ। রীফ আশা করেছিল মরগানের মৃত্যুর পর তাকেই ফোরম্যান করা হবে—সেইসাথে ওর বেতনও বাড়বে। কিন্তু বুড়ো হিগিন তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে গ্রে সিমন্‌স্‌কে তার উপরওয়ালা করে বসাল। তার বদ্ধমূল ধারণা গ্রে তার থেকে কোন দিক থেকেই বেশি যোগ্য নয়। তবু তারই অধীন কর্মচারী হয়ে কাজ করতে হচ্ছে, এটা প্রথম দিন থেকেই সে মেনে নিতে পারেনি। লোকটার ব্যবহারও রূঢ়—বিশেষ করে সায়মনের পিছনেই সে লেগেই থাকে—একটু খুঁত ধরতে পারলেই কথা শোনাতে ছাড়ে না। একটা রেশারেশির ভাব ওদের মধ্যে প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছে।

সামান্য হাসল গ্রে। 'আমাদের হাতে একটা কাজ এসেছে,' নিচু স্বরে বললেও কথাগুলো সবার কানেই পৌঁছল। 'একটা লোককে হত্যা করতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যে থেকে পাঁচজন সেরা লোককে সাথে নেব।'

'একজনকে মারতে ছয়জন কেন?' খোঁচা দেয়ার সুযোগটা ছাড়ল না সায়মন। 'শুনেছি তুমি নিজেই নাকি খুব বড় পিস্তলবাজ। তাই না?'

গ্রের গলার স্বর পাল্টাল না। 'ওকে প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে। তাই আমরা ছয়জন যাব। তোমাকে আমার দরকার জিঞ্জার,' আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল সে। 'আর যাবে বোডিন, বিলিংস, কেইন···এবং সণ্ডার্স। বাকি সবাই আমরা না ফেরা পর্যন্ত এখানে যার যা কাজ সেসব সামলাবে। আমি ছয়টা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তৈরি করে আনতে বলেছি—ঘোড়াগুলো এসে পৌঁছলেই আমরা রওনা হব।'

ভুরু কুঁচকে সবার কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়াল সায়মন রীফ। 'তুমি বলেছিলে পাঁচজনকে সাথে নেবে, গ্রে। পাঁচজনের নামও ডাকলে। কিন্তু আমার নামটা কোথায় গেল?'

'হ্যাঁ, তাই করেছি।' গ্রে একটু হাসল। 'তোমাকে আমার যোগ্য বলে মনে হয় না।'

দারুণভাবে খোঁচা খেল সায়মন। পাঁচজন সেরা পিস্তলবাজকে সাথে নেবে বলে পাঁচজনের নাম ডাকা হল—তার নাম পাঁচজনের মধ্যেও উল্লেখ করা হল না! সবার সামনে এভাবে অপমান—গায়ে জ্বালা ধরে গেল তার।

মুখোমুখি হয়ে ঘুরে দাঁড়াল সায়মন। কি ঘটতে যাচ্ছে আঁচ করে একটু কুঁজো হয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল সে। 'আমাকে যোগ্য মনে হয় না তোমার?!'

'একটুও না,' ঠাণ্ডা স্বরেই বলল গ্রে। 'আমি তোমাকে কোন দামই দিই না।'

'কুত্তার বাচ্চা···!' নিয়মিত তেল মাখানো খাপে রাখা পিস্তলটা ছোবল দিয়ে বের করার জন্যে ঝট করে হাত বাড়াল সে। বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল বের করল···কিন্তু কোথায় যেন গলদ হয়ে গেছে, অবশভাবে অনুভব করল সায়মন।

সিমনসের হাতে পিস্তলটার মুখে আগুনের ঝিলিক দেখতে পেল। ফুটে ওঠা একটা লাল গোলাপের মত। হাতটা আর তার কাজ শেষ করতে পারল না···শ্বাস নিতে পারছে না···পারল না···

মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটে গেল। পা অবশ হয়ে সায়মনের মৃতদেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বুড়ো আঙুল দিয়ে গুলির খালি খাপটা বের করে ওখানে একটা তাজা গুলি ভরে পিস্তলটা খাপে রাখল গ্রে।

সবার মুখের দিকে একবার চাইল। 'এখন বুঝতে পারছ তো?' বলল সে। 'কারও আর কোন প্রশ্ন আছে···যেকোন বিষয়ে?'

কারও কোন প্রশ্ন ছিল না।

ঘোড়াগুলো এসে হাজির হল, সবাই উঠে বসল। সায়মনের লাশটার দিকে চেয়ে দেখল জিঞ্জার। জিভ দিয়ে চুকচুক করে শব্দ তুলে একটু দুঃখ প্রকাশ করল সে। কে যে বস্ তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে সিমন্স্।

তিন

একজন তোমার জীবন নাশের হুমকি দিয়েছে, মা। লিসাকেও। যে কখনও মিস করে না আমাকে মারতে বিফল হয়েছে। এখন তোমাদের মারার ভয় দেখিয়েছে আমাকে বের করার উদ্দেশ্যে। অচিন্তনীয়? হ্যাঁ, শেরিফের মুখের ভাবেও সেটাই প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা

অবাস্তব মনে হলেও সম্ভব। অত্যন্ত হীন মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু সু মাতিনের মত নীচ মানুষের পক্ষে খুবই সম্ভব। নির্দয় পাষণ্ড লোকটা আমার মনের ভিতরটা দেখতে পেয়েছে। সে এমন শর্ত দিয়েছে যে সে জানে এই শর্ত আমাকে মানতেই হবে। আমি বেরোলে সে আমাকে খুঁজে বের করবে—তোমাদের পিছনে আর যাবে না এটা কি একটা ধাপ্পা? হতে পারে, কিন্তু আমি সেই ঝুঁকি নিতে পারি না।

ওর সামনের এলাকাটা পাহাড়ী আর দুর্গম হয়ে আসছে দেখে ঘোড়ার মুখ ব্রেজোর দিকে ফেরাল। তবে রেইল লাইন আর ট্রেইল এড়িয়ে এগোচ্ছে সে। এতে মানুষের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। জানাজানি যত কম হবে, মাতিনের পক্ষে তাকে খুঁজে বের করা ততই কঠিন হবে।

হাফ মুন ক্রসের পিছন দিক দিয়ে বেরোনর পর এখন পর্যন্ত কাউকে সে দেখেনি। কেবল ফাঁকা জমি, সে আর তার সাদা-কালো ঘোড়া।

আর একটা বিড়াল। মনে পড়ল তার। আপাতত সে নিশ্চিন্ত যে কেউ ভারি রাইফেল নিয়ে কোন ঝোপের আড়ালে তাকে মারার জন্যে তৈরি হয়ে বসে নেই। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আর ইন্সটিংক্ট তাকে তাই বলছে। এই সঠিক অনুমান শক্তির জন্ম হয়েছে ফিলাডেলফিয়ার ওলিগলিতে। ওটা ধীরে ধীরে বেড়ে পরিণতি লাভ করেছে সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ায় ভরা জুয়ার টেবিলে গোলমালের উৎস খুঁজে বের করার কাজে। শাণিত হয়েছে জীবনের অনিশ্চয়তা আর মৃত্যুর আকস্মিকতায়।

ইন্সটিংক্ট…আর বোধ-শক্তি বেড়েছে কখনও শিকারি আর কখনও শিকার হয়ে। কখনও বা দুটোই একসাথে হয়েছে সে। কিন্তু লোকটা

কোথাও আছে, তাকে খুঁজে ঠিকই বের করবে—এটা সে জানে।

লোকটা কি একাই নাকি আরও ঘাতক রয়েছে? হয়ত বা মেরিল্যাণ্ডে আর ক্যানসাসে খবর পাঠানো হয়েছে, স্বেচ্ছায় সু মাতিনের জালে ধরা না দিলে তারা লিসা আর তার মাকে হত্যা করবে?

ঘোড়াটা চড়াই-এ উঠছে নিশ্চিত পদক্ষেপে। বোঝা যায় দূরত্ব অনায়াসে অতিক্রম করায় সে অভ্যস্ত। চূড়ার কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সামনে ওপাশে কি আছে খুঁটিয়ে দেখল ব্যারন। আবছাভাবে ধুলো ওড়ার আভাস চোখে পড়ল বামদিকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা চূড়ার মাথায়। ওই পথে গিয়েছে অথবা তারই চলার পথের দিকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিছুই নড়তে দেখা যাচ্ছে না। ধুলোর সামান্য আভাসটাও প্রায় মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রেইরির বাতাস ওটাকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলছে। সামনে কেউ আছে। এগিয়ে চলল সে।

কিন্তু মনে হয় না মাতিনের সাথে আরও লোক আছে। নিজের মনেই ভাবছে সে। তার বিশ্বাস একাই কাজ করছে মাতিন। মেসেজে লেখা ছিল বেরিয়ে এসো। বলেনি বেরিয়ে আমার কাছে এসে মরো। লোকটা সামনাসামনি মোকাবিলায় আসবে না। হুমকিটা তাকে বের করার জন্যেই দেয়া হয়েছিল। সুতরাং হাফ মুন ক্রসের বাইরে থাকলে তারই পিছু নেবে মাতিন—হুমকি সে এই মুহূর্তে কার্যকর করার চেষ্টা করবে না। সুতরাং লিসা আর তার মা আপাতত নিরাপদ।

পথ চলতে চলতে ভাবছে সিডনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস সু মাতিন একটা দলের নাম নয়—সে একজনই, এবং একাই কাজ করে। নইলে এতদিন পর্যন্ত সবার চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে থাকা সম্ভব হত না। লোকটা কোথাও আমার জন্যে ফাঁদ পাতার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

কৌশলে সে আমাকে তার সাজানো খেলায় নামতে বাধ্য করেছে। কিন্তু যতক্ষণ সে আমাকে খুঁজছে ততক্ষণ লিসা আর তার মায়ের বিপদ ঘটার আশঙ্কা নেই। আমার বাঁচার একমাত্র উপায় হয়ত খেলাটা নিজের ছকে সাজিয়ে খেলা—কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?

সূর্যটা এখন পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। একটা চওড়া উঁচুনিচু জমি পার হচ্ছে। সিডার গাছের ঝোপে এলাকাটা ভরা। সামনেই একটা ছোট টিলা। তার পরেরটাই সেই উঁচু চূড়া যেখানে ধুলো দেখতে পেয়েছিল সিডনি। প্রায় চূড়ার কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে কতগুলো গুলির আওয়াজ ওর কানে এল। ওই শব্দ সে জীবনভর শুনে এসেছে তাই শব্দগুলো শোনামাত্র চিনতে পারল। বড় চূড়াটা পেরিয়ে কোনাকুনিভাবে নিচে নামতে শুরু করল সিডনি।

জিনের পিছনে বসা বিড়ালটা ঘুম থেকে জেগে আড়মোড়া ভেঙে চারপাশে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ লাফিয়ে নিচে নেমে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল। একবারও পিছন ফিরে চাইল না।

সিডনি ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে নিচু করে লাগামটা বাঁধল। ঘোড়া ওখানকার লম্বা থোকাথোকা সবুজ ঘাস খেতে পারবে। স্যাডলব্যাগ থেকে একটা পিতলের টেলিস্কোপ বের করে ঝোপের ভিতরে ঢুকল। ওপাশের জমিটা বেশ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। একটা পাথরের ওপর টেলিস্কোপটা রেখে সামনের দিকটা ভাল করে দেখার জন্যে স্থির হয়ে বসল।

প্রথমে ওদের দেখতে পায়নি সে। আবার পরপর দুটো গুলির আওয়াজ বাতাসে ভেসে এল। শব্দ লক্ষ্য করে টেলিস্কোপ ফেরাল সিডনি। বর্ষার সময়ে পানি নিচে নামার জন্যে যে নালার সৃষ্টি হয়েছে সেটা এখন শুকনো। লড়াইটা ওখানেই চলছে। একটা মরা ঘোড়া পড়ে

আছে মাটিতে। একটা ঘোড়ার লাগাম মাটিতে লুটাচ্ছে। ওর কাছেই হাত-পা ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে একটা লোক। একটু দূরে, হয়ত পঞ্চাশ গজ হবে কতগুলো লোক পায়ে হেঁটে ছড়িয়ে পড়ে এগোচ্ছে। যতটা সম্ভব আড়াল খুঁজে খুব ধীরে আর সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। দেখল নালার একটা পাথরের আড়াল থেকে একটা লোক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে একটা গুলি ছুঁড়েই আবার আড়ালে লুকাল। আক্রমণকারীদের একজন হাঁটু গেড়ে বসে সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ল।

'গুড শট! ভাল হাত আছে লোকটার,' নিজের মনেই বলল সিডনি। আবার এলাকাটা ভাল করে দেখল সে। লোকগুলোকে দেখল, কে কোথায় আছে, কি করছে দেখল। পাঁচ জন আক্রমণকারী—মাটিতে লুটানো দুজনকে ধরলে সাত জন। এদিকে ওদের বিরুদ্ধে লড়ছে মাত্র একজন। নেহাতই এক তরফা লড়াই চলেছে।

টেলিস্কোপটা ভাল করে ফোকাস করে একজনের চেহারা সে পরিষ্কার দেখতে পেল। স্মিথ! এই টম স্মিথই ক্যাপ্টেন রিচার্ডের ফিউনারেলে গোলমাল পাকানর চেষ্টা করেছিল।

স্মিথ তার দলবল নিয়ে কারও পিছনে লেগেছে। হাফ মুন ক্রসের কোন লোক? ওদের সবাইকেই র‍্যাঞ্চ ছাড়তে হয়েছে। কিংবা কোমাঞ্চি ইণ্ডিয়ান পাখির গান বা ওর সাথের সেই ছেলেটাও হতে পারে।

'আমার কোন ব্যাপার নয়,' বিড়বিড় করে বলল সিডনি। 'লোকটা যে-ই হোক আমার কি আসেযায়?' মুখে ওকথা বললেও সে জানে তাকে যেতেই হবে—এমন এক তরফা লড়াই দেখেও দূর থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে পারবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। টেলিস্কোপ ভাঁজ করে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে।

'*

ডিকি হেণ্ডারসনের সব গুলি শেষ হয়ে গেছে। মাত্র তিনটে গুলি রয়েছে তার কোল্টে। সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে দেখে সে দাঁত বের করে হাসল সে। নিরানন্দ হাসি। আইভান, শালা কুত্তার বাচ্চা, ভাবল সে। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে তুই মারা পড়ে থাকলেই ভাল। কারণ তোর বোকামির জন্যেই আজ আমাকে এভাবে মরতে হবে।

বাতাস দিক পরিবর্তন করল। নালার উপরে ঝোপের কাছ থেকে কাপড়ের সাথে পাতার ঘষা খাওয়ার একটা খসখস আওয়াজ ওর কানে এল। ওরা কাছে এসে ঘিরে ফেলছে। দু'দিক থেকে গুলি চালিয়ে ওকে খতম করবে। সে এখন জানে ওরা কে। ধূসর ঘোড়াটা পড়ে যাওয়ার সময়ে টম স্মিথকে সে মুহূর্তের জন্যে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। ওরা আর কয়জন বাকি আছে? ঘোড়াটার পরে দুজন লোক যে মরেছে সেটা সে গুলি ছুঁড়েই বুঝেছে মিস হয়নি।

নিরানন্দ হাসিটা আরও বিষদ হল। তিন জনের বেশিই আছে এটা সে জানে। পিছন ফিরে তাকাল সে। ওর ঘোড়াটা মরে পড়ে আছে ওখানে। ওর কোটটা ঘোড়ার জিনের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিল—ওটার পকেটে বাড়তি গুলি রয়েছে, কিন্তু এখন আর ওগুলো আনতে যাওয়ার উপায় নেই। ঘোড়াটা তার নাগালের বাইরে। নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ঝুঁকি নিয়ে বেরোলেই তাকে গুলি খেয়ে মরতে হবে। কপাল ভাল থাকলে হয়ত পৌঁছতে পারবে কিন্তু ঘোড়ার নিচে চাপা পড়েছে ওর কোট। ওখান থেকে গুলি উদ্ধার করার মত সময় সে পাবে না। তার আগেই ওদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

এই লাইনে কাজে না ঢুকে তার অন্য কোন লাইনে কাজ নেয়া উচিত ছিল, ভাবল সে। একটা গুলি তার মাথার ওপর দিয়ে ঝোপের

কিছু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এক ফুট পাশে সরে মাথা তুলে শত্রুরা কোথায় আছে কয়েক ইঞ্চি উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করল ডিকি। প্রথমে ওরা এত সাবধান ছিল না। ভেবেছিল একজন ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না। কিন্তু এখন সংখ্যায় দুজন কমে গেছে। সতর্ক হয়েছে ওরা।

হাত বাড়িয়ে একটা শুকনো সল্টসিডারের ঝোপ নাড়া দিল ডিকি। ঝাঁপিয়ে আড়ালে চলে আসার সময়ে কতগুলো বুলেট শব্দ তুলে ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে হল সবদিক থেকেই গুলি আসছে। প্রথমে ভোমরার গুঞ্জনের শব্দের পরে পাথরে বাড়ি খেয়ে ছিটকে যাওয়ার শব্দটা গুলির আওয়াজে ডুবে যাচ্ছে।

সংখ্যায় যে ওরা তিন জনের বেশিই আছে এতে আর সন্দেহ রইল না ওর মনে। সম্ভবত পাঁচ জন। ছড়িয়ে পড়েছে ওরা—আগের চেয়ে কাছেও এসে পড়েছে।

ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পিছনে সবদিকেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে। নালাটা এখানে বাঁক নিয়েছে তাই সামনে বা পিছনে বেশিদূর নজর চলে না। আরেকটু দূর পর্যন্ত দেখার চেষ্টায় একটু এগোল। সাথে সাথে পায়ের গোড়ালির কাছে একটা বুলেট এসে বিঁধল।

'সেরেছে!' ফিসফিস করে বলল সে। টাইটওয়াডের লোকজন চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। মরিয়া হয়ে চারপাশে চেয়ে বেরোবার একটা পথ খুঁজল সে। কিন্তু কোন উপায়ই নেই।

তিনটে মাত্র গুলি আছে। অবশ্য ওদের সেটা জানার কথা নয়। হয়ত জানে না। এখান থেকে সরে যাওয়াটা তার পক্ষে জরুরী হয়ে উঠেছে। এমন জায়গায় সরা দরকার যেখান থেকে কাকে গুলি করছে

দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে হয়ত ওরা ভয়ে আর এগোবে না কিংবা দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে···

শার্টটা খুলে কিছুক্ষণ ওটার দিকে চেয়ে চিন্তা করল। হাতের মুঠোর সমান একটা পাথর নিয়ে বোতাম বন্ধ করে হাতার ভিতর ঢোকাল। বোতামের কাছে এসে ওটা ক্ষণিক আটকে গলে বেরিয়ে মাটিতে পড়ল। শব্দ হওয়ার সাথে সাথে তিনটে গুলি ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কাছেই কোথাও একজন হেঁড়ে গলায় ধমকে উঠল, 'আন্দাজে ঠুস্‌ঠাস্ বন্ধ করো! এগিয়ে ওকে দেখতে পেলে তখন গুলি কোরো!'

এবারে আরেকটু বড় পাথর হাতায় ঢুকাল ডিকি। তারপর শার্টটাকে পাথরটার চারপাশে পেঁচাল। এতে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এত সহজে ওদের ধোকা দেয়া··· আর এ নিয়ে ভাবল না সে। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে দলা পাকানো শার্টটাকে নালার ওপাশে একটা ঝোপ লক্ষ্য করে যত জোরে সম্ভব ছুঁড়ে মারল। কিন্তু সোজাসুজি নয় কোনাকুনিভাবে। লিনেনের শার্টটা ভাঁজ খুলে পাথরের পিছনে পতাকার মত বাতাসে উড়তে উড়তে ছুটল। এক ঝাঁক গুলির শব্দ গর্জে উঠল।

এই সুযোগে নালা থেকে বেরিয়ে চড়াই বেয়ে উপরের দিকে ছুটল ডিকি। পাথর ছোঁড়ার আগে বাম হাতে ধরা কোল্টটা এখন ওর ডান হাতে চলে এসেছে। কুঁজো হয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে সে। একটা চিৎকার শুনতে পেল। পরক্ষণেই কতগুলো বুলেট ওর পিছনের ঝোপটার কয়েকটা ছোট ডাল ছেঁটে ফেলল। ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়েই দেখল একটা লোক দু'হাতে দুটো পিস্তল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সামনে— কিন্তু পিস্তল ভুল দিকে তাক করা। লোকটা সাড়া পেয়ে অবাক হয়ে

ওর দিকে ফিরে তাকাল। লোকটাকে গুলি করে বাঁক নিয়ে একটা আড়ালের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল ডিকি। গড়িয়ে ঝোপটা পার হয়েই আবার এঁকেবেঁকে উপরের দিকে ছুটল।

'বোকা গাধার দল!' ওইপাশ থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল। 'ও ওখানে নেই, এইখানে…' কথা শেষ করার সুযোগ পেল না লোকটা। ডিকির গুলিতে আধপাক ঘুরে পড়ে গেল। একই সাথে একটা বুলেট ডিকির উরু থেকে কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। গড়িয়ে কিছুটা সরে চেয়ে দেখল চারপাশে খোলা জায়গা। আশপাশে কোথাও কোন আড়াল নেই।

'এবার পেয়েছি হারামজাদাকে!' চেঁচিয়ে বলল কেউ। 'এসো, ব্যাটা মাটিতে গড়াচ্ছে!'

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ডিকি, কিন্তু পারল না। ওর ডান পা-টা গুলির আঘাতে অবশ হয়ে গেছে। আবার পড়ে গেল সে। কপাল ভাল বলতে হবে—পড়ে যাওয়াতেই পরের গুলিটা ওর মাথায় না লেগে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'মেরে ফেলো ওকে!' হুঙ্কার দিল টম স্মিথ।

মুখ তুলে তাকাল ডিকি। দুটো পিস্তলের নল ওর দিকে তাক করে আছে। পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ পাচ্ছে ওদের চেহারায়। একটা সিডার ঝোপ ভেদ করে বেরিয়ে এসে ওদের সাথে যোগ দিল স্মিথ। এখন ওরা তিন জন।

'আশ্চর্য!' বলে উঠল স্মিথ। 'কোথায় সিডনি ব্যারন? এ তো সেলুনের সেই ছেলেটা!'

জবাবটা এল ঢালের উপর থেকে। 'আমি এখানে! পিস্তলগুলো ফেলে দাও!'

তিনজনই মুখ তুলে তাকাল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে স্মিথ গর্জে উঠল। 'ওটাই সেই হারামি…' পিস্তল তুলে জমে গেল সে। উপর থেকে একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। অবাক বিস্ময়ে স্মিথ একটু এদিক ওদিক চেয়ে শেষে নিজের বুকের দিকে তাকাল, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। 'আমি…' বলল সে।

আবার উপর থেকে আদেশ এল, 'পিস্তল ফেলে দাও।'

হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল স্মিথ। এখনও বুকের গর্তটার দিকে চেয়ে আছে সে। বাকি দুজন হতবুদ্ধি হয়ে বিস্ফারিত চোখে স্মিথের দিকে তাকিয়ে দেখছে। তারপর হঠাৎ তারা সক্রিয় হয়ে উঠল। একসাথে দুজনে পিস্তল তুলে পরক্ষণেই উল্টে চিত হয়ে পড়ল। ডিকি আর ব্যারনের বুলেট একই সময়ে ওদের বুকে বিঁধেছে।

টম স্মিথের মুঠো শিথিল হয়ে পিস্তলটা মাটিতে পড়ল। এখনও নিজের বুকের দিকে চেয়ে আছে সে। দমকে দমকে রক্ত বেরোচ্ছে ওর ক্ষত থেকে। তারপর সামনের দিকে উপুড় হয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল স্মিথ।

অসুস্থ বোধ করছে ডিকি। মানুষ সে আগেও মেরেছে—চার বার। তার মধ্যে তিনবার ওরাই প্রথমে গুলি চালিয়েছিল। কিন্তু আজকের ঘটনাটা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। প্রথমে বুঝতে পারেনি, পরে বুঝল। ঢালের উপরের লোকটার বরফের মত ঠাণ্ডা স্বর ওর বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে।

উঁচু হয়ে বসে ঢালের উপরের লোকটার দিকে ফিরল ডিকি। তার জখম পা-টা নড়ল না—ওটা পিছনেই রয়ে গেল।

লোকটার পরনে ইণ্ডিয়ানদের তৈরি সিরেপ। হ্যাটের কার্নিসটা ওর

চোখ ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। পিস্তল দুটো ওর হাতে নেই, খাপে রাখা রয়েছে। তার ধারণা হল অন্যেরা যখন গুলি করার জন্যে পিস্তল তুলেছিল তখনও ওগুলো ওখানেই ছিল।

'তুমিও,' ঠাণ্ডা স্বরটা আদেশ করল। 'ওটা মাটিতে ফেলে দাও।'

পিস্তলটা ফেলে দিয়ে ওটার থেকে একটু সরে কোনমতে এক পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডিকি। অন্য পায়ে এখন কিছুটা সাড়া ফিরে এসেছে। ধীরে ডিকির ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটে উঠল। আগের মত নয়, সত্যিকার খুশির হাসি।

'তুমি অন্তত ওদের থেকে স্মার্ট,' বলল সিডনি। 'ওদেরও পিস্তল ফেলে দেয়া উচিত ছিল।'

'ওটা রেখেও আমার কোন লাভ হত না,' জবাব দিল ডিকি। 'ওতে আর একটাও বুলেট নেই। ওদের হাতে আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছিল।'

'দেখতে পাচ্ছি তোমার করার যা কিছু ছিল সবই তুমি করেছ, কিন্তু ঘটনাটা কি?' প্রশ্ন করল সে।

'কমন সেন্সের অভাব,' হাসল ডিকি। 'আমার আর ওদের, দুই পক্ষেরই। তোমার সেই বিড়ালটা এখনও আছে?'

এলিস কাউন্টির কোর্ট হাউজে নিজের কামরা থেকে মাথা বের করে ইশারায় চীফ ডেপুটিকে ডাকল শেরিফ। দুজনের ভিতরে ঢোকার পর একগোছা কাগজ বের করল সে। হাতে লেখা লিস্ট, কিছু বিবৃতি আর নির্দেশ। ওগুলো চীফ স্টার্কির হাতে ধরিয়ে দিয়ে কোলম্যান বলল এখন আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। উপরেরটা সাধারণের জন্যে, সবাইকেই এটা জানিয়ে দাও। আমরা কি করছি সেটা গোপন রাখার দরকার নেই।'

'আর বাকিগুলো?'

'তুমি আর আমি ছাড়া আর কারও জানার দরকার নেই। ও দুটো সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। জ্যাক বুলের কোন খবর পেলে?'

'স্টেশন এজেন্টের কাছে জানলাম সে আজ সকাল আটটা পাঁচের ট্রেনে পাদুকাহ্ ক্রসিঙে গেছে। মেয়রের কাছে জানলাম অবসর পেলেই সে ওখানে যায়। হয়ত ওর আত্মীয়-স্বজন কেউ ওখানে থাকে।'

'পশ্চিমে গেছে,' বলে মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'ওই ট্রেনে আর কে কে ছিল?'

'তার লিস্ট পাওয়া অসম্ভব। ওটা লোকাল ট্রেন, যে কেউ যে কোন স্টেশন থেকে উঠতে পারে। একেবারে সান্তা ফে পর্যন্ত। কিন্তু স্টেশন এজেন্ট বলল আজ এই স্টেশন থেকে অনেক লোক ট্রেনে উঠেছে—সাধারণত যেমন হয় তারচেয়ে অনেক বেশি। হাফ মুন ক্রসের কিছু লোকও কাজের খোঁজে পশ্চিমে গেছে।'

'ঠিক আছে,' বলল শেরিফ, 'উপরের লিস্টটা ভাগভাগ করে সবাইকে কাজে লাগিয়ে দাও। সিডনি ব্যারন আমাদের জন্যে সু মাতিনকে ধরার একটা বড় সুযোগ করে দিয়েছে। সু মাতিন ব্যারনের খোঁজে বাইরে থাকবে—এই সুযোগে আমরা এদিককার কাজটা সেরে ফেলতে পারব। ব্যারন হয়ত এতটা ঝুঁকি নিতে গিয়ে মারা পড়বে—কিন্তু ওর মৃত্যু আমি বিফলে যেতে দেব না।'

'তোমার ধারণা সু মাতিনের ঘাঁটি এখানেই—তাই না?'

'মনে হয় তার সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। রেঞ্জারদেরও একই মত। আর ব্যারন আমাকে যা বলেছে তাতে আমার ধারণা আরও পাকা হয়েছে।'

লিস্টে লেখা নামগুলো সব পড়ে শেষ করল স্টার্কি। 'আশ্চর্য! এত

সব সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় কখনও আসত না। জারভিসের করা লিস্ট?'

'জারভিস এবং আরও অনেকে মিলে তৈরি করেছে ওটা। রেঞ্জাররা তাদের সহকর্মীর মৃত্যুর তদন্তে কখনও ঢিল দেয়নি। গত তিন বছর ধরেই ওরা নিষ্ঠার সাথে কাজ চালিয়ে গেছে। ওদের তদন্তের ফলাফল এখন আমরা এখানে কাজে লাগাব।'

শেরিফের দিকে চেয়ে হাসল স্টার্কি। 'তুমি যে আমাকে সব কথা খুলে বললে, তুমি কি করে জানো আমি সু মাতিন নই? লিস্ট পড়ে তো মনে হচ্ছে যে কেউ এই সু মাতিন হতে পারে।'

'তোমার মনে আছে তিন বছর আগে রেঞ্জার বেকার যখন মারা যায় তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি এই অফিসেই জাজ মেনডিস আর তোমার সাথে ছিলাম। ক্লার্ক পিয়ার্সও ছিল আমাদের সাথে।'

'এই কারণেই আমি নিশ্চিত সু মাতিন যে-ই হোক না কেন, সে এই চার জনের কেউ নয়।'

'হ্যাঁ, পিয়ার্সে কথা ওঠায় মনে পড়ল,' লিস্টটার থেকে নজর না তুলেই বলল স্টার্কি। 'ওর একজন টাইপিস্ট আজ আসেনি বলে ওখানকার গোলাগুলির এফিডেভিট আর রিপোর্টগুলো তোমার আর জাজ মেনডিসের চাহিদা মত আজ সব রিপোর্ট সে ফাইল করতে পারবে না। ওর একজন টাইপিস্ট বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে— বাসাতেও সে নেই।'

চার

ব্যারন দক্ষিণে কিছুদূর সরে গিয়ে মিনারেল ওয়েল্‌স্ শহরটাকে এড়িয়ে গেল। ওই শহরের ভিতর দিয়ে যে রেইল রাস্তাটা গেছে ওটা এড়ানোই ছিল ওর প্রধান উদ্দেশ্য। এলিস কাউন্টিতে ওর সব থেকে বড় বিপদ হচ্ছে ট্রেন থেকে কেউ ওকে দেখে ফেলতে পারে। তার ধারণা সু মাতিন হয়ত এতক্ষণে অনুমান করে নিয়েছে সে কোথায় চলেছে। মাতিন বোকা নয়। সে জানে কে তাকে কাজে নিয়োগ করেছে, এবং ব্যারনও যে সেটা জানে এটাও নিশ্চয় সে বুঝবে।

পশ্চিম দিকে ওকে খুঁজবে মাতিন। ট্রেনের সময়সূচী জেনে পশ্চিমগামী ট্রেনে চেপে ওকে খুঁজে বের করাই একা-কাজ-করা খুনীর জন্যে সব থেকে সহজ উপায়। ট্রেনে চেপে ম্যাপ দেখে ব্যারন ওই সময়ে কতদূর এগোতে পারে হিসেব করে কিছুটা এগিয়ে থেকে যে কোন জায়গায় নেমে ওর অপেক্ষায় থাকতে পারে মাতিন। একবার বা দুবার হয়ত এতে কাজ হবে না—কিন্তু মাতিন জানে উত্তর পশ্চিমে যেতে হলে কোন না কোন সময়ে ব্যারনকে ওকে পেরিয়েই যেতে হবে। এবং সেই সময়েই সে আঘাত হানবে।

মিনারেল ওয়েলস পার হয়ে একটা উঁচু টিলার উপর উঠে ভাল করে চারপাশটা আলো থাকতেই ভাল করে দেখে নিল, কারণ বিকেল

হয়ে আসছে। তার আগে বা পিছনে কেউ থাকলে তাকে আগে থেকেই স্পট করতে চায় সে। সারা দিন যতই এগোচ্ছে এলাকাটা ধীরে ধীরে আরও বন্ধুর আর পাহাড়ী হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট ক্যানিয়নগুলো গোলক ধাঁধার মত পাহাড়ী এলাকার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আগেকার দিনের লোকজন এই এলাকাটাকে 'ব্রেজোস্ কাউন্টি ফর্ক' নামেই চেনে। এই এলাকাটা পিছনে ফেলে আসা চাষের উপযুক্ত জমি থেকে শুরু হয়ে উঁচু পাহাড় স্কার্প পর্যন্ত বিস্তৃত। স্কার্প এখনও ওখান থেকে একশো মাইল দূরে। স্কার্প থেকে শুরু হয়েছে 'ক্যাপরক' এলাকা। তারও পরে 'লেনো এসটাকাডো'।

তোমার কাছে আর কিছুদিন কোন খবর পাঠাতে পারব না, মা, ভাবল সে। অন্তত এটার একটা নিষ্পত্তি হওয়ার আগে নয়। ফলাফলটা নিশ্চিত নয়, যে কোন পক্ষ জিততে পারে। লিসার কাছেও না। তবে যে পক্ষই জিতুক তোমরা নিরাপদ থাকবে। মরলেও আমি শান্তিতেই মরতে পারব।

মেয়েদের নিরাপদ রাখতে হবে। এটাই সভ্যতার মূল লক্ষ্য। পুরুষের সাথে পুরুষের সভ্যতার প্রয়োজন নেই—নিজের মনেই ভাবছে ব্যারন—অন্তত নিজেদের জন্যে নয়। আইন যেখানে নেই সেখানে একটা পুরুষ আরেকজন পুরুষকে হত্যা করবে—কে বাধা দেবে? শুধু পুরুষ লোক থাকলে তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মেয়েদের এসব থেকে দূরে রাখতেই হবে।

এটা সে আইনবিহীন নিউট্রাল স্ট্রিপেও দেখেছে। ওখানে পিস্তলের জোরই সব থেকে বড় আইন। কিন্তু সেখানেও পুরুষরা মারপিট করে লড়াই করে মরে কিন্তু মেয়েদের গায়ে কেউ হাত তোলে না। পুরুষ, সে যত খারাপই হোক না কেন ওদের মধ্যেও খুব কম লোকই এমন

আছে যে ইচ্ছে করে কোন মহিলাকে মারবে, হুমকি দেবে বা লজ্জা দেবে। পশ্চিমের এটা একটা অলিখিত নিয়ম। এটা যদি কেউ ভঙ্গ করে তবে তাকে সবাই মিলে খুঁজে বের করে হত্যা করবে। তা সে মিত্রই হোক বা শত্রুই হোক।

সু মাতিন এতই নীচ যে সে ওই অলিখিত আইনটাই ভঙ্গ করেছে! তার মা আর লিসার জীবন নাশ করার হুমকি দিয়েছে!

কিন্তু কে এই সু মাতিন। কোথায় আছে সে?

আমরাই পিছনে—নিজেই সে জানে ওই প্রশ্নের জবাব। হ্যাঁ, আমার পিছনেই লেগে আছে ও। এবং বেশিদিন ওকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না সে।

টিলার মাথা থেকে সে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে একটা গালি দিল ব্যারন। লাল চুলওয়ালা সেই ছেলেটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে। ব্যারনকে অনুসরণ করছে ও।

'বোকা,' আওড়াল সে। 'বোকা আর হ্যাঁকড়া।'

ডিকি হেণ্ডারসনকে সে যেখানে দেখেছিল সেখানেই ওর ক্ষতের ওপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মৃত ঘোড়াটার নিচে থেকে ওর মালপত্র উদ্ধার করতে সাহায্য করে ওকে ওখানেই ছেড়ে এসেছিল ব্যারন। ডিকি যে বেঁচে আছে এটা ওর কপালের জোরেই—এটা তাকে ভাল মতই বুঝিয়ে দিয়ে নিজের পথ বেছে নিতে বলে চলে এসেছিল সে। কিন্তু ডিকি মৃত লোকগুলোর কারও একটা ঘোড়া ধরে সারা বিকেল ওকে অনুসরণ করে চলেছে। লোকটা ব্যারনের উপদেশ অমান্য করে পিছু নেয়ায় ভীষণ রাগ হচ্ছে ওর।

'বোকা ছেলে,' আবার বিড়বিড় করে বলল সে। 'তুমি কি চাইছ? আমাকে যাচাই করে দেখতে চাও? আমাকে গুলি করে মেরে সুনাম

কিনতে চাও?'

এটা সে কোনদিনও ভুলতে পারবে না। তাকে আজ পর্যন্ত চারটা কবর খুঁড়তে হয়েছে। দুঃখজনক। চারটাই চিহ্নহীন কবর। দুটো অ্যারিজোনায়, একটা নিউ ম্যাক্সিকোতে আর চতুর্থটা এল প্যাসো থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। ওই চারটা কবরের কথা কেবল তারই স্মৃতিতে থেকে যাবে। আর কেউ জানবেও না প্রত্যেকটা কবরেই রয়েছে একটা করে তরুণ যুবকের লাশ। সিডনি ব্যারনের খোঁজেই ওরা বেরিয়েছিল—প্রমাণ করতে চেয়েছিল পিস্তলে ব্যারনের চেয়ে ফাস্ট তারা। কিন্তু ওরা মরে টের পেল, যে যতবড় পিস্তলবাজই হোক না কেন খুঁজতে বেরোলে আরও ভাল পিস্তলবাজের দেখা একদিন মিলবেই।

ওই কবরগুলোর কথা সে কখনও ভুলবে না, এবং ওরকম কবর সে আর কখনও খুঁড়তে চায় না। পিস্তলবাজদের যদি মরতেই হয় তাহলে আর কোন পথ বেছে নিক।

'বোকা,' আবার আওড়াল সে। বোকা আর দুঃখজনক—ভাবল ব্যারন।

কিন্তু ডিকি হেণ্ডারসনের ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা ওকে করতেই হবে।

ঘোড়াটাকে পেয়ে ডিকি অত্যন্ত খুশি হয়েছে। ঘোড়াটার খুরগুলোর কাছে রঙটা সাদা। মনে হয় মোজা পরেছে। আর বাদামী রঙের ঘোড়াটার গলার কাছে রঙটা লালচে। ওটা আরেকটা ঘোড়ার কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দেয়—যেটা সে চেয়েছিল কিন্তু পায়নি। ঘোড়ার মালিক ওটাকে কিছুতেই বিক্রি করতে চাইল না। আর এত ভীতু যে

ওকে গুলি করে মারার কোন ওছিলাও খুঁজে পায়নি সে। ঘোড়াটা পেতে হলে ঠাণ্ডা মাথায় ওকে খুন করতে হয়—এটা সে পারেনি।

অত্যন্ত লজ্জাকর পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত লোকটার কাছ থেকে আঠারো ডলার আর রূপার একটা ঘড়ি নিয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। ওগুলো ডিকির জোর করে ছিনিয়ে নিতে হয়নি, লোকটা স্বেচ্ছায় সব দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঘোড়াটাকে সে কোন মতেই হাতছাড়া করতে রাজি হয়নি। বলেছিল জীবন থাকতে সে ঘোড়াটাকে আর কারও হাতে তুলে দেবে না—ওটাই তার সব। আজ পর্যন্ত ডিকি বুঝতে পারেনি একটা ঘোড়া কারও জীবনের থেকেও প্রিয় কি করে হতে পারে?

যাক, এখন সে মনের মত একটা ঘোড়া পেয়েছে। কেউ ওটা দাবি করতে আসবে না। স্মিথের দলের সবাই মারা পড়ার পর ঘোড়াটা ওর মৃত মালিকের পাশেই ঘোরাফেরা করছিল।

পশ্চিমের আকাশে উঁচু মেঘে প্রতিফলিত হয়ে সন্ধ্যার সামান্য আলো এসে পৌঁছাচ্ছে। সূর্য বেশ অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়েছে। একটা ছোট টিলার ওপর উঠে সামনে দূরে একটা আলোর মিটমিটি ডিকির চোখে পড়ল। আগুনের আলো···ঝিরঝিরে বাতাসে গরম কফির গন্ধ পাচ্ছে সে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে একটু হাসল ডিকি। সে ভাবতে শুরু করেছিল ওই লোকটার কি বিশ্রাম নিতেও একটু থামবে না?

'ওখানেই ক্যাম্প করেছে,' খুশি হয়ে বলে উঠল ডিকি। আশা করছে কফিটা কড়া হবে। কড়া-দুধ-চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি ওর প্রিয়।

খাপে ভরা পিস্তলটা একটু তুলে ঢিলে করে নিল—দরকার পড়লে চট করে বের করা যাবে। নতুন রাইফেলটা বের করে গুলি ভরা আছে কিনা চেক করে দেখল। 'সাবধান থাকা ভাল,' নিজের মনেই বলল।

আগুন থেকে একশো গজ দূরে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পায়ে

হেঁটে ঘোড়া নিয়ে এগোল।

'ঠিক বাড়ি ফিরে আসার মত লাগছে, তাই না?' পিছন ফিরে ফিসফিস করে বলে মাথা নাড়ল সে। 'আমার মাথা খারাপ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে,' মন্তব্য করল ডিকি। 'জীব-জন্তুর সাথে কথা বলা শুরু করেছি আবার।'

আগুনটা হ্যাটের সাইজ করে সাবধানে ছোট করে জ্বালানো হয়েছে। পাথর দিয়ে ঘেরা। পিছনে তিরিশ ফুট উঁচু চুনাপাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে। আগুনটা সোজাসুজি ওটার দিকে না এসে অন্য কোন দিকে গেলে কারও চোখে পড়বে না। খুব সাবধানী লোক, ভাবল ডিকি। লুকিয়ে থাকার কৌশল সবই লোকটার জানা আছে। লোকটার পালিয়ে বেড়ানর অভ্যাস লক্ষ করে সে ভাবল নিশ্চয় লোকটা কারও থেকে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছে।

অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকাল সে। আগুনের ওপর কফির কেতলিটা দেখা যাচ্ছে। কফির গন্ধ বাতাসে ভাসছে। আগুনের কাছেই একটা স্যাডল, কয়েকটা ব্যাগ আর তার পাশে একটা বেডরোল দেখা যাচ্ছে। ওদিকে আর একটু দূরে অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে যেন কেউ গাছে হেলান দিয়ে বসে ঘুমাচ্ছে। ডিকি তার ঘোড়ার লাগামটা একটা ডালের সাথে বেঁধে চুপিসারে সামনে এগোল। ওর বাম হাতে রাইফেল আর ডান হাতটা খালি এবং কোল্টের বাঁটের কাছে তৈরি। ছায়ার আকৃতিটা নড়ল না। আরও সামনে এগিয়ে ভাল করে চেয়ে নিশ্চিত হল আশপাশে আর কেউ নেই। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রাইফেলটা রেখে আগুনের কাছে এসে বসল। একটা টিনের কাপ দেখা যাচ্ছে। ওটাতে আধ কাপ কফি ঢেলে চুমুক দেয়ার আগে একটু ঠাণ্ডা করে নেয়ার জন্যে কাপে ফুঁ দিল।

'তুমি নিশ্চিন্তে তোমার ঘুম পুরো করে নাও,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমি কোথাও যাচ্ছি না—এখানেই আছি।'

পিছন থেকে একটা গলার স্বর শুনে যেখানে বসেছিল সেখানেই আড়ষ্ট হয়ে জমে গেল সে। 'তুমি ওই সিরেপটার দিকে পিস্তল তাক করলে তোমাকে সত্যিই আর কোথাও যেতে হত না। কি চাও তুমি?'

খুব ধীরে কফির কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল ডিকি। দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সিডনি ব্যারন।

'আমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই,' কাঁধ উঁচাল ডিকি। 'তাই ভাবলাম তোমার সাথেই যাই।'

'রাতের বেলায় আর একজনের ক্যাম্পে ঢুকতে গিয়ে মারা পড়তে চাও? আমি চাই না তুমি আমার সাথে যাও। কথাটা আমি আগেই তোমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।'

'সেটা সত্যি,' স্বীকার করল ডিকি। 'স্পষ্ট কথাতেই তুমি আমাকে বলেছিলে। কিন্তু কথা হচ্ছে...'

পঞ্চাশ গজ দূরে বাঁধা ডিকির ঘোড়াটা ভয় পেয়ে একটু লাফিয়ে সরে গেল। একটা ছোট্ট ছায়া ওটার পিঠ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে আগুনের দিকে ছুটে এগিয়ে এল।

'দেখতেই পাচ্ছ,' বলল ডিকি। 'আমার করার আর কি ছিল? তুমি তোমার বিড়ালটাকে ওখানেই ফেলে চলে এসেছিলে। তাই ওকে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে আমাকে আসতেই হল।'

'ওটা আমার বিড়াল নয়,' তৃতীয় কি চতুর্থ বারের মত কথাটা ডিকিকে বলল ব্যারন। বিরক্তিতে ওর সুরটাও একটু চড়েছে। 'আমার কোন বিড়াল নেই।'

'কিন্তু ওই দেখো, বিড়ালটার ধারণা সে তোমার,' বলে হেসে ফেলল ডিকি।

হলুদ বিড়ালটা ছোট ক্যাম্পটা একবার চক্কর দিয়ে দেখে নিয়ে ব্যারনের জিনের ওপর উঠে আয়েশ করে শুল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

কফি শেষ হলে ডিকি ঘোড়ার পিঠ থেকে নিজের জিনটা খুলে আগুনের পাশে রেখে ওতে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। আকাশের তারাগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'ওই লোকটা তোমাকে মারার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে কেন?'

'কে?'

'তা জানি না, কিন্তু কেউ নিশ্চয় তোমার পিছনে লেগেছে। তুমিই তো বলেছ তোমার থেকে দূরে থাকাটাই আমার জন্যে নিরাপদ হবে। তাই ভাবলাম নিশ্চয় তোমাকে মারার চেষ্টায় আছে কেউ।'

'ওসব জেনে তোমার লাভ নেই। তবে আমি যা বলেছি তা আমি ভাল করে জানি বলেই তোমার ভালর জন্যেই বলেছি।'

'বুঝলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে ভাল উপদেশ শুনে চললে আমি এই আউটলর কাজে আদপেই নামতাম না। তাছাড়া তোমার কাছে আমি ঋণী। আমি বড়াই করছি না, কিন্তু শুটিঙে আমার হাত ভাল।'

'তোমাকে আমি অ্যাকশনে দেখেছি, বাছা, এখানে যাদের কথা হচ্ছে তাদের কাছে তুমি শিশু। বিশ্বাস করো, কথাটা সত্যি।'

'তোমার কথা আমি কিছুটা জানি, ব্যারন। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে কিছু খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে জেনেছি। ওরা বলে বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত চলে তোমার পিসমেকার। ওখানে এক বুড়ো বলছিল তুমিই নাকি পৃথিবীর সেরা ফাস্ট-গান। এটা কি ঠিক?'

'লোকে তো কত কথাই বলে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু বলো তো ধরো আমার যদি সেটা নিজেই যাচাই করে দেখার ইচ্ছা জাগে, তুমি কি করবে?'

নীরবে বসে রইল ব্যারন। ওর কথার কোন জবাবই দিল না। একটু অপেক্ষা করার পর ডিকি বলল, 'কই, কিছু বললে না?'

'প্রশ্নটা তুমি আগেও একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে।' ওর দিকে মুখ ফেরাল ব্যারন। অন্ধকারে হ্যাটের কার্নিসের নিচে ওর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে না ডিকি। কিন্তু অনুভব করতে পারছে যেন তার ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে লোকটা। 'উত্তরটা বদলায়নি।'

'বলেছিলে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি কি এতটা নিশ্চিত তুমি পারবে?'

'হ্যাঁ তাই। তুমি চেষ্টা করলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব, কারণ আমি জানি পিস্তলে তোমার হাত ভাল। তাই তোমাকে জখম করে শিক্ষা দেয়ার ঝুঁকি আমি নিতে যাব না। সোজা মেরে ফেলব। তারপর কবরও দেব। কিন্তু দুঃখ হবে যে আর একটা বোকা ছেলে নিজের বোকামির জন্যে মরল। তোমার জন্যে পঞ্চমবারের মত আমাকে কবর খুড়তে হবে।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল ডিকি। 'তুমি চার জনকে মেরেছ। শহরে তো ওরা বলছিল অন্তত বিশ-তিরিশ লোককে...'

'লোকের কথা আমি বলিনি। বলেছি চারজন বোকা তরুণ ছেলের কথা। যাদের কখন নতি স্বীকার করে পিছিয়ে যাওয়া ভাল সেই জ্ঞানটা হয়নি। ওদেরই কেবল কবর দিয়েছি আমি। অন্যদের বেলায় দরকার মনে করিনি।'

'তাহলে এতদিনে তোমার জেল বা ফাঁসি হয়নি কেন?'

মাথা নাড়ল ব্যারন, তারপর উঠে চারপাশটা একবার দেখে আসতে গেল।

ডিকি ওর পিছন ধরল। দারুণ অবাক হয়েছে সে। 'আমাকে তোমার একটুও ভয় করে না, তাই?' সত্যিই আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল সে।

'না, একটুও না। এবার চুপ করো।'

'তাহলে যে ব্যাটা তোমাকে মারার জন্যে পিছনে লেগেছে তাকে ভয় পাচ্ছ কেন?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ব্যারন। এত দ্রুত যে এক পা পিছিয়ে গেল ডিকি। পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল সে—কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরিয়ে নিল। বুঝল লোকটা যা বলেছে সেটাই সত্যি। পিস্তল বের করার চেষ্টা করতে পারে সে, কিন্তু কাজটা শেষ করতে পারবে না—মাঝ পথেই সে শেষ হয়ে যাবে।

'হ্যাঁ,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ব্যারন। 'হ্যাঁ, আমি ওকে ভয় পাই। জীবনে কাউকে আমি ভয় করিনি, কারণ তাদের সামনাসামনি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এই সু মাতিনকে কেউ কোনদিন দেখেনি। আড়াল থেকে মানুষ খুন করে সে—কখনও মিস করে না। আর সেই জন্যেই বলছি তোমার যদি নিজের ভাল-মন্দ বোঝার সামান্য ক্ষমতাও থাকে তবে তুমি ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আমার থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাবে—পিছন ফিরে চাইবে না। তুমি ভাবো ভাল পিস্তল চালাতে জানলেই বুঝি মানুষের ভয়ের কিছু থাকে না। তাই আমারও ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু তুমি এসব পেশাদার গুপ্তঘাতকদের ব্যাপারে কিছুই জানো না, বাছা। আর সু মাতিন হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক আর ভয়ানক। তুমি জানতেও পারবে না কোত্থেকে বুলেটটা বা ছুরিটা

এল। কখন যে মারা পড়লে সেটাও হয়ত বুঝার সময় পাবে না। সেই জন্যেই বলছি, আমার থেকে দূরে সরে যাও—এবং দূরেই থাকো! তোমার সঙ্গ বা তোমার সাহায্য আমার দরকার নেই।'

হতাশ মনে হতবুদ্ধি ডিকি আগুনের কাছে ফিরে এল। বিড়ালটা জেগে ব্যাগগুলোর ভিতর কি আছে শুঁকে বোঝার চেষ্টা করছে। ডিকিকে দেখে সে পিছিয়ে গেল। ওর দিকে বড়বড় চোখ করে তাকিয়ে দেখছে। রাতের অন্ধকারে বিড়ালের চোখ সোনার দুটো চাকতির মতই দেখাচ্ছে।

'তুমিও দেখছি ব্যারনের মত অদেখা ভূতের ভয়ে অস্থির,' বলল সে। একটা শুকনো মাংসের টুকরা (gerky) ছোটছোট করে কেটে ব্যারনের জিনের কাছে কম্বলের ওপর রেখে আগুনের ধারে গিয়ে বসল সে।

ডিকির দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে জার্কির টুকরাগুলো শুঁকে দেখল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে শুরু করল।

'সু মাতিন,' বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণ করল ডিকি। নামটা আগে কখনও শুনেছে বলে ওর মনে পড়ছে না। নামটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে নামটা যেন কেমন চেনাচেনা ঠেকল। কিন্তু এই সু মাতিনের সাথে তার পরিচিত সু মাতিনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সু মাতিন তো মেয়েছেলের নাম···ব্যারনের মত লোক একটা কাউকে ভয় পায় এটা ওর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু যতই ভাবছে ততই মনে হচ্ছে ওই নামটা যেন সে শুনেছে···কিন্তু কোথায় তা মনে পড়ছে না।

কিছুক্ষণ পরে বিছানা পেতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ব্যারন পুরো এক ঘন্টা ধরে এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখল। সে জানে

এলাকাটার কোথায় কি আছে। এটাও জানল চারপাশে কয়েক মাইলের ভিতর সে আর ডিকি হেণ্ডারসন ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।

ভাবছে ব্যারন। রাতের বেলায় পশ্চিমের বাতাসটা বয়ে আনছে সেজ ঝোপের নতুন পাতার গন্ধ। বসন্তের শেষে নতুন পাতা গজাচ্ছে। বসন্তের শেষে ভেজা বাতাসে ক্লোভার আর মিল্কউইডের গন্ধও আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। পশ্চিমে হয়ত কোথাও বৃষ্টি হয়েছে, তাই বাতাসটা ভেজা। রাতের পাখিরা মাথার ওপর চক্কর কেটে তারাভরা আকাশে বিভিন্ন নকশা এঁকে চলেছে। কোথায় যেন একটা কয়োটি বিষাদমাখা সুরে দীর্ঘ ডাক ছাড়ল। আকাশের দিকে চেয়ে আরেকটা যেন ওরই জবাব দিল।

এখানকার সুবাস আর শব্দের সাথে এলাকাটা একত্রিত হয়ে যে কি সুন্দর একটা নিরালা উপভোগ্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে এটা প্রায়ই মানুষের নজর এড়িয়ে যায়। এই মিউজিকের সুর শোনা যায় না, অনুভব করতে হয়। প্রত্যেকটা কর্ড আর সরগমের প্রতিটি সুর যেন নিখুঁত।

এখানে সব গন্ধই সুন্দর আর মধুর। যেমন লিসার দেহে গোলাপ-জলের গন্ধ সুমধুর। যেমন জিঞ্জারব্রেড হিলে সেদিন সকালে শার্লির মাখা পারফিউমের মত।

একটু ভুরু কুঁচকাল ব্যারন। সেদিন সকালে শার্লি পারফিউম মেখেছিল কেন? ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। ভাবতে গিয়ে আরও কিছু ঘটনা তার কাছে বেমানান ঠেকল। মালিক হয়েও কেন সেদিন ওখানে কাজ করা মেয়েদের মত পাতলা জামা পরে ওভাবে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল? সে বলেছিল কিছু বাড়তি টাকা তার হাতে এসেছে। কোন প্রমাণ নেই যে সে নিজেও ওখানে অন্যান্য মেয়েদের মত কাজ করে না—কিন্তু ব্যারনের বিশ্বাস সে তা করে না। সে যদি

ওখানে কাজ করেও···কোন মেয়ে কি স্নান করে কাপড় বদলাবার আগে পারফিউম মাখে? রাতে মাখা বাসী, বা উগ্র পারফিউমও নয়। কোন ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে হলে মেয়েরা যেমন পারফিউম মাখে ঠিক তেমনি।

সে কার সাথে দেখা করার অপেক্ষায় ছিল?

এবং সেই একই গন্ধ সে ওয়্যাক্সাহ্যাচির কোর্টহাউজে শেরিফের ক্লার্কের কাছে বিবৃতি দেয়ার সময়ও সে পেয়েছিল। টাইপিস্টদের কেউ ওই একই সেন্ট ব্যবহার করেছিল।

ক্যাম্পে যখন ফিরল তখন আকাশে অর্ধেক চাঁদ দেখা দিয়েছে। হাফ মুন ক্রসের কথা ওর মনে পড়ল। ওখানকার লোকজনের সাথে সময় ভালই কেটেছে তার।

ওই ইণ্ডিয়ান ছেলেটার কথাও তার মনে পড়ল। একটা ছেলে যার কোন অতীত নেই, নামও নেই। ওর বড় পিস্তলটাতে ব্যবহারের চিহ্ন আছে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কেউ ওকে লক্ষ করবে না।

'ঘোড়ার গাড়ির চালককেও কেউ লক্ষ করে না,' বিড়বিড় করে আপন মনেই বলল সে। ওর পোনিটা যখন মারা পড়ে তখন ওখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি ছিল। এনিসের রেইল ইয়ার্ডেও সে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখেছে। ওই রাতেই রয় রজার্স মারা পড়েছিল। মারা ঠিক পড়েনি, খুন হয়েছিল। একটা ঘোড়ার গাড়ির কথা তার আবার মনে পড়ল। সে যেখানে দাঁড়িয়ে জাজ কলিনসের কথা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেছিল ঘোড়ার গাড়িটাও ঠিক সেখানেই থেমেছিল।

আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি, নিজেই স্বীকার করল সে। জীবনে এত বিচলিত আমি কখনও হইনি। অজানাকে আমার ভয় আর ছায়া দেখলেই আঁৎকে উঠছি। কিন্তু সু মাতিন কোথায়? কে সে?

হার্ডির মাথায় কি সত্যিই বুদ্ধি কম? নির্বোধ লোককেও কেউ ... দেয় না। সবাই জ্যাক বুলের মত রগচটা লোকের কাছ থেকেই বিপদের গন্ধ পায়।

ব্যারনের মন বলছে কোমাঞ্চি পোনিটা মারা যাওয়ার আগের কয়েক দিনের মধ্যেই সু মাতিনকে সে খুব কাছে থেকে দেখেছে। হয়ত বা খুনীটার সাথে তার ছোঁয়াছুয়িও হয়েছে।

এটা অবশ্য তার অনুমান। কিন্তু নিজের অনুমানের দাম দিয়ে সে আজ পর্যন্ত ঠকেনি।

অনেক দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। শেষ দেখার সময়ে বিদায় নেয়ার মতই বিষণ্ন শোনাল ওটা।

সারাদিন ঘোড়ার পিঠে থেকে ওয়্যাক্সাহ্যাচির পুবে যে কাজে ডেপুটি হেনরিকে পাঠানো হয়েছিল সেটাই তার জীবনে সবথেকে দুঃখজনক কাজ হয়ে দাঁড়াল। রেইল স্টেশনের পিছনে আগাছায় ভরা উঠানে হাঁটু গেড়ে বসে ময়লা কম্বলটা সরিয়ে লণ্ঠনের আলোয় মুখটা দেখল সে। শ্বাসটা যেন গলায় আটকে গেল, থরথর করে কেঁপে উঠল তার সারা দেহ। কষ্টে নিজেকে সামলে শেষে উঠে ঘুরে দাঁড়াল হেনরি।

'ওকে আমি চিনি, চীফ,' বলল সে। 'ওর নাম জলি—মিস্টার পিয়ার্সের একজন টাইপিস্ট। কী...এ একি হল ওর...' হেনরির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল কান্নায়।

চীফ ডেপুটি স্টার্কি সহানুভূতির সাথে একটা বিশাল হাত রাখল ওর কাঁধে। 'কেউ ওকে স্টিলেটো দিয়ে স্ট্যাব করে হত্যা করেছে, হেনরি। দেখে মনে হচ্ছে এটা গত রাত বা আজ ভোরের ঘটনা। ভোর বেলা নাইট ক্লার্ক ডিউটি শেষ করে বেরোবার সময়ে ওকে প্রথম

দেখতে পায়। দুটো কুকুর কম্বলটার চারপাশে ঘোরাফেরা করে শুঁকে দেখছে।

'কিন্তু কেন? জলিকে কেন? কে···কে জলিকে এভাবে হত্যা করবে?'

বিষণ্ন মুখে স্টার্কি লণ্ঠনটা উঁচিয়ে কাছেই একটা ঢাকনাহীন খোলা কাঠের বাক্সের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। ওটার আশেপাশে কিছু কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে। 'মনে হচ্ছে মেয়েটা এই স্টেশনে যার সাথে ওই কাগজপত্রগুলো নিয়ে দেখা করতে এসেছিল এটা তারই কাজ।'

হেনরি কাগজপত্রগুলোর দিকে বোকার মত চেয়ে থাকল। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

'ওটা আমাদের কোর্টহাউজের একটা ফাইল, বাছা,' ব্যাখ্যা দিল স্টার্কি। 'মিস জলি ওটা কাউকে দেয়ার জন্যেই এখানে এসেছিল। ওতে যেসব কাগজপত্র রয়েছে সেগুলো শেরিফের গোপন রেকর্ড ফাইলের কাগজ।'

পাঁচ

'তাহলে আমরা জানি না মেয়েটা কে ছিল?' ম্যাট কোলম্যানের কাঁধ ক্লান্তিতে কিছুটা কুঁজো হয়ে এসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেলিগ্রাফ

মেসেজটা ডেস্কের ওপাশে বসা রেঞ্জারকে ফিরিয়ে দিল।

কামরার ভিতরে বাকি তিনজনেরও শেরিফের মতই ক্লান্ত আর কাহিল অবস্থা। ওদের মধ্যে পিয়ার্সের অবস্থাই সবথেকে খারাপ। জলি সরাসরি তারই অধীনে কাজ করত।

রেঞ্জার থমাস বলল, 'আমরা জানি গত পাঁচ বছর মেয়েটার নাম ছিল জলি ম্যাকার্থি। এখানে বছর তিনেক হল সে কাজ করছে। এর আগে সে ব্রায়েন বিজনেস কলেজে টাইপ আর টেলিগ্রাফ এই দুটো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছে। এখানেও তার নাম ছিল জলি ম্যাকার্থি—বাড়ি ফোর্ট ওয়ার্থে। তার বাপ-মায়ের যে নাম দেয়া হয়েছে ওই নামের কোন পরিবারই ওখানে নেই।'

'আরও একটা ব্যাপার আমরা জানি,' জাজ মেনডিস বলল, 'আমাদের রেকর্ডে ওর বয়স বাইশ বলে লেখা হলেও করোনারের ধারণা ওর বয়স তিরিশ। এবং মেয়েটা ঠিক ভাল বলা চলে না। করোনারের রিপোর্ট অনুযায়ী মেয়েটা অতীতে যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল, পরে কোথাও চিকিৎসা করিয়ে ভাল হয়েছে।'

'একি শুনছি?' গালে হাত দিয়ে বসল পিয়ার্স। 'মেয়েটা তো চাকরিতে ঢুকে প্রায় এক বৎসর আমাদের বাসাতেই ছিল। পরে ক্রেস্ট হাউসে বাসা পেয়ে চলে যায়।'

'ডেপুটি হেনরি আর টেলর দুজনই খুব বড় একটা ধাক্কা খেয়ে মুষড়ে পড়েছে। ওরা এর আগে কোন মহিলাকে খুন হতে দেখেনি,' জানাল স্টার্কি।

'ডাক্তার বলছে মেয়েটা কোন পেশাদার খুনীর হাতে মারা পড়েছে,' বলে চলল জাজ। 'স্টিলেটোর মত কোন অস্ত্র, দুদিকই ধারাল, সম্ভবত সাত ইঞ্চি লম্বা ব্লেড। একটাই মাত্র আঘাতের চিহ্ন আছে মেয়েটার

দেহে। অস্ত্রটা পাঁজরের হাড়ের ঠিক নিচে বাম দিক থেকে সোজা উপরের দিকে ঢুকিয়ে ডান দিকে একটু মোচড় দিয়ে নিচের দিকে চাপ দিয়ে বের করে নেয়া হয়েছে। বাইরে রক্তপাত সামান্যই হয়েছে, ভিতরের রক্তক্ষরণে মেয়েটা মারা গেছে। ডাক্তার বলল, ওই ধরনের ক্ষত মানুষকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শেষ করে ফেলে। এবং এনিসের রয় রজার্সকে যেভাবে মারা হয়েছিল একেও ঠিক তেমনিভাবেই মারা হয়েছে।'

'অর্থাৎ একই লোক ওদের দুজনকেই হত্যা করেছে,' বলে বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রেঞ্জার। 'এবং সেই লোক হচ্ছে সু মাতিন। এটা ওর খুন করার প্রিয় একটা পদ্ধতি।'

'কিন্তু তা কি করে হয়?' মুখ তুলে আপত্তি জানাল পিয়ার্স। 'কোন মানুষ আর একটা মানুষকে সোজা এত কাছে এগিয়ে এসে ছুরি মারার সুযোগ কেন দেবে? এটা অসম্ভব!'

'লোকটা এমন কেউ, যাকে ওরা দুজনেই চিনত,' জবাব দিল শেরিফ। 'এমন পরিচিত কেউ, যাকে ওদের ভয় করার কোন কারণ ছিল না। যাকে ওরা বিশ্বাস করত। ওকে খুনী বলে ভাবতেই পারেনি।' রেঞ্জারের দিকে ফিরল সে। 'তুমি নিশ্চিত যে এগুলো সু মাতিনেরই কাজ?'

'হ্যাঁ। সে আগেও কয়েকজনকে এভাবে খুন করেছে। যে জানে এটা একটা চমৎকার পদ্ধতি। খুব সম্ভব ওর হাতও এতে রক্তাক্ত হয়নি। সে এমন আরও কয়েকটা পদ্ধতি জানে—সবগুলোরই একই ফলাফল দাঁড়ায়। তার শিকার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মারা যায়—একটা টুঁ শব্দ করারও সুযোগ পায় না।'

'কিন্তু ব্যারনকে গুলি করে মারার চেষ্টাটা?'

'সেটাও পরিপাটি আর নিরাপদ,' বলে চলল রেঞ্জার। 'দূর পাল্লার রাইফেল—সম্ভবত টেলিস্কোপ ফিট করা—ঝুঁকি খুব কম। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সরে পড়ার সুযোগ পায় সে। কোন প্রত্যক্ষদর্শী থাকে না। ঠিক রেঞ্জার বেকারের মত। এখন আমরা জানি বেকার এখানে কি কাজে এসেছিল, এবং তা সু মাতিন কিভাবে জেনেছিল—তাই না?'

'হ্যাঁ,' দাঁতে-দাঁত চেপে বলল কোলম্যান। 'বেকার নিজের পরিচয় দিয়েছিল জাজ মেনডিস আর আমার কাছে। সেটা আমার কেস ফাইলেই ছিল।'

'এখনকার মতই তখনও ওসব ফাইল জলি ম্যাকার্থিই গুছিয়ে রাখত,' বলে দুহাতে নিজের মুখ ঢাকল পিয়ার্স।

'এতদিন ধরে ওই মেয়েটার কাছ থেকেই এখানকার সব রিপোর্ট পেয়েছে সু মাতিন,' একটু চিন্তিতভাবেই বলল জাজ। 'ভাবছি আরও কত জন ওর হয়ে এখানে কাজ করছে।'

'ব্রায়েন বিজনেস কলেজে খোঁজ নিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল শেরিফ।

'খোঁজ-খবর নিতে বেশ কিছু সময় লাগবে,' বলল জারভিস। 'ওখানে যদি কোন সূত্র পাওয়া যায় সেটা আমরা নিশ্চয় বের করব। তবে ওখান থেকে বিশেষ কিছু জানা যাবে বলে আমার মনে হয় না। কাঁচা কাজ করে না সু মাতিন।'

'ব্যারনের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিলে? তুমি কি সেই নোটিশটা প্রচার করবে?'

'আগামীকাল। সে যদি এখনও বেঁচে থাকে তবে ওই সময়ে বাফেলো ওয়েল্‌সের কাছাকাছি কোথাও ওর থাকার কথা।'

'হ্যাঁ।' কোলম্যানের ঠোঁটের ডান পাশের গোঁফটা আপনাআপনি একটু লাফিয়ে উঠল। 'কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওখান থেকে আর আগে বাড়তে পারবে না। ওখানেই ওর মৃত্যু ঘটবে।'

'বিশ বছর আগে এটা ছিল মহিষ চরার জমি,' ব্রেজোসের ক্লিয়ার আর সল্ট ফর্কের মাঝে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত মাঠ আর মেসাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল ব্যারন। সকালের সূর্য মাত্র দেখা দিয়েছে পুব আকাশে। ওদের লম্বা বিকৃত ছায়া দুটো যেন পথ দেখিয়ে আগেআগে চলেছে। 'তখনকার সেই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। শুনেছি দক্ষিণ থেকে কয়েকশো হাজার মহিষ পুরো এলাকাটা ছেয়ে ফেলত। পঞ্চাশটা বিভিন্ন ট্রাইবের লোকজন তাদের মাংসের চাহিদা মেটাতে এখানে শিকার করতে আসত। উত্তর থেকে কিওয়া, উত্তর-পশ্চিম থেকে শাইয়্যান, কিছু অ্যাপাচিও দেখা যেত পশ্চিমে, টঙ্কাওয়া দক্ষিণ থেকে লাইপানদের এড়িয়ে চলতে পারলে এসে হাজির হত...'

'গরুর জন্যে ভাল জমি,' থুতু ফেলল ডিকি। 'মহিষ লাল চামড়ার লোকজনকে আকর্ষণ করেই যত গোলমাল পাকাত।'

'এখন এটা গরুর রেঞ্জ,' কাঁধ উঁচাল ব্যারন। 'কিন্তু এটা কাউ-রেঞ্জ হওয়ার আগে কেমন ছিল নিজের চোখে দেখতে পেলে আমার তৃপ্তি হত।'

'আমার ওসব দেখার শখ নেই,' নিজের মতামত জানাল ডিকি। 'শোনো, তোমার কাছে হুইস্কি বা ওই রকম কিছু আছে?'

'না, নেই। কেন?'

'আমার পা-টা খুব ব্যথা করছে,' মুখ বিকৃত করল ডিকি। 'মনে হচ্ছে একটু ফুলে উঠতে শুরু করেছে।'

'ইনফেকটেড হয়েছে,' বলল সিডনি। 'তোমাকে আগেই বলেছিলাম ওটা পরিষ্কার রেখ।'

'এই এলাকায় সেটা কিভাবে সম্ভব?'

'তুমি নিজের ইচ্ছায় এদিকে এসেছ, কেউ তোমাকে সাধেনি।' আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে লাগাম টেনে থেমে ঘোড়া ঘুরিয়ে যুবকের ডান পাশে চলে এল ব্যারন। 'তোমাকে আমার থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম—কিন্তু এখনও তুমি আমার সাথেই রয়েছ।'

ব্যথায় মুখ বিকৃত করে দাঁতে দাঁত ঘষল ডিকি। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি ভাল উপদেশ মেনে চলা আমার ধাতে সয় না।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ডিকির জখমটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল ব্যারন। টাইটওয়াডের লোকটার বুলেট উরুর মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ওর পা কিছুটা ফুলেছে, আর জখমের চারপাশ লাল হয়ে উঠেছে। ঘোড়ার পিঠে উঠে পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু হয়ে চারপাশের এলাকা দেখে সামনে বাম দিকে একটা জায়গা দেখাল ব্যারন। 'ওই উইলো গাছগুলোর কাছে হয়ত পানি পাওয়া যাবে।' ওদিকে এগোলো সিডনি—ডিকি ওর পিছু নিল। ঢালু জমি দিয়ে নিচের দিকে নামছে ওরা। মাঝেমাঝে সেজ গাছের ঝোপ। মাইলখানেক এগিয়ে উইলো গাছগুলোর কাছে পৌঁছল ওরা। ওখানে চুনাপাথরের নালায় কিছু কিছু গভীর গর্তে বৃষ্টির পানি জমে আছে।

'নিচে নেমে প্যান্টটা খুলে ফেলো,' বলল সিডনি। মোম মাখানো একটা ব্যাগের থেকে হলুদ রঙের একটা সাবান বের করল। 'সামনের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে এই সাবান দিয়ে ডলে ক্ষতের ওপরকার জমাট বাঁধা আবরণ পুরোটা তুলে ফেলো।'

'এমনিতেই দারুণ ব্যথা, ঘষাঘষি করলে তো ব্যথা আরও বাড়বে,' বলল ডিকি। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমে ব্যারনের নির্দেশ মত প্যান্ট খুলতে শুরু করল। 'কি করছ তুমি?'

কয়েক গজ দূরে বেল্টে গোঁজা ছুরি বের করে প্রিকলি পেয়ার গাছের (বুনো কাঁটাযুক্ত নাশপাতি) একটা পাতা কাটল সিডনি। ওর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

খুঁড়িয়ে সব থেকে কাছের অগভীর পানিতে নেমে কিছুটা এগিয়ে বসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাবধানে ক্ষতের ওপর সাবানটা ঘষতে শুরু করল। কাঁচা ক্ষতের ওপর কঠিন সাবানের ঘষায় অসহ্য ব্যথায় 'উহ্ আহ্' করছে আর দাঁতে দাঁত ঘষছে ডিকি। 'অসহ্য ব্যথা!' প্রতিবাদ জানাল সে।

পানির ধারে এসে গোড়ালির ওপর বসল ব্যারন। 'এমন কিছু ব্যথা না,' সহজ সুরে বলল সে। 'ব্যথাটা বুলেটের ক্ষতের ঠিক মত চিকিৎসা না হলে যেমন হয় ঠিক তেমনই। এটা তোমার লাইনের কাজে তোমাকে শিখতে হবে, বাছা। এর আগে কি কখনও গুলি খাওনি তুমি?'

'আরে না। এর আগে আর কেউ আমার গায়ে গুলি বেঁধানর সুযোগই পায়নি।'

'তাহলে তোমার এখন থেকেই শিখতে হবে, কারণ তোমার কাজে আরও অনেকবার তোমাকে গুলি খেতে হবে। অবশ্য তোমার কপাল ভাল থাকলে জখম না হয়ে একবারে মরেও যেতে পারো। তাহলে আর তোমাকে সাবান আর গাছ-গাছড়ার ওষুধ নিয়ে আর ঝামেলা পোহাতে হবে না।' ক্যাকটাসের পাতা থেকে কাঁটাগুলো বেছে বের করে ফেলল সিডনি।

'ওটা কি ওষুধ নাকি?' নাক সিটকাল ডিকি। 'ওটা তো ক্যাকটাস।'

'ঠিক মত ব্যবহার করতে পারলে এটাই ওষুধের কাজ করবে। এখন ভাল করে ঘষে ক্ষতটা পরিষ্কার করে নাও।'

'যথেষ্ট ঘষা হয়েছে, এবার তুমি...' ওর কথা মাঝপথেই থেমে গেল। ব্যারনের হাতের পিস্তলটা ওরই দিকে তাক করা রয়েছে। সরাসরি ব্যারনের দিকেই তাকিয়ে ছিল ডিকি, তবু ঠিক মত বুঝতেও পারেনি লোকটা কখন পিস্তল বের করল। কেবল দেখল খাপে রাখা পিস্তলটা এখন ওর হাতে। হ্যামার টানার 'ক্লিক' শব্দটার প্রতিধ্বনি চুনাপাথরের ক্লিফে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

'ভাল করে ঘষো!' আদেশ করল সে।

ঘষে চলল ডিকি। সিডনি যখন সন্তুষ্ট হল যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে তখন সে ওকে পানি থেকে ওঠার অনুমতি দিল। পাতাটার একপিঠ ছুরি দিয়ে ছিলে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'নরম অংশটা ক্ষতের ওপর বসিয়ে ভাল করে বেঁধে ফেলো। আর এর পরে যদি আবার কখনও জখম হও তবে ক্ষতটাকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কোরো।'

কটমট করে সিডনির দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, 'গুলি খাওয়ার ব্যাপারে তো অনেক কথাই আমাকে শোনালে। তুমি নিজে গুলিতে জখম হলে বুঝবে কেমন...'

ব্যারনের পিছনের ঝোপটা সশব্দে নড়ে উঠল। শব্দটা ডিকির কানে তখনও পৌঁছেনি। অবাক হয়ে সে দেখল বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ব্যারন—পিস্তল হাতে একটু কুঁজো হয়ে তৈরি হয়েছে সে। এবারেও পিস্তলটা যে কখন সে বের করেছে দেখতে পায়নি ডিকি। দুটো খরগোস ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। 'যীসাস ক্রাইস্ট!'

বলে উঠল ডিকি।

পর মুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পিসমেকারটা আবার খাপে ভরে রাখল সিডনি। বিড়ালটা দেখা দিল ঝোপের কিনারে। ওর দাঁতের ফাঁকে একটা কোয়েইল পাখি মরণ কামড় খেয়ে ছটফট করছে। মানুষ দুটোকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়ে একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে নিজের ধরা শিকারটাকে ছিঁড়ে খাওয়ার দিকে মন দিল সে।

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে মাথা নাড়ল ব্যারন। 'সামান্য শব্দেই আঁৎকে উঠতে শুরু করেছি আমি,' নিজেকেই ঠাট্টা করে বলল সে। 'এরপর ছায়া দেখলেই হয়ত গুলি ছুঁড়তে শুরু করব।' ডিকির দিকে ফিরে সে আবার বলল, 'ওটা ভাল করে জড়িয়ে বেঁধে ফেলো, আর কিছু করা লাগবে না। আপনিই ওটা সেরে যাবে।'

'এটা কি করে করলে তুমি?' জানতে চাইল যুবক।

'কি করলাম?'

'এত জলদি পিস্তল বের করা! ওহ, জীবনে কাউকে এত ফাস্ট ড্র করতে দেখিনি আমি!'

'তুমি তো নিজেই বলেছিলে পিস্তলে তোমার হাত খুব ভাল।' ওর দিকে চেয়ে থেকেই সে আবার বলল, 'মনে হচ্ছে মনে মনে দু'একবার তুমি কত উঁচু দরের পিস্তলবাজ সেটা আমাকে দেখিয়ে দেয়ার কথাও ভেবেছিলে।'

মাথা নাড়ল ডিকি। 'না, আমি তোমার বিরুদ্ধে কখনও ড্র করব না। তোমার ড্র দেখার পর বদ্ধ পাগল ছাড়া কেউ তোমার সাথে লড়তে যাবে না। তুমি কি মনে করো আমি পাগল?'

'পাগল না,' বলল সিডনি। 'তোমার মত আরও অনেককেই আমি দেখেছি। পিস্তলে বেশ ভাল হাত, কিন্তু বয়স কাঁচা বলে তারা এখনও

জানে না পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে কেবল ওতেই চলে না—আরও অনেক কিছুর দরকার হয়। তুমি এখন পর্যন্ত কপাল ভাল বলেই টিকে আছ। কিন্তু এভাবে চললে একদিন তোমার থেকে ফাস্ট কারও দেখা মিলবে—সে তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'আমাকে শেখাও তুমি কিভাবে ড্র করো।'

'না।'

ওর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল ডিকি। 'যাক, একটা জিনিস আমি বুঝলাম। শহরের লোকগুলো ঠিকই বলেছিল। পৃথিবীতে তুমিই সব থেকে ফাস্ট গান।'

'না, কথাটা ঠিক নয়।' কাঁধ উঁচাল ব্যারন। 'পোনি বিডেলের নাম তুমি শুনেছ? বা এড জনসন? ওরা আমার চেয়ে ফাস্ট ছিল। আর মরগান হেজ···সে ছিল দ্বিগুণ ফাস্ট। ওর থেকে ফাস্ট ড্র আর আমি কাউকে করতে দেখিনি। বিশ্বাস করো। আমি জানি।'

'তুমি কিভাবে জানো? মানে আমি বলছি সেটা জানার তো একটাই মাত্র উপায়···'

'আমি জানি, কারণ আমিই ওদের মেরেছি। ওরা আমার থেকে ফাস্ট ছিল। এই জন্যেই গুলি খেতে কেমন লাগে সেটা আমি জানি। এমন আরও অনেকে আছে, যেমন ক্যাল ফারিংটন, সে এখন নেব্রাস্কার শেরিফ। উলি হাইগুস, জোসেফ পি মোরলে···'

'মোরলের নাম আমি কখনও শুনিনি—সে আবার কে?'

'সে সাভানাতে একটা শিপিঙ ডক চালাচ্ছে এখন। পিস্তলে ওর সাথে পারার মত লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। পিস্তল সম্পর্কে আমি যা জানি তা ওর কাছ থেকেই শেখা। কখন পিস্তল ব্যবহার করতে নেই তাও সে আমাকে শিখিয়েছে।'

'তাহলে সব থেকে ফাস্ট কে?'

'জানি না। তবে অনেকেই বলে কলোরাডোতে গ্রে সিমন্স নামে একজন আছে, সে নাকি সব থেকে ভয়ানক পিস্তলবাজ। তার মানে হয়ত সে-ই সব থেকে ফাস্ট। আমি জানি না।'

ক্ষতটার ওপর ক্যাকটাস পাতা বসিয়ে ওটা বেঁধে প্যান্ট পরে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ডিকি।

'আমারও জন্ম ওখানেই,' বলল ডিকি। 'কলোরাডো। কিন্তু আমি ছোট থাকতেই দেশ ছেড়েছি।' ওর চেহারাটা কেমন যেন চিন্তামগ্ন হল। 'আমার মনে হয় ওখানেই আমি নামটা শুনেছি, সু মাতিন। মনে হয়···আরে! তুমি চললে কোথায়?'

ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঢাল বেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে ব্যারন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। 'আগে যেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানেই যাচ্ছি,' বলল সে। তোমার যেখানে খুশি যাও, আর ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা কোরো। আমি যা বলেছি সেগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখো। তুমি প্রথম শ্রেণীর গানম্যান নও, আর আউটলর লাইন ছেড়ে অন্য কোন পেশা ধরো। আউটলগিরি তোমার পোষাবে না।'

নালার ঢাল থেকে উপরে উঠে চারপাশ একবার দেখে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ব্যারন।

ডিকি চিৎকার করে উঠল, 'এই! তুমি বিড়ালটাকে ফেলে গেছ!'

ঢালের ওপাশ থেকে জবাব এল, 'আমার কোন বিড়াল নেই!'

সিডনি যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রাগে বিড়বিড় করতে করতে বুট পরে নিল। 'ভাল মনে একজনের উপকার করতে চেয়েছিলাম, দেখো তার ফল। লোকটা আমার জীবন বাঁচাল, কিন্তু নিজের বিপদে আমার সাহায্য নিতে অস্বীকার করল। ব্যাটা

খিদেয় মরে যেতে ধরলেও হয়ত আর কেউ তাকে মুরগির মাংস সাধলেও খাবে না। ওর ধারণা আমি ওর ফাইটে কোন সাহায্য করতে পারব না কারণ আমি ওদের তুলনায় স্লো! সে তাই ভাবে সন্দেহ নেই। জাহান্নামে যাক ব্যাটা···কিন্তু আমি যে ওর কাছে ঋণী!'

রেগে আগুন হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল ডিকি। এতই চটেছে যে পায়ের জখমটার কথাও ভুলে গেছে। 'আমার কপাল ভাল,' বলে সে। 'লাক চিরস্থায়ী হয় না, একদিন ফুরিয়ে যায়, বলল সে। কিন্তু সে নিজেই জানে না তার লাকই ফুরিয়ে এসেছে। উচিত শিক্ষা হবে ওর যদি সে সু মাতিনের হাতে মারা পড়ে। ওই সম্পর্কে আমি যা জানি ওকে বলতে গেছিলাম—কিন্তু আমার কথাই শেষ হতে দিল না। সবটা না শুনেই চলে গেল!' বড় করে একটা শ্বাস নিল ডিকি। 'কিন্তু সেই সু মাতিন আর এই মাতিন এক হতে পারে না।'

রওনা হওয়ার জন্যে লাগাম উঁচিয়েও একটু ইতস্তত করে ফিরে তাকাল। 'লাককেই লোকটা পিছনে ফেলে গেছে,' বিড়বিড় করল সে। তারপর চিৎকার করল, 'এই, বিড়াল! তুমি আসছ, নাকি এখানেই থাকবে?'

বিড়ালটা থাবা ঘষে গালে লেগে থাকা কয়েকটা পালক পরিষ্কার করল। তারপর অলস ভঙ্গিতে দেহটাকে টেনে লম্বা করে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর ওর দিকে ছুটে এগিয়ে এল। 'লাক,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'এখানে কেউ নেই যে ওই নাম দাবি করতে পারে তোমাদের তো শুনেছি নয়টা জীবন আছে—তোমাকেই ওই নাম সাজে। উঠে এসো, লাক। চলো আরও কিছু দেশ ঘুরে দেখে আসি।'

ডিকিকে ছেড়ে উত্তর পশ্চিমে রওনা হল সিডনি। তার মনের নির্ভুল

ম্যাপ অনুযায়ী সে জানে এখন সে কোথায় আছে। এটাও জানে কোথায় যাচ্ছে সে। আরও আশি মাইল দূরে রয়েছে একটা জনহীন পরিত্যক্ত রেইলওয়ে স্টেশন বাফেলো ওয়েল্‌স্‌। ওখানে দুটো খালি স্টেশন বিল্ডিঙ আর কয়েকটা গুদাম ঘর আর ছাপরা ছাড়া আর কিছুই নেই। ব্রেজোসের সল্ট ফর্কটার ওপর একেবারে ন্যাড়া প্রেইরির কাছে তৈরি করা হয়েছিল বাফেলো ওয়েলস স্টেশন। কোম্পানির ক্ষতি হচ্ছে বলে ওটা এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রেঞ্জার জারভিস থমাস আর সে দুজনে মিলে যুক্তি করে ওই জায়গাটা বেছে নিয়েছে। সু মাতিনকে এখানে টেনে আনাই ওদের প্ল্যান। এখানে সু মাতিনকে টেনে আনতে পারলে হয়ত খোলা জায়গায় বেরোতে হবে ওকে। তবে ওরা জানে খোলা জায়গায় ওব বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা খুব কম।

তবু কোন সম্ভাবনা না থাকার চেয়ে ক্ষীণ সম্ভাবনা ভাল। তাছাড়া এতে সু মাতিন তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, লিসা বা তার মায়ের ক্ষতি করার হুমকি কার্যকর করতে যাবে না।

লোকটা কি ধরনের মানুষ? প্রশ্নটা তার মনে বারবার ঘোরাফেরা করছে। একজন পেশাদার সফল ঘাতক—যার নাম সবাই জানে—প্রত্যেকটা ল'ম্যান যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—অথচ আজ পর্যন্ত তার সম্পর্কে কোন তথ্যই জানা গেল না। একজন অদৃশ্য খুনী, যাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। যারা দেখেছে তারা কেউ বেঁচে নেই যে ওকে সনাক্ত করবে।

এমন খুনী, যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, এবং কাগজের মাধ্যমেই নিজের সফলতার কথা ঘোষণা করে। খুনীটা পুরোপুরি পেশাদার আর বেপরোয়া। প্রয়োজনে মেয়েদের খুন করতে বা হুমকি দিতেও ওর বাধে না। খুনী লোকটা সম্ভবত ওয়্যাক্সাহ্যাচি বা তার কাছাকাছিই

কোথাও থাকে। এবং সবাই ওকে অন্য কোন নামে চেনে। জারম্যান স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে হয়ত সে হ্যাট ছুঁয়ে মেয়েদের সম্মান জানায়। হয়ত প্রত্যেক রোববারে চার্চেও যায়।

লোকটার ঘোড়ার গাড়ি আছে। এবং সে দূর পাল্লার রাইফেল ছুঁড়ে দিনের বেলাতেও সফলভাবে গা ঢাকা দিতে পারে। কেউ তাকে দেখতেও পেল না। লোকটা ইদানীং একজন বিপথগামী ল'ম্যান আর একজন নিরীহ টেলিগ্রাফারকে খুন করেছে···এবং চেকোর পোনিটাকেও হত্যা করেছে। আরও কত জনকে হত্যা করবে তার কাছে পৌছানর চেষ্টায়?

রেইল ট্র্যাক এতক্ষণ পর্যন্ত সে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু শিগগিরই সে রেল রাস্তার কাছে পৌছবে বাফেলো ওয়েলসে। বাফেলো ওয়েলসে এখন আর ট্রেন থামে না। সে ট্রেনগুলোকে পার হয়ে যেতে দেখতে পাবে।

এবং হয়ত, কপাল যদি খুব ভাল থাকে তাহলে যে ওকে খুঁজছে তার দেখা সে পেয়েও যেতে পারে ওখানে।

ছয়

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে, কেইন ক্রীকের ফাঁক দিয়ে একজন আরোহী বেরিয়ে এল। ক্লান্তিতে মাথা নিচু করে ঘোড়াটা খুঁড়িয়ে

এগোচ্ছে। লোকটা হাত দিয়ে ঢেকে চোখে ছায়া ফেলে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল। মাইল খানেক দূরে রেইল লাইন একটা রিজের সমান্তরালভাবে ডাইনে এবং বাঁয়ে দু'দিকেই যতদূর চোখ যায় গিয়ে সরু হতে হতে মিলিয়ে গেছে। বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলোয় রেইল লাইন দুটোকে দূর থেকে হলুদ সুতোর মতই দেখাচ্ছে। পুবের দিকে কিছু কিছু এলাকায় তুলোর চাষ করা হয়েছে। মাঝের ছোটছোট অংশগুলোয় ভুট্টার চাষ। পশ্চিম আর উত্তরের জমি অসমতল এবড়োখেবড়ো ব্রেজোস ফর্কের অসংখ্য উপত্যকাগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে।

কিছুটা বৃষ্টি হওয়ায় মাটির রঙ একটু কালচে দেখাচ্ছে। বাতাসটা বৃষ্টির ফলে ধুলোহীন পরিষ্কার হয়েছে বলে পুবের দিকটা বাদে বাকি তিন দিকই অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পুবে এখনও ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বলে বেশিদূর নজর চলে না।

গত দুটো দিন আইভান সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কেবল পালিয়ে বেড়িয়েছে। দূরে কোন নড়াচড়া দেখলেই ভয়ে চমকে উঠেছে। রাতের বেলা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ঘুমোতে পারেনি। আইভানকে পেরিয়ে ওদের এগিয়ে গিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করার ভয়ও ছিল। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে যে আসলে কি ঘটেছে তা সে ঠিক মত জানে না। যে সময়ে ওরা টম স্মিথকে আক্রমণ করতে তৈরি হয়ে অন্ধকারে এগোচ্ছিল সেই সময়ে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে যায়। একটা আরোহী বিহীন ঘোড়াকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে ওর মাটিতে লুটানো লাগামটা ধরে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে মাথা নিচু করে গোলাগুলির শব্দের ভিতর দিয়ে কোনদিকে না চেয়ে অন্ধের মত ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়েছিল। কোনদিকে যাচ্ছে, কোথায় আছে কিছুই জানত না—ওর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে যত দূরে সম্ভব

সরে পড়া।

এখন সে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং আতঙ্কিত। সারাটা দিন সে হাফ মুন ক্রসের কাছে ওটাকে এড়িয়ে অর্ধচক্রাকারে ঘুরেছে। তার মনে পড়েছিল ডিকি একবার বলেছিল ফিরে আসার জন্যে এনিস একটা চমৎকার শহর। সে তাই করবে বলে ভাবছিল। কিন্তু পরে একটা আরও ভাল বুদ্ধি মাথায় এল। রেল রাস্তার ধারে অপেক্ষা করবে সে—ট্রেইনটা কোনদিকে যাচ্ছে সেটা ভাবার দরকার নেই—প্রথম যেটা আসে সেটাতেই সে চড়ে বসবে। কোন এক নতুন শহরে নতুন করে সব শুরু করবে।

কিন্তু রেল রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে এবার আরেকটা নতুন আইডিয়া তার মাথায় এল। ওদিকে তাকিয়ে একটা চেনা জায়গা ওর চোখে পড়ল—টেন-মাইল-ট্যাঙ্ক। ঘোরাফেরার মাঝে ওখানে এর আগেও একবার সে এসেছিল। এক সময়ে ওই স্টেশনটায় ট্রেন থামত, এখন আর থামে না। তাই স্টেশনটা ফাঁকাই পড়ে আছে।

সে জানে না কখন বা কবে ট্রেন ওদিক দিয়ে যাবে। তার মনেও নেই আজকে কি বার। মনে হল হয়ত বুধবার হতে পারে। টেন-মাইল-ট্যাঙ্কে দুটো সেট লাইন রয়েছে। ট্রেন পারাপারের দরকার হলে একটা ট্রেন পাশের লাইনে এসে থেমে উল্টো দিকের ট্রেন পার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এর জন্যে লাইন সুইচ করার গিয়ার রয়েছে। সে যদি সুইচ গিয়ারটা বদলে রাখতে পারে তাহলে ট্রেন ওখানে থামতে বাধ্য হবে। রেল কর্মচারীদের থাকার গুদামে, যেখানে সুইচ গিয়ার রয়েছে, সেখানে কিছু খাবারও হয়ত থাকতে পারে। লুকিয়ে থাকার জন্যেও জায়গাটা ভাল। নিজের ইচ্ছামত ট্রেনও সে বেছে নিতে পারবে। পরে ভেবে ঠিক করা যাবে হিউস্টন, এনিস বা

একেবারে স্যান্টা ফে পর্যন্ত যাবে।

ক্লান্ত আর খোঁড়া ঘোড়াটাকে স্পারের খোঁচায় গুঁতিয়ে টেন-মাইল-ট্যাঙ্কের দিকে এগোল আইভান।

কাছে এসে সাবধানে চারদিকে চোখ রেখে এগোচ্ছে। কেউ হয়ত ওখানে থাকতে পারে—কিংবা আশেপাশে কোথাও। কিন্তু কোন লোকের সাড়া বা উপস্থিতির চিহ্ন ওর নজরে পড়ল না। স্টেশনটা সম্পূর্ণ নির্জন। পরিত্যক্ত স্টেশনের কেবল দুটো জিনিসই অবহেলায় জীর্ণ হয়নি—নিয়মিত ব্যবহারে রেইল লাইনগুলো চকচক করছে, আর টেলিগ্রাফের তারগুলো। স্টেশন বিল্ডিঙের কাছে উজ্জ্বল তামার দুটো ক্লিপ আঁটা রয়েছে তারের সাথে। ক্লিপের সাথে জোড়া তারগুলো নিচে নেমে এসে স্টেশন বিল্ডিঙের জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে।

কারও উপস্থিতির চিহ্ন না দেখে আইভান দুই সেট রেইল লাইন পার হয়ে গুদাম ঘরটার কাছে এসে ঘোড়া থামাল। ঘোড়ার জিন আর মাথার সাজ খুলে নিয়ে ঢালু ছাদের পুরানো গুদামের কাছে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল।

ওটার খোলা দরজার সামনে এসে থামল সে। হাতের মালপত্র নামিয়ে রেখে পিস্তল হাতে সাবধানে চৌকাঠ পেরিয়ে দরজা দিয়ে ডানপাশ ঘেঁষে ভিতরে ঢুকে দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াল। প্রথম স্টলে একটা ঘোড়া রয়েছে। চমৎকার পুষ্ট পেশীওয়ালা ঘোড়াটার গলায় খাবার ব্যাগ বাঁধা রয়েছে। ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকিয়ে ওকে দেখল। তারপর আবার নিজের খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিল।

ঘোড়ার স্টলের সাথে একেবারে সেঁটে দাঁড়াল আইভান। হাতের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে একটু সরে ভিতর দিকে পিছনে কি আছে দেখার জন্যে উঁকি দিল। একটা ঘোড়ার গাড়ি ওর চোখে পড়ল। বার্নিশ করা

গাড়িটা অল্প আলোতেও চকচক করছে। চমৎকার দামী একটা গাড়ি। আরাম-আয়েশের জন্যে টেকসই ডিজাইনে তৈরি। হঠাৎ খেয়াল করল গাড়ির উপরে ক্যানভাসের ঢাকনি বা গাড়ির ওপর ধুলোর কোন চিহ্ন নেই। চাকার স্পোক আর মাডগার্ডে কিছু আধশুকনো কাদা লেগে রয়েছে। কিন্তু ধুলো নেই।

স্টলের ঘোড়াটা মনের সুখে খাবার চিবাচ্ছে। অর্থাৎ কয়েক মিনিট আগেও এখানে কেউ ছিল—সে-ই ঘোড়াটাকে খাবার দিয়েছে। আইভান যখন এদিকে আসছিল তখনও কেউ এখানে ছিল।

এখনও কেউ এখানে আছে!

চারিদিকে সতর্ক নজর রেখে পুরো গুদামটা ঘুরে দেখে গুদামের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল আইভান। পঞ্চাশ ফুট দূরে স্টেশন বিল্ডিঙটা দেখা যাচ্ছে। ওর ভিতরে কেউ আছে! সে হয়ত তার জন্যেই অপেক্ষা করছে ওখানে। তাকে আসতে দেখেছে সে। খোঁড়া ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামানর শব্দও সে পেয়েছে…লোকটা জানে সে এখানে আছে।

স্টেশন ঘরের জানালাগুলো কাঠের তক্তা বসিয়ে বন্ধ করা রয়েছে। কিন্তু এবার সে খেয়াল করল দরজায় আটকানো তক্তাটা সামান্য ফাঁক করা হয়েছে যেন একজন মানুষ ঢুকতে পারে। কিন্তু তার পিছনে দরজাটা বন্ধ।

একটা বড় শ্বাস নিয়ে মাথা নিচু করে এক ছুটে মাঝের খালি জায়গাটা পার হল আইভান। দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সেঁটে দাঁড়াল সে। 'ভিতরে কে আছ?' জোরে ডাক দিল যুবক। ভিতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে আবার বলল, 'আমার হাতে একটা পিস্তল রয়েছে! এটার ব্যবহারও আমি জানি!'

ভিতর থেকে তবু কোন সাড়া এল না। একটু অপেক্ষা করে ঘুরে

দাঁড়িয়ে কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দু'হাতে পিস্তল বাগিয়ে ধরে বোর্ড দিয়ে চারপাশ বন্ধ করা ঘরের অল্প আলোয় ভিতরটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ভিতরে একমাত্র আলো হচ্ছে একটা ছোট তেলের বাতি। বাইরে বিকেলের আলো থেকে ভিতরে ঢুকে কম আলোয় চোখ সইয়ে নিতে ওর অল্প কিছুটা সময় লাগল। সামনের একটা কাঠের টেবিলের ওপর টেলিগ্রাফের যন্ত্র রয়েছে দেখতে পেল আইভান। পাশে একটা প্যাড। যন্ত্রটা যে ব্যবহার করছে তাকেও দেখতে পেল সে।

'আশ্চর্য ব্যাপার!' বলে উঠল সে। ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে পিস্তলটা খাপে ভরে রাখল। 'আমি ভেবেছিলাম এই এলাকাটা একেবারে জনশূন্য। তুমি এখানে একা কি করছ?'

কৌতূহল নিয়ে টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল সে। অবাক চোখে টেলিগ্রাফ যন্ত্র, প্যাড, কারুকাজ করা কালির দোয়াত আর তার পাশে রাখা স্টীলের কলমটা দেখে আরও কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। পরক্ষণেই তার চোখ বিস্ফারিত হল। একটা শক্ত হাত ওর কাঁধ চেপে ধরল, অন্য হাত তার বুকে দারুণ জ্বালা ধরিয়ে দিল।

আইভান বুঝতেই পারিনি কখন ছুরিটা পাঁজরের নিচে দিয়ে ঢুকে তার ফুসফুস ফুটো করে কলিজার আর্টারিটা কেটে দিয়েছে। ওর মুখ দিয়ে কোন শব্দই বেরোল না, কারণ স্বর বের করার মত বাতাস এখন আর তার ফুসফুসে নেই। সে একটু ধস্তাধস্তি করারও সময় পেল না। ছুরিটা বের করে নেয়ার পর নিজের রক্তমাখা ছুরিটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝপ করে পড়ে মরে গেল আইভান। গ্লাভস পরা দুটো হাত সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা সুঁইয়ের মত তীক্ষ্ণ ডগাওয়ালা স্টিলেটোটা

লিনেনের একটুকরো কাপড় বের করে মুছে নিল। টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠল। একটা মেসেজ আসছে।

সু মাতিন তরুণ আউটলর দিকে একবার তাকিয়ে ঘুরে তারের মাধ্যমে আসা মেসেজটার দিকে মন দিল।

গ্রে সিমন্‌স্ সহজ প্ল্যান করেছে। ওয়্যাক্সাহ্যাচি আর মোবীটির মাঝামাঝি কোথাও একটা লোক ডাবল্ স্টার র‍্যাঞ্চে হিগিন স্পেন্সারের খোঁজে পশ্চিমে এগোচ্ছে। ওই লোকটাকে ঠেকাতে হবে—চিরদিনের মত। মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার মাত্র দুটো পথই আছে। ট্রেনে অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়ে। লোকটা ট্রেনে ওঠেনি—অন্তত এখন পর্যন্ত ওঠেনি। চারদিকেই হিগিনের লোকজন আছে তাদের সবাইকে চোখ কান খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোথাও যদি সিডনি ট্রেনে ওঠে, কিংবা কোন শহরে ওকে দেখা যায়—সাথে সাথেই খবরটা গ্রের কাছে পৌঁছে যাবে।

রিজার্ভ করা ট্রেনের কামরায় সবাইকে একত্র ডেকে ম্যাপটা খুলল গ্রে। প্রায় মেয়েলি গড়নের সুন্দর আঙুল দিয়ে ব্রেজোসের সল্ট ফর্কের কাছে একটা এলাকা দেখিয়ে সে বলল, 'লোকটা ট্রেনে যখন ওঠেনি সে ঘোড়ার পিঠেই আসছে। এতক্ষণে ওর এই জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। আজকের রাতটা ওখানেই কোথাও কাটিয়ে ভোর বেলাই সে আবার রওনা হবে। কোনাকুনিভাবে উত্তর-পশ্চিমে যাবে।'

'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে ব্যারন ওইখানটাতেই আছে?' প্রশ্ন করল জিঞ্জার। 'সে তো যে কোন জায়গাতেই থাকতে পারে?'

'আমরা জানি সে কোথায় যাচ্ছে,' বলে চলল গ্রে। 'আমাদের কাজ হচ্ছে সে যেন ওখানে পৌঁছতে না পারে। ট্রাস্ক, তুমি তো রেড রিভার

এলাকাটা খুব ভাল করে চেনো—তুমিই বলো একটা লোক যদি লোকজনের চোখ এড়িয়ে হাফ মুন ক্রস থেকে দুপুরের দিকে বেরিয়ে মোবীটি পৌঁছতে চায় তাহলে সে কিভাবে কোন পথে এগোবে—আর এই সময়ে ওর কোথায় থাকার কথা?'

ট্রাঙ্ক ম্যাপটার দিকে গভীর চিন্তামগ্নভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ম্যাপে হাফ মুন ক্রস থেকে আঙুল দিয়ে আঁকাবাঁকা একটা পথ দেখিয়ে বলল, 'ট্রেন থেকে কেউ ওকে দেখে ফেলার ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে হলে ওর জায়গায় আমি থাকলে এই পথে এগোতাম। আর এই জায়গায় পৌঁছে বিশ্রাম নিয়ে রাত কাটাতাম। তারপর দক্ষিণ ধরেই এগিয়ে বাফেলো ওয়েলস্ পার হয়ে পুরানো "জে হওক" ট্রেইল ধরে পশ্চিমে এগিয়ে "নেশন্স্" পার হয়ে পরে উত্তরে মোবীটির দিকে যেতাম।'

'কোনাকুনি নেশন্স্ কেন পার হতে না? ওটাই তো সহজ পথ?'

'এই মুহূর্তে সেটা বিপজ্জনক হবে। শাইয়্যান স্ট্রিপে কিছুতেই ঢুকতাম না। ওখান থেকে চেরোকিদের বের করা শেষ না হতেই সরকার ওখানে হোয়াইট সেট্‌লার্সদের ঢোকাতে শুরু করেছে—রাজনীতিবিদরা আর তাদের বন্ধু-বান্ধব সবথেকে ভাল জায়গাগুলো বেছে নেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে ওখানে ঢুকে পড়ছে। ওই পথে এগোলে এখন রেড স্কিন বা হোয়াইটের হাতে গুলি খেয়ে মরার সম্ভাবনা খুব বেশি। আমার মনে হয় ওসব ঝুঁকি এড়িয়ে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল গ্রে। 'আমার মনে হয় ব্যারনের মত অভিজ্ঞ লোক সেটাই করবে এটা ধরে নেয়া যায়। সুতরাং তোমাদের জন্যে কাজটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে। বাফেলো ওয়েলসের কাছেই কোথাও তোমরা ওর দেখা পাবে। বাফেলো ওয়েল্‌সের কাছে তোমরা ছড়িয়ে পড়ে ওকে খুঁজবে আগামীকাল।'

'আমরা?' প্রশ্ন করল বিলিংস। 'তুমি তাহলে কোথায় থাকবে?'

হ্যাটের কার্নিসের ছায়া থেকে সবাইকে একে একে দেখল গ্রে। নিজের বাম হাতের আঙুলগুলো ডান হাতের ছড়ানো আঙুলের ভিতর ঢুকিয়ে আয়েশ করে গা এলিয়ে বসল। 'আমি পিছনে অপেক্ষায় থাকব। তোমাদের সবার ওপরই আমার বিশ্বাস আছে। তোমরা ওকে মারতে পারলে দশ হাজার ডলার সমানভাবে তোমাদের মধ্যে বেঁটে দেয়া হবে, আর যার গুলিতে সে মারা যাবে সে আরও এক হাজার ডলার বেশি পাবে। বুড়ো হিগিন নিজে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

শিস দিয়ে উঠল জিঞ্জার। 'একজনকে মারার জন্যে ওটা অনেক টাকা। কিন্তু এখনও তুমি আমাদের বলোনি তুমি ওই সময়ে কোথায় থাকবে।'

'অপেক্ষায়,' সহজ স্বরে বলল গ্রে। 'পাদুকাহ্ ক্রসিঙে আমি তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। তোমরা ব্যারনকে মেরে ওকে বা ওর যতটুকু অবশিষ্ট থাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আগেই বলেছি তোমাদের যোগ্যতার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু তবু সে যদি কোনক্রমে তোমাদের পেরিয়ে আসতে পারে...আমাকে পেরোতে পারবে না সে।'

পাঁচজন পিস্তলবাজ নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল। তারপর কেইন ভুরু কুঁচকে সিমনসের দিকে তাকাল। 'তুমি কি আমাদের নিয়ে কোন রকম একটা খেলা খেলছ, গ্রে? সে যদি ওখানে থাকে তবে কোনমতেই আমাদের সবাইকে ডিঙিয়ে আসতে পারবে না। সে যে-ই হোক, এত ভাল হতেই পারে না। আমাদের এতজনকে পেরিয়ে আসা কারও পক্ষে অসম্ভব।'

'আমি পারতাম,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল গ্রে। 'ওর জায়গায় আমি থাকলে আমি পারতাম।'

কেউ কোন কথা বলল না। গ্রে যে কি করতে পারে তার চাক্ষুষ প্রমাণ সে রওনা হওয়ার আগেই ওদের দেখিয়েছে। সায়মন রীফের মৃত্যু ওদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

'লোকটা ওখানেই আছে,' অল্প হেসে ঠাণ্ডা স্বরে বলল সিমন্‌স্। 'এবং আমি আশা করছি তোমরা সফলভাবেই কাজটা শেষ করতে পারবে। কিন্তু আমি ওর সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনেছি যার ফলে এটা আমার প্ল্যান মতই করাটা আমি ঠিক বলে মনে করছি। কারণ এতে ওর পেরিয়ে যাবার আর কোন সুযোগই আমরা রাখছি না। একেবারেই না।'

হ্যাটের ঢাকনার তলা দিয়ে ওদের পাঁচ জনের সরে যাওয়া লক্ষ করল গ্রে। ওরা ব্যারনকে খুঁজে বের করবেই—এতে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। এবং সম্ভবত ওরা তাকে মেরেও ফেলতে পারবে। হয়ত ওদের কেউকেউ বেঁচে ফিরেও আসবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেই পাদুকাহ্ ক্রসিঙে ব্যারনের মোকাবিলা করতে হবে বলে ওর মনে হচ্ছে। তবে এতে তার সুবিধাটাই হবে সবথেকে বেশি। টাকাটা পুরোই সে পাবে। টাকাটার ভাগ আর কাউকে দেয়ার ইচ্ছা আদপেই নেই। যাহোক, ওরা তার কাজটা একটু সহজ করে তুলবে। মারতে না পারলেও ওকে ক্লান্ত বা জখম তো করতে পারবে ওরা? এতে ওর কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। নিজের হাত দুটোর তালু উপরের দিকে করে তাকিয়ে দেখল গ্রে। হাতের খুব যত্ন নেয় সে। প্রয়োজনে ওই নরম হাত দুটোই বিদ্যুতের গতি লাভ করে প্রতিপক্ষের মরণ ডেকে আনে।

বাছারা, তোমরা যে যার ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় করো, ভাবল গ্রে। তোমাদের পার হতে গিয়ে যদি ব্যারন বেঁচেও থাকে আমার বিরুদ্ধে লড়ার মত ক্ষমতা তখন আর ওর থাকবে না।

সাত

থামার কথা ছিল না, তবু কেন যেন পুবের ট্রেনটা আজ বাফেলো ওয়েল্‌স্ স্টেশনে থামল। লণ্ঠনের আলোয় পাখির গান দেখল একটা বিশেষ বগি থেকে পাঁচজন লোক নেমে স্টক্-কার থেকে পাঁচটা ঘোড়া নামাল। ইণ্ডিয়ান লোকটা স্টেশনের কাছেই উত্তরে একটা ক্যাপরক মেসার মাথায় বসে ঘটনাটা লক্ষ করল। এখনও সকাল হতে প্রায় দু'ঘন্টা বাকি রয়েছে। পশ্চিমের আকাশে কালো হয়ে মেঘ করেছে। হয়ত বৃষ্টি হবে। সকাল হওয়ার অপেক্ষাতেই ওখানে বসে আছে পাখির গান।

ইণ্ডিয়ান ছেলেটা কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েছে। তারপর কোথায় যেন গেছে। ছেলেটা ওই রকমই—কখন আসে কখন যায় কাউকে কিছু বলে না। কথাই খুব কম বলে সে। হয়ত আবার ফিরে আসবে, কিংবা হয়ত আর ফিরবেই না। কেউ বলতে পারবে না সে কখন কি করবে। হাফ মুন ক্রসের কেউ কেউ এতে বিরক্ত বোধ করত। কিন্তু পাখির গানের কাছে বসন্তে যেমন কেবল পশ্চিম দিক থেকেই ঝড়-বৃষ্টি আসে, এটা

ঠিক তেমনি—এটা ওর স্বভাব। যেমন বুনো ছাগলকে যদি চারপাশে হলুদ রঙের একটা চক্র এঁকে তার ভিতরে রাখা হয়, তবে ওই বৃত্তের বাইরে ওরা কিছুতেই বেরোবে না। এসবের কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এগুলো যেটা যার স্বভাব তেমনি মেনে নেয় পাখির গান। সে বোঝে এসব প্রশ্নের জবাব নেই।

কৌতূহলী হওয়াটা পাখির গানের একটা স্বভাব। হয়ত এটা ওর কোমাঞ্চি রক্তের প্রভাব, অথবা মেথডিস্ট প্রীচারের শিক্ষা, যে তাকে বিশ বছর আগে ফোর্ট ওয়ার্থে কিশোর বয়সেই 'এডপ্ট' করে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছে। অথবা সাদা লোকদের মাঝে থেকেও সারাটা জীবন একঘরে হয়ে থাকারই ফল। টেক্সাসে সে ছিল সাদাদের মাঝে গোত্রহীন একজন ইণ্ডিয়ান, আর কোমাঞ্চিদের কাছে সে সাদা লোকের শিক্ষায় শিক্ষিত একটা লোক—তাই কোমাঞ্চি হয়েও নিজের গোত্রের লোকের কাছেও সে বাইরের লোক। কেবল ভাল কাজ জানে বলেই ক্যাপ্টেন রিচার্ড ওকে কাজে নিয়েছিল—একটা আশ্রয় সে পেয়েছিল। কাউবয়রা ওর কাজ আর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে ওকে সম্মান করত হাফ মুন ক্রসে। ওর মনে ঈশ্বরের পরেই ছিল ক্যাপ্টেন রিচার্ডের স্থান। তার মৃত্যুর পর এখন সে নোঙর ছেঁড়া নৌকার মতই মানুষের সমাজে ভাসছে। স্থায়ী ঠাঁই কোথাও নেই।

সিডনি ব্যারন লোকটাকেও তার ভাল লেগেছে। তার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল বলেই লোকটা টম স্মিথকে ফিউনারেলে শায়েস্তা করেছিল। ওর মনে প্রশ্ন জেগেছিল কি ধরনের লোক ওই সিডনি ব্যারন? দেহে এত ক্ষত উপেক্ষা করে কিভাবে একটা লোক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বা ঘোড়ায় চড়তে পারে? ভয়ানক লোক হিসেবে খ্যাতি থাকার পরও কাউহ্যাণ্ডদের সাথে এত সহজে সে কিভাবে মিশতে পারল?

কাউবয়রাও ওকে নির্দ্বিধায় কেন আপন করে নিল?

গানফাইটার, লোকে বলে। কিন্তু পাখির গান ওর হাত দুটো দেখেছে—কড়া পড়া হাত। সৎভাবে খেটে খাওয়া মানুষের হাত দেখেই চেনা যায়। ডেভ ফোলজার্স মানুষ চিনতে ভুল করে না—ডেভ ওর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে সেটা সে শুনেছে। তাছাড়া অনেক মানুষ মারলেও অন্যায়ভাবে কিছু করে থাকলে শেরিফ আর রেঞ্জার জারভিস ওর সাথে ওই সুরে কথা বলত না। ওকে স্পেশাল রেঞ্জারও করত না জারভিস।

ভাড়াটে খুনী সু মাতিন ওর পিছনে লেগেছে।

'আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকো,' বলেছিল ব্যারন। 'আমাকে একা থাকতে দাও। কারও সঙ্গ আমি চাই না।' ব্যারনের প্রত্যাখ্যানে অপমানিত বোধ করেনি পাখির গান—বরং ওর প্রতি তার শ্রদ্ধা আরও বেড়েছিল। সে বুঝেছিল সু মাতিনের গুলিতে যদি মরতেই হয় তবে সে একাই মরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঙ্গী করে আর কারও জীবন বিপন্ন করতে চায়নি বলেই সে সঙ্গী চায়নি—ওকে ঘৃণা করে নয়।

মানুষের যেমন একা থাকার অধিকার আছে তেমনি পাখির গানেরও কৌতূহলী হওয়ার অধিকার আছে।

বর্তমানে বাফেলো ওয়েল্‌স্ স্টেশনে যেখানে ট্রেন থামার কথা নয়, সেখানে কেন ট্রেনটা থামল এবং সশস্ত্র কয়েকজন মানুষ আর ঘোড়াগুলো কেন এমন নির্জন একটা জায়গায় নামল, দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল সে। ওদের দেখেই বোঝা যায় শিকারে যাচ্ছে ওরা। এবং ওদের শিকার যে সিডনি ব্যারনই এটা সে অনুমানে বুঝে নিল।

ভোর হতে এখনও বেশ কিছুটা দেরি আছে। দক্ষিণে রাতের অন্ধকারে একটা ক্যাম্প-ফায়ারের আলো যেখানে ওই লোকগুলো ক্যাম্প করেছে সেটা তার নজর এড়িয়ে যায়নি। পুবের আকাশ একটু

ফিকে হয়ে আসার সাথেসাথে ওরা আগুন নিভিয়ে দিয়ে রওনা হল।

ঠিক এই সময়ে ইণ্ডিয়ান ছেলেটা এসে হাজির হল। ক্যাপরকের ওপর উঠে পাখির গানের পাশে বসল। 'ওরা মোট পাঁচ জন,' বলল সে। 'দুটো ঘোড়ায় ডাবল স্টারের চিহ্ন আছে দেখলাম।'

ছেলেটার দিকে তাকাল না পাখির গান। ছেলেটা যে কি ঘটছে সেটা না দেখে ফিরবে না এটা সে জানত। ছেলেটা ওখানে না গেলেই বরং সে আশ্চর্য হত।

'কাছে গেছিলে তুমি?'

'এত কাছে ছিলাম যে ওদের কথাবার্তাও কিছু শুনতে পেয়েছি। দুজনের নামও জানতে পেরেছি—জিঞ্জার আর ট্রাস্ক—চেনা নাম?'

ট্রাস্কের নাম শুনেছি।' ভুরু কুঁচকে ওরা কোনদিকে যাচ্ছে দেখার চেষ্টা করল পাখির গান। এখনও দেখার মত আলো ফোটেনি। 'খুব খারাপ লোক বলে নেশন্‌সে ওর খ্যাতি আছে। ওখানকার কোন মার্শাল ওকে ধরতে পারলে ওকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। আর কিছু শুনলে?'

'গ্রে সিমন্‌স্ নামে একটা লোকের প্রতি ওদের প্রসন্ন মনে হল না। আর ওরা এখানে সিডনি ব্যারনকে খুন করতে এসেছে।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! একটা লোককে হত্যা করার জন্যে এত লোক লাগানো হয়েছে!'

'মনে হল ওরা মোটামুটি জানে ব্যারন এখন কোথায় আছে। তোমার কি মনে হয় ওরা সত্যিই জানে?'

কাঁধ উঁচাল পাখির গান। 'দেখেছ ওদিকে ওরা কিভাবে ছড়িয়ে এগোতে শুরু করেছে?' আঙুল তুলে দেখাল সে। 'ওদের কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে ওরা ঠিকই অনুমান করেছে।'

ছেলেটা কোন কথা বলল না। এক মাইল দূরে থেকে ছোট ছোট

দেখাচ্ছে ছায়ার মত শিকারি মানুষগুলোকে। কিছুক্ষণ ওরা দুজনেই নীরবে বসে ওদের দেখল। ইণ্ডিয়ান দুজনেরই ভোরের আলোয় বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়ার মত চোখ আছে। অল্পক্ষণ পরে, 'আহ্,' বলে দক্ষিণ পুবে কয়েক মাইল দূরে একটা ছোট টিলার দিকে ইঙ্গিত করল পাখির গান। টিলার মাথায় একটা নড়াচড়া চোখে পড়েছে ওর। মাত্র মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই অদৃশ্য হল। কিন্তু ওরা দুজনেই জানে ওরা কি দেখেছে। একজন আরোহী, সাবধানে চলাফেরায় অভিজ্ঞ, যেখানে সম্ভব নিজেকে আড়ালে রেখে এগোচ্ছে। ছোট টিলাটা পার হওয়ার সময়ে কেবল মুহূর্তের জন্যে বাধ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

'আমার ধারণা ওটাই ব্যারন,' পাখির গান বলল। দূরের ওই এলাকাটার দিকেই চোখ রাখল সে। দু'একমিনিট পর আবার ক্ষণিকের জন্যে ওকে নড়তে দেখল। 'সে এদিকেই আসছে,' বলে পিছন ফিরে দেখল সে একাই বসে আছে ওখানে। কিছুটা দূরে পুবে ফ্যাকাসে চুলের ইণ্ডিয়ান ছেলেটাকে ক্যাপরকের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে অদৃশ্য হতে দেখল সে।

না বলেই আবার চলে গেল। এটাই ওর স্বভাব। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দক্ষিণে যেসব ঘটনা নাটকীয় পরিণতির দিকে মোড় নিচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দিল। শিকারিরা সুবিধাজনক উঁচু কয়েকটা জায়গা বেছে নিয়ে নজর রেখেছে। ওদিকে ওদের শিকার নিজের অজান্তে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ওকে দেখতে পেলেই শিকারিরা ওর জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করবে।

ক্যাপরকের কিনারের দিকে এসে পাখির গান দেখল ছেলেটা তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে এগোচ্ছে।

তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ভুরু কুঁচকাল পাখির গান। ছেলেটার ঘোড়ার

জিনের সাথে কি যেন একটা ঝুলছে—ওটা আগে সে ওর কাছে কখনও দেখেনি। মনে হল ওটা যেন একটা বড় বোরের দূর পাল্লার রাইফেল। এত কম আলোয় ঠিক বোঝা গেল না।

পাখির গান অবাক হয়ে একটু ভাবল ছেলেটা ওই জিনিস কোত্থেকে জোগাড় করল। তারপর আবার দক্ষিণের পাহাড়গুলোর আবছা নড়াচড়ার দিকে মনোযোগ দিল। ছেলেটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ছেলেটা সত্যিই আশ্চর্য। এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে বসে যা ওর কাছ থেকে কেউ আশাই করতে পারবে না। তাজ্জব একটা ছেলে—অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু করে মানুষকে হতবাক করায় ওর জুড়ি নেই। এটাই ওর স্বভাব।

পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা বাতাসে বৃষ্টির ভেজা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ পাখির গানের মনে একটা অশুভ অনুভূতির উদয় হল। ছেলেটার কাছে বড় রাইফেল…এবং ছেলেটা সিডনি ব্যারনের দিকেই এগোচ্ছে। পশ্চিমের মেঘ প্রায় তার মাথার ওপর পৌঁছে গেছে এখন…কোমাঞ্চি লোকটার কানে কানে বাতাস ফিসফিস করে যেন কি বলল। ওরা বলছে মরণ এগিয়ে আসছে।

বাফেলো ওয়েল্‌স্ যখন মাত্র তিন ঘন্টার পথ একটা সরু শুকনো নালার ভিতর ক্যাম্প করল সিডনি। ঘোড়ার যত্নের জন্যেই সে পুরো একঘন্টা কাটাল—ঘোড়াটার গা ব্রাশ দিয়ে ভাল করে ডলে দিল—ছোট্ট আগুন জ্বেলে ঘোড়ার নালগুলো সব ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল, ওকে ওখানকার চমৎকার সবুজ ঘাস খাওয়ার ফাঁকে সাথে আনা দানা খাবারও কিছু খাওয়াল। ঘোড়াটার ন্যায্য পাওনা এটা। বৃষ্টিতে জমা পানির কাছে ডিকি হেণ্ডারসনকে ছেড়ে আসার পর থেকে হারানো

সময়টা পুরিয়ে নেয়ার জন্যে ঘোড়াটাকে সারাটা দিন বিশ্রাম না দিয়ে একটানা চালিয়ে এগিয়েছে। সন্ধ্যার পরেও থামেনি। রেঞ্জারদের চারদিকে টেলিগ্রাফ মেসেজ পাঠানর আগেই বাফেলো ওয়েলসে পৌঁছতে হবে ওকে। সু মাতিনের আগে তাকে যে করেই হোক ওখানে পৌঁছতে হবে। রেঞ্জাররা পরে আসবে। এই কারণেই সে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পরও দশ মাইল পথ অতিক্রম করে শেষে থেমেছে।

ঘোড়া চিনতে ওর ভুল হয়নি। খুব শক্ত ঘোড়া—কঠিন পরিশ্রম করেও বিশেষ ক্লান্ত হয়নি। লম্বা সফরে ঘোড়াটা অভ্যস্ত। তবে এখনও অনেক দূর তাকে যেতে হবে। অবশ্য বাফেলো ওয়েলসের খেলায় যদি সে বাঁচে। তাই ঘোড়াটার যত্ন নিয়ে ওকে সুস্থ আর সবল রাখতে হবে। বাফেলো ওয়েল্‌স্ থেকে মোবীটির দূরত্ব অনেক।

সু মাতিনের হাত থেকে যদি পালাতেও পারে—বা সবথেকে ভাল হয় ওকে যদি প্ল্যান অনুযায়ী খোলা জায়গায় এনে মেরে ফেলাও হয়, তবু হিগিন স্পেন্সার বেঁচে থাকতে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি কখনও হবে না। এমন একটা সময় ছিল যখন হিগিনকে পরাজিত করেই সে ক্ষান্ত হত। কিন্তু এখন আর তা হয় না···অনেক নিরীহ মানুষ ওই লোকটার কারণে মারা পড়েছে। হিগিন যদি দাবানলে তার যা ক্ষতি হয়েছে সেটা মেনে নিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জিদ না ধরত, তাহলে আর ব্যারনকে মোবীটি যেতে হত না।

সে কেবল তার বাবা ফ্রীম্যানের ব্যাজটা তার পুরানো বন্ধুর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল—এবং পুরো ব্যাপারটা ওইখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হবার নয় ডাক্তার ওয়াইলি মারা পড়েছে, টেলিগ্রাফার মারা পড়েছে, আরও কত ভাল লোক মারা পড়বে তার ঠিক নেই।

প্যানহ্যাণ্ডেলে নিজের একটা আলাদা রাজত্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন ওই

দাবানলের সাথেই যে শেষ হয়ে গেছে এটা সে ভাল করেই জানে—তবু নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে ভাইপারের মত ছোবল মারতে চাইছে। এখন খেলাটা শেষ পর্যন্ত খেলতে হবে ব্যারনকে—হয় তাকে, বা হিগিনকে—একজনকে মরতে হবে।

কিছু খেয়ে নিয়ে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিল ব্যারন। ঘোড়াটা মনের সুখে ঘাস খাচ্ছে।

ঘুমাল বটে কিন্তু একে ঠিক ঘুম বলা চলে না। দুঃস্বপ্ন, আধোঘুম আধো-জাগরনের মাঝে ওর মাথায় নানান চিন্তা ঘুরছে। তিন বছর আগে রেঞ্জার বেকার সু মাতিনের খোঁজে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে এসে খুনীটার পরিচয় জেনে ফেলেছিল বলেই ওকে খুন হতে হল।

ওয়্যাক্সাহ্যাচি। একজন পেশাদার খুনীর জন্যে এর থেকে ভাল ঘাঁটি আর কোথায় হতে পারে? এত মানুষের মাঝে মিশে গিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে আছে। নিশ্চয় ওখানে সে অন্য কোন নামে পরিচিত। হয়ত তার অন্য কোন ব্যবসা বা পেশা আছে যেটা সে এর পাশাপাশি একই সাথে চালিয়ে যাচ্ছে।

সু মাতিন যে তার আসল নাম নয় এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত। ওই মেয়েলি নামটাই যেন একটা মেসেজ…অপমান? একটা খোঁচা দেয়া হচ্ছে সমাজকে?

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, আর কাজ শেষ করে করে সেটা কাগজে ছাপিয়ে জাহির করে যেন ঠাট্টাই করছে…বলছে, 'আমাকে কোনদিন তোমরা ধরতে পারবে না, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাও। ওই নাম গ্রহণ করে তোমাদের একটা সূত্র দিলাম…।'

সু মাতিন। ওই নামের মধ্যেই কি কোন ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে? ওই

ছদ্মনামটার অর্থ কি? পেশাদার দোতলার মেয়েরা সাধারণত এই ধরনের ছদ্ম নাম নেয়।

লেডভিলে শার্লির সাথে যখন তার প্রথম দেখা হয় তখন তার আসল নাম জানত না ব্যারন। তখন ওর নাম ছিল লিলি ডিলাইট।

শার্লি তিন বছর যাবত ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে আছে। সে কি সু মাতিনকে চেনে? ওর সাথে কি সু মাতিনের মাঝেমাঝে দেখা হয়? রাস্তায়, ব্যাঙ্কে, বা মার্কেটে? সু মাতিন অদৃশ্য বটে…কিন্তু ওকে সবাই চেনে…অন্য কোন নামে।

রয় রজার্স তাকে চিনত। তাই সে ওর এত কাছে ঘেঁষে স্টিলেটো ঢুকিয়ে ওকে মারার সুযোগ পেয়েছিল। রজার্সের মত শক্তিশালী আর সতর্ক লোককে স্টিলেটো ব্লেড ঢুকিয়ে হত্যা করা ঘাতক সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হলে অসম্ভব।…এনিসের টেলিগ্রাফারও ওকে চিনত। তাকেও একই উপায়ে হত্যা করেছে সু মাতিন।

চিন্তাটা ওকে বেশ বিব্রত করে তুলেছে। যতই ভাবছে তার ধারণা ততই দৃঢ় হচ্ছে শার্লি সু মাতিনকে চেনে…হয়ত তার বন্ধুও…কিংবা আরও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ওর সাথে।

অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করা সম্ভব? প্রথমে ব্যারনের তাকে দেখতে হবে। বলা যায় না ক্যাপ্টেন জারভিসের প্ল্যান মত সব চললে হয়ত বাফেলো ওয়েলসে তার দেখা মিলতে পারে। আর কপাল যদি ভাল থাকে বেঁচে বেরিয়েও আসতে পারবে।

সু মাতিন জানে লিসা এবং তার মা কে কোথায় থাকে। লোকটা যদি ওদের পিছনে লাগে ওরা দুজনেই মরবে। ওরা সিডনি ব্যারন নয়—মাতিনের বিরুদ্ধে ওরা কোন সুযোগই পাবে না—ওদের অসহায় অবস্থায় মরতে হবে। ওরা জানতেও পারবে না কোত্থেকে কি হল।

হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসল ব্যারন।...ঘামছে সে।

গা ঝাড়া দিয়ে ঘুমঘুম ভাবটা কাটিয়ে নিজের পিস্তলটা চেক করে দেখল। তারপর সাদা-কালো ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপাল। এখনও সকাল হয়নি, তারার আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই। পশ্চিম আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে বৃষ্টির ভেজা গন্ধ।

ঘণ্টাদুই পথ চলার পর সকালের আলো যখন মাত্র ফুটেছে, একটা ছোট টিলা পার হওয়ার সময়ে দূরে বাফেলো ওয়েলস দেখতে পেল। ভোরের আলোয় দেখে যদিও মনে হচ্ছে মাত্র দু'তিন মাইল পথ, সে জানে ওটা চোখের ভুল, আসলে এখনও অন্তত পনেরো মাইল পথ বাকি রয়েছে পৌঁছতে।

অল্প কিছুদূরে এগোনর পরে হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করে লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল ব্যারন। স্টেশনটাকে আর দেখা যাচ্ছে না এখন, কারণ মাঝে বেশ কিছু উঁচুনিচু জমি রয়েছে। কিন্তু ক্যাপরক মেসার ওপর গোলাকার একটা ধোঁয়ার রিঙ দেখা যাচ্ছে। একটু পরে আবার একটা একটা রিঙ বাতাসে ভেসে উপর দিকে উঠল...তারপর তৃতীয় একটা। দূর থেকে দেখা ধোঁয়া আর কারও কাছে হয়ত একটাই মনে হতে পারত—কিন্তু যে এর মানে বোঝে তার কাছে নয়।

চেকো তাকে একবার নিজে আগুন জ্বেলে তাতে কাঁচা পাতা চাপিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে দেখিয়েছিল কম্বল দিয়ে ঢেকে আর চট করে কম্বল সরিয়ে নিয়ে কিভাবে ওই ধোঁয়ার রিঙ সৃষ্টি করা হয়। সে বলেছিল কোন উঁচু জায়গা থেকে যদি অমন রিঙ দেখা যায় তবে বুঝতে হবে ওটা একটা কোমাঞ্চি সঙ্কেত। কয়টা রিঙের কি অর্থ সেগুলোও ওকে বুঝিয়েছিল।

তিনটে রিঙ দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে তৃতীয় রিঙটা প্রথম দুটোর

থেকে কিছুটা বামে—অর্থাৎ সামনের ট্রেইলটা বোঝাচ্ছে—ওটার পিছনে একটা নয় কয়েকটা রিঙ পরপর বাতাসে ভাসল। ওগুলোকে দূর থেকে কতগুলো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

বিপদ! সঙ্কেতটা জানাল ওকে। সামনে অ্যামবুশ!

স্থির হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে কিছুক্ষণ ভাবল সে। তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে কাছাকাছি সবথেকে উঁচু টিলাটার ওপর উঠল। চূড়া থেকে কয়েক ফুট নিচে ঘোড়া থামিয়ে পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু হয়ে চূড়ার উপর শুধু মাথাটা বের করে ওপাশে সামনের কয়েক মাইলের মধ্যে কোথায় কি আছে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে মুখস্থ করে নিল। সামনে কতগুলো চড়াই-উতরাই আছে, কোথায় কতটা আড়াল পাওয়া যাবে, এবং কোথায় কয়টা খাঁজ আছে সবই ভাল করে দেখে মনে গেঁথে নিল। তারপর চূড়া পার হয়ে ধীর গতিতে এগোল। ওখানে যদি কেউ থেকেও থাকে ব্যারন ওদের দেখতে পায়নি। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত ওখানে যে বা যারাই থাকুক ওরা তাকে পাহাড় পার হওয়ার সময়ে ঠিকই দেখেছে এবং সে চূড়া থেকে নামার সময়ে কোন ট্রেইল ধরেছে তাও দেখেছে।

ট্রেন থেকে ঘোড়াগুলো নামানো হলে ট্রাস্কই নেতৃত্ব দিয়ে বাকি সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কারণ এই এলাকাটা সে-ই সবথেকে ভাল করে চেনে। এটা যদি টেক্সাসের পুবের 'পাইনি উডস্' এলাকা হত তবে নেড বোডিন নেতৃত্ব নিত কারণ সে ওই এলাকারই মানুষ এবং ওখানকার প্রত্যেকটা ট্রেইল তার চেনা। ল্যানো এসটাকাডোতে হলে জিঞ্জার বা বিলিংস পথ দেখাত।

বিলিংস ভোরের আলো ফোটার আগে কফি-ক্যাম্প ছাড়ার পর

থেকেই মুখ ভার করে রয়েছে। ট্রেন থেকে নামার পর—সে বলে—আর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে রওনা হওয়ার মাঝামাঝি কোন এক সময়ে তার বড় বোরের রাইফেলের প্যাকটা খোয়া গেছে। কিন্তু বাকি সবার ধারণা সে ওটা ট্রেনেই ছেড়ে এসেছে। কিন্তু তাতে কি? তার তো আর যা কিছু এই সময়ে দরকার সবই রয়েছে।

পশ্চিম টেক্সাসের বর্ডার এলাকায় হলে কেইন হত ওদের লীডার। কিন্তু এখানে ব্রেজোস ফর্ক আর রেড রিভার এলাকার এক্সপার্ট ট্রাক্ক।

আলো ফুটতেই সে সবাইকে দক্ষ গেরিলা ক্যাপ্টেনের মত সবথেকে সুবিধাজনক জায়গাগুলো বেছে দিয়ে ছড়িয়ে দিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই ওর অভিজ্ঞতার ফল হাতেনাতে পাওয়া গেল। গ্রে ঠিকই বলেছিল। ব্যারন এই এলাকাতেই আছে এবং তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

বিলিংস ট্রাক্ককে দেখাল কোন পাহাড়ের চূড়ায় ব্যারনকে দেখা গেছে আর ওখান থেকে নামার সময়ে সে কোন পথ ধরেছে তাও জানাল।

'এবার ওকে ভালমত বাগে পাওয়া গেছে,' খুশি হয়ে বলে উঠল ট্রাক্ক। 'এমন একটা ট্রেইল সে ধরেছে যে আমাদের ফাঁদ থেকে ওর আর পালাবার কোন পথ নেই।'

দূরের টিলার মাথা থেকে যে পথে নেমেছিল সেটা এসে একটা শুকনো ক্যানিয়নে ঢুকেছে। ওটা আরও গভীর আর সরু হয়ে এগিয়ে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা পাথুরে নালার সাথে মিশেছে। ওখান দিয়ে একটা ক্রীক বয়ে চলেছে সিডার আর কটনউড গাছের পাশ দিয়ে। ক্রীকের বাঁকগুলোয় রয়েছে উইলো গাছের সারি।

'ঠিক ওই জায়গায়,' আঙুল তুলে দেখাল ট্রাক্ক। 'ওইখানে বাঁকটা

সব থেকে সরু। ওখানে দু'পাশের ক্লিফগুলো চেপে এসেছে। ওকে ওই পথে আসতেই হবে নইলে ওকে উপরে উঠে খোলা জায়গা দিয়ে সবাইকে দেখা দিয়ে এক মাইল পথ চলতে হবে—এতটা ঝুঁকি সে নেবে না। ওই বাঁক ঘুরেই ওকে আসতে হবে। ওখানেই আমরা ওর জন্যে অপেক্ষা করব। চলো।'

চমৎকার সুবিধামত জায়গাটা দেখে বিলিংসের ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। রাইফেলে ওর হাত খুব ভাল। 'আমার বড় রাইফেলটা থাকলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেত,' বলল সে। 'এমন টার্কি শূটিঙ রেঞ্জ আর এই সময়েই কিনা আমার বড় রাইফেলটা খোয়া গেল।' ব্যারনকে যে মারতে পারবে তার বাড়তি এক হাজার ডলার পাওয়ার কথা। রাইফেলটা থাকলে সে নিশ্চিত হত তার আগে কেউ ব্যারনকে মারতে পারবে না। পুরো এক হাজার ডলার এভাবে তার হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার দুঃখটা সে ভুলতে পারছে না।

জিঞ্জার পরিস্থিতিটা বিচার করে দাঁত বের করে হাসল। সিডনি ব্যারনের দ্রুত পিস্তল ড্র করার ক্ষমতার গল্প সে অনেক শুনেছে। তাই ওর মনে বেশ কিছুটা দুশ্চিন্তা ছিল। শুনেছে কিভাবে মরগ্যান আর পোনি বিডেল ওর হাতে মারা পড়েছে। কিন্তু লোকটা এখন এমন একটা ফাঁদে পড়েছে যে ওর আর কিছুতেই নিস্তার নেই। লোকটা জানতেও পারবে না কিভাবে বেঘোরে ওর জানটা গেল। মরার আগে সে জানতেও পারবে না এখানে কেউ ওকে মারার জন্যে ফাঁদ পেতে বসে আছে।

'টাকাটা কষ্ট করে রোজগার করতে হল না,' মন্তব্য করল জিঞ্জার। 'সেধেই সে চলে আসছে আমাদের হাতের মুঠোয়।'

সার বেঁধে একে একে কোনাকুনিভাবে পাহাড় থেকে নামছে ওরা।

ক্রীকটা যেখানে চুনাপাথরের খাড়া দেয়াল দুটোর মাঝে বাঁক নিয়েছে সেদিকে এগোচ্ছে ওরা। ওই দেয়াল দুটোর মাঝখান দিয়েই সিডনি ব্যারনকে বেরোতে হবে। পশ্চিমের মেঘটা এখন সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। ওরা নিচে পৌঁছার আগেই সুক্ষ্ম দানায় ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

ট্রাক্ক সবার আগে নিচে পৌঁছে খাঁড়ির ফুট-খানেক পানির ভিতর দিয়ে ডান দিকের সরু বাঁকটার দিকে এগোল। বাকি সবাই ওকে অনুসরণ করছে। সামনেই বাঁকটা। অভিজ্ঞ চোখে সে দুদিকের দেয়ালের সিডার ঝোপ, উইলো গাছ, দেয়ালগুলো ভাল করে একবার দেখল। বাঁকের মুখেই, সিদ্ধান্ত নিল সে। যেখানে বাঁকটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি কোণ করে ঘুরেছে অ্যামবুশটা ওখানেই হওয়া উচিত। লোকটা বাঁক ঘুরে এপাশে কি আছে দেখার জন্যে ওখানে দাঁড়াবে। ওই সময়েই আঘাত হানতে হবে।

বোডিন কয়েক গজ এগিয়ে গেছিল। ট্রাক্ক ডাক দিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনল। 'তাড়াহুড়ার কিছু নেই,' বলল সে। 'ওর এখানে পৌঁছতে এখনও বিশ তিরিশ মিনিট সময় লাগবে। সহজ সুন্দরভাবে কাজটা আমাদের সারতে হবে।'

'যে ওকে মারতে পারবে সে এক হাজার বেশি পাবে,' সন্দেহ প্রকাশ করল জিঞ্জার। 'তুমি কি আমাদের এমন ভাবে সাজাতে চাচ্ছ যেন তুমিই প্রথম শটটা পাও?'

'টাকাটা আমারই পাওনা ছিল রাইফেলটা থাকলে,' ক্ষোভে ফেটে পড়ল বিলিংস।

বিরক্তির সাথে ওর দিকে তাকাল জিঞ্জার। 'প্যানপ্যানানি থামাবে তুমি?' নিজের উইনচেস্টারটার কুঁদোয় চাপড় মেরে সে বলল, 'এর

বেশি আর আমাদের কিছু লাগবে না।'

'গ্রে আমাদের নিয়ে খেলছে,' গর্জে উঠল ট্রাস্ক। 'বাড়তি হাজারের কথা ভুলে আমরা সবাই মিলেই ওকে মারব। কারও আপত্তি আছে?' সবার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল ট্রাস্ক। জিঞ্জার আপোষেই কথাটা মেনে নিয়ে চুপ্ করে থাকল।

'যুক্তিসঙ্গত কথা,' স্বীকার করল বিলিংস। 'এতে সবারই কাজের দিকে মন থাকবে।'

মাথা ঝাঁকাল জিঞ্জার। উইনচেস্টারটা বের করার জন্যে খাপের মুখ খুলে সে বলল, 'এতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

সবাই সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে বাঁকের একেবারে কাছে এসে পড়ল ওরা। ওদের হ্যাটের কার্নিস থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পানি ঝরছে। লুকোবার জায়গা খুঁজতে মুখ তুলে তাকাল সবাই।

'দু'জন বাঁকের ভিতরের দেয়ালে আর তিন জন বাইরের দেয়ালে থাকব আমরা,' বলল ট্রাস্ক। 'পিছনে বেরিয়ে আছে যে পাথরটা, ওটার আড়ালে ঘোড়া লুকিয়ে রেখে এসে নিজের নিজের জায়গায় বসে অপেক্ষা করব। ও যখন আমাদের মাঝখানে এসে পড়বে, তখন পার্টি শুরু হবে।'

হঠাৎ জিঞ্জার মাথা উঁচিয়ে শক্ত হাতে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। 'ওটা কিসের শব্দ? তোমরা শুনতে পাচ্ছ...?'

ক্যানিয়নটা হঠাৎ করে শব্দে ভরে উঠল। ঘোড়ার ছুটে আসার তীক্ষ্ণ শব্দ ক্যানিয়নের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে বিভ্রমের সৃষ্টি করছে। তিরিশ গজ দূরে একজন আরোহীকে দেখা গেল। লোকটা লম্বা, একটা সাদা-কালো ঘোড়ার পিঠে চার্জ করে দ্রুতবেগে

ছুটে আসছে। জলপ্রপাতের মত শব্দটা এবার পিসমেকারের গুলির শব্দে বাজ পড়ার মত আওয়াজে পরিণত হল।

আট

কালো-সাদা ঘোড়াটা দেখতেও যেমন বিরাট তেমনি শক্তিশালী। হাঁফ মুন ক্রসে ওটা কেনার সময়েই ব্যারন এটা জানত। ঘোড়াটার যত্ন নেয়ার সুফল এখন সে পেল। ওকে যারা অ্যামবুশ করবে তারা সে পৌঁছবার আগেই জায়গা মত পজিশন নিয়ে ওর পৌঁছানর অপেক্ষায় থাকবে।

এটা হতে দিলেই তার বিপদ। ও যে কোন পথে আসছে সেটা ওদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়ার পর ন্যাড়া টিলা থেকে নিচে নেমে ঘোড়া ছুটাল ব্যারন। ঘোড়াটা ছুটতে পারে বটে। প্রায় দেড় মাইল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার পর ঘোড়ার মুখে ফেনা উঠেছে দেখে গতি কিছুটা কমাল ব্যারন। শুকনো ক্যানিয়নটা যে আর আধ মাইল পরে একটা খাঁড়ির সাথে গিয়ে মিশেছে এটা সে জানে। কিন্তু এটা জানে না ওরা ঠিক কোথায় তাকে অ্যামবুশ করার প্ল্যান নিয়েছে। কিন্তু অ্যামবুশ করার কৌশলগুলো তার ভালই জানা আছে। তাই সে জানে ওকে যখন প্রথম দেখেছে তখন ওর চলার গতি যা ছিল সেই হিসেবেই তার ওখানে পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে অনুমান করে সে পৌঁছানর

অল্পক্ষণ আগেই ওরা পজিশন নেবে। নিজে বিবেচনা করে কানা গলি, ঝোপঝাড় বা অতর্কিতে অ্যামবুশ করা যেসব জায়গায় সম্ভব সেইসব দিকে বিশেষ নজর রাখল।

গতি কমালেও যতটা সম্ভব দ্রুতই এগোল ব্যারন। ওরা আশা করার আগে অ্যামবুশের জায়গায় পৌঁছে ওরা তৈরি হওয়ার আগে অপ্রস্তুত অবস্থায় ওদের চমকে দেয়াই ওর উদ্দেশ্য।

তুমি এতে খুব আনন্দ পেতে চেকো—নিজের মনেই ভেবে হাসল সে। পানি ছিটিয়ে ক্রীকের মাঝখান দিয়ে ছুটল ওর ঘোড়া। সামনের বাঁকটা দেখে বুঝল অ্যামবুশের জন্যে ওটা চমৎকার জায়গা। ওদের জায়গায় সে থাকলে অ্যামবুশ করার জন্যে সামনের বাঁকটাই বেছে নিত।

তলপেটে বুটের চাপে ওর মতলব বুঝে ঘোড়াটা পানি ছিটিয়ে ক্রীকের ভিতর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল। ব্যারন তার সিরেপটা পিছনে ঠেলে দিয়ে কোল্ট পিসমেকারটা হাতে নিয়ে এগোল। ঠিক সামনেই ক্রীকটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে ডাইনে বেঁকে গেছে। গতি একটুও না কমিয়ে ঘোড়াটা বাঁয়ের ঢাল ধরে ডাইনে কাত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাঁক নিয়ে চার্জ করে ছুটল। বাতাসে চেকোর নিচু কোমল স্বর যেন ওকে বলল, 'ওদের এক হাত দেখিয়ে দাও, বন্ধু!

সামনে মোট পাঁচ জন লোক। চারজন একত্রে জড় হয়েছে, একজন কয়েক ফুট দূরে। বিস্ফারিত চোখে ব্যারনের দিকে দেখল ওরা। এত জলদি ওকে কেউই আশা করেনি। বিস্ময় কাটিয়ে পিস্তল বের করল ওরা। ব্যারনের কানের পাশ দিয়ে একটা বুলেট শিস তুলে বেরিয়ে গেল, সাথে সাথে পিসমেকারটা জবাব দিল। বজ্রের মত আওয়াজ ক্যানিয়নের দুই দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে ফিরে প্রতিধ্বনি তুলছে।

সবথেকে কাছের লোকটা দ্রুত পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়েছিল। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে উল্টে পড়ল। দুহাত উঁচিয়ে পড়ার সময়ে পিছনের লোকটার সাথে ধাক্কা খেল। পিছনের লোকটার ঘোড়াটা লাফিয়ে ওঠায় ওর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ব্যারনের দ্বিতীয় বুলেট ওর গলা ফুটো করে দিল। বাকি তিনজনও গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। ব্যারন বুঝল ওরা সবাই অভিজ্ঞ লোক। বেঁচে থাকার কৌশল আর মানুষ খুন করার দক্ষতা দুটোই ওদের আছে। সম্ভবত ডাবল স্টারের লোক। এরা পোনি বিডেল···এড জনসন···মরগ্যান হেজের মতই ডাবল স্টারের পিস্তলবাজ।

পিসমেকারটা গর্জে চলেছে। দুজন আগেই পড়েছে, তৃতীয়জন এবার জিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। মাথা নিচু করে প্রায় জিনের সাথে মিশে আছে ব্যারন। মুহূর্তে ওর ঘোড়াটা অল্পক্ষণ আগেও যেখানে অস্ত্রধারী আরোহীরা ছিল তার ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। ওর ডান দিকের আরোহীটা তার আতঙ্কিত ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে মাথা নিচু করে গুলি ছুঁড়ল। সিরেপ ফুটো করে সিডনির বাম হাতে হুল ফুটিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। পিছন ফিরে ঘোড়ার লেজের ওপর দিয়ে উত্তর দিল ব্যারন। লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। ওর একটা পা পাদানিতে আটকে রইল। ঘোড়াটা ভয়ে ছুটে পালাল— লোকটার মৃতদেহটা পাথুরে ক্রীকের ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে ঘোড়ার সাথে সাথে চলল।

চারজন শেষ। ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল সিডনি। কিন্তু পিছন ফিরে চেয়ে নিজের ভুলটা সে বুঝতে পারল। ওদের ভিতর দিয়ে পার হয়ে বেরিয়ে না এসে ওখানেই শেষ পর্যন্ত থাকা তার উচিত ছিল। যে লোকটাকে একটু পাশে সরে দাঁড়ানো দেখেছিল, সেই অবশিষ্ট

বিশালদেহী লোকটা এখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, পঞ্চাশ বা ষাট গজ পিছনে। পিস্তলের রেঞ্জের প্রায় বাইরে। কিন্তু ওর কাঁধে ঠেকানো রাইফেলটা তাক করছে সে।

এবারের গুলির আওয়াজটা—এতক্ষণ গোলাগুলিতে যতটা শব্দ হয়েছে তার সবগুলোকে ছাপিয়ে তোপের মত শোনাল। সিডনির দিকে যেই লোকটা রাইফেল তুলে গুলি করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, তার বুকে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটল। ফাটা তরমুজের মণ্ডের মত দেখাচ্ছে। পিচকারির মত ছিটকে রক্ত বের হল। মুখ থুবড়ে ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা। আতঙ্কিত ঘোড়াটা লাফিয়ে পিছনের দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার লাশ উল্টে ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ক্রীকের তলায় বাড়ি খেয়ে পড়ল। ওর দেহের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পানিটা ধীরে লালচে হয়ে উঠল।

ঘোড়ার চলার গতি কমিয়ে হাঁটিয়ে কাছের পাড় ধরে সিডার গাছের সারি পার হয়ে উপরে উঠে এল সিডনি। ইতিমধ্যে পিসমেকারে নতুন কার্তুজ ভরে নিয়ে আবার সিডার গাছের আড়াল দিয়ে পিছন দিকে ফিরে চলল সে। পিসমেকারটা ওর হাতে, চোখদুটো ক্যানিয়নের চারপাশে কোথাও ওদের কেউ লুকিয়ে আছে কিনা খুঁজে দেখছে। সামনের থেকে একজনের কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে পিস্তল নামাল।

'মোট পাঁচ জন ছিল,' স্বরটা চিৎকার করে জানাল। 'এখন আর কেউ বেঁচে নেই।'

স্বরটা আগেও শুনেছে সিডনি। ওটা হাফ মুন ক্রসের সেই ইণ্ডিয়ান ছেলেটার গলা। তবু আড়াল থেকে বেরোল না। শেষ গুলিটা ভুল বোঝার উপায় নেই। বড় বোরের দূর পাল্লার রাইফেল ওটা।

একই ধরনের শব্দ সে শুনেছিল ওয়্যাক্সাহ্যাচির রাস্তায়...সু

মাতিনের রাইফেল? নিশ্চিত হতে পারছে না সে।

'বেরিয়ে দেখা দাও,' চিৎকার করে বলল সিডনি।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর পাথরের ওপর বুটের আওয়াজ শোনা গেল। সত্তর গজ দূরে ছেলেটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। ওর হাতের ওপর রাইফেলটা ঝুলছে। শার্পস্ .৫০, মহিষ শিকার করার রাইফেল।

ছেলেটা প্রথমে সিডনির দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে ক্রীকের মরা লোকগুলোর দিকে দেখল। 'আমরা এই লোকগুলোকে ওদিকের ক্যাপরকের ওপর থেকে দেখেছি—আমি আর পাখির গান। ট্রেন থেকে নামার পর থেকেই ওদের ওপর নজর রেখেছিলাম। তুমি ঠিক আছ তো? তোমার শার্টে রক্ত দেখা যাচ্ছে।'

আড়চোখে নিজের দিকে তাকাল সিডনি। ওর জামার বাম হাতাটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। কনুইয়ের সামান্য নিচে। হাতা উঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'সামান্য আঁচড় লেগেছে, আমি ঠিকই আছি।' তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে কেন? পাখির গান তোমাকে পাঠিয়েছে?'

সত্তর গজ দূরে হলেও ছেলেটার অবাক হওয়ার ভাবটা স্পষ্ট দেখতে পেল সিডনি। একটু ইতস্তত করে রাইফেলটা দুহাতে মাথার ওপর তুলে দেখাল সে। 'পাখির গান আমাকে কিছুই বলেনি। এই রাইফেলটা কেমন সেটা পরীক্ষা করে দেখতে এসেছিলাম আমি। এত বড় রাইফেল আমি কোনদিন ছুঁড়ে দেখিনি।'

'এটা ওদেরই একজনরে জিনিস,' কথায় কথায় বলল ছেলেটা। 'কার তা ঠিক জানি না। কফি ক্যাম্প করার সময়ে ভেড়ার চামড়ার ব্যাগে

এটা আর কিছু গুলি অযত্নে পড়েছিল—আমি কখন তুলে নিয়েছি ওরা টেরও পায়নি।'

ছেলেটা প্রথমে তার ঘোড়াটা নিয়ে এল। তারপর ক্রীক থেকে মৃতদেহগুলো টেনে উঠিয়ে আনতে সাহায্য করল ব্যারনকে। ওদের মধ্যে দুজনকে চিনতে পারল সিডনি। জিঞ্জার আর বিলিংস-এর খুব ভয়ানক লোক বলে খ্যাতি আছে। ফাস্ট-গান হিসেবে জিঞ্জার আর দূর থেকে গুলি করে মানুষ হত্যা করার ওস্তাদ ছিল বিলিংস।

'যে রাইফেলটা তুমি পেয়েছ, সেটা ওই লোকের,' বিলিংসকে দেখিয়ে বলল সিডনি। 'শুনেছি দূর পাল্লার রাইফেলে ওর ভাল হাত ছিল।'

'এখন আর নেই,' এটুকুই বলল ছেলেটা।

একজনের কাছে একটা উইনচেস্টার .৭৩ পাওয়া গেল তেল মাখানো খাপে। ব্যারন ওটা নিজের ঘোড়ার জিনের সাথে ঝুলিয়ে নিল।

এবার দুজনে মিলে উত্তরে রওনা হল। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। কখনও বৃষ্টি ঝিরঝির করে একটু পড়ছে আবার থেমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মিনিটে মিনিটে মেঘ তার সিদ্ধান্ত পাল্টাচ্ছে।

'তোমার পাখির গানকে নিজের পথ দেখতে বলাটা ঠিক হয়নি,' প্রায় মাইলখানেক নীরবে চলার পর মন্তব্য করল ছেলেটা। 'সে কোমাঞ্চি। ওকে যা বলা হয় সেটা সে শোনে না—সাধারণত।'

'সেটা নিয়ে তর্ক করা এখন আর আমার সাজে না,' বলল সিডনি। 'আমার বিশ্বাস ক্যাপরক থেকে ওই আমাকে স্মোক-সিগনাল দিয়ে সাবধান করেছিল। তাই না?'

'আমি যখন ওকে ছেড়ে আসি তখন ওখানে আর কেউ ছিল না।'

'পঞ্চম লোকটাকে সময় মত গুলি করার জন্যে আমি তোমার কাছে

কৃতজ্ঞ।'

আড়চোখে ব্যারনের দিকে তাকাল ছেলেটা, ওর চোখের ভাষা পড়া অসম্ভব। 'হ্যাঁ, তা ঠিক। নইলে তুমি মরতে।'

'তোমার কোন নাম আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

একঘন্টা পরে ওরা দূরে বাফেলো ওয়েলস স্টেশন দেখতে পেল। দুপুরের দিকে ওরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পাখির গানকে দেখে নড় করল। লোকটা পরিত্যক্ত স্টেশনের পাশের ছাপরাটাকে নিজের বাড়ি বানিয়ে মাটির পাত্রে কি যেন রান্না করছে।

'এবারেও তুমি মরোনি দেখছি,' বলে সিডনির দিকে চেয়ে হাসল পাখির গান। 'তুমি কিছু খেতে চাও? আমি আগেই খেয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি ওতে বিষাক্ত কিছু আছে কিনা।'

'চমৎকার প্রস্তাব। কিন্তু তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'আসব না কেন?' ব্যারনের ঘোড়া নিয়ে গুদামঘরের দিকে এগোল সে। 'তুমিও এসেছ।'

'আমি তোমাকে হাফ মুন ক্রসেই বলেছি আমার থেকে দূরে থাকাই ভাল।'

থেমে ঘুরে দাঁড়াল পাখির গান। 'শোনো, সাদা মানুষ...আমি জানি তোমার নিজস্ব অনেক সমস্যা আর বিপদ আছে। লোকজন হন্যে হয়ে উঠেছে তোমাকে মারার চেষ্টায়। কিন্তু আমারও একটা সমস্যা আছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ড ছাড়া সারা টেক্সাসে আর একজনও র‍্যাঞ্চার নেই যে একজন কোমাঞ্চিকে কাজে নেবে। ক্যাপ্টেন রিচার্ড আর নেই। নেশনসে আমার কোন দাবি নেই। আর টেরিটরিতে এমন অনেক ইণ্ডিয়ান আছে যারা আমাকে দেখামাত্র গুলি করবে কারণ তারা ভাববে

আমি ইউটে বা অ্যাপাচি।'

হাত ওঠাল সিডনি, কিন্তু থামল না ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'আমার কথা শেষ করতে দাও! আমার বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি অথচ পৃথিবীতে আমার নিজের বলতে কিছুই নেই, আছে শুধু সাদা মানুষের কাছে পাওয়া শিক্ষা যেটা প্রকাশ করলে আমাকে বিপদেই পড়তে হয়, আর আছে আমার গর্ব—যাকে শ্রদ্ধা করি তার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে আমি মাথা নত করি না। এই পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আমার কোন অধিকার আছে। তাই আমি কোথায় যেতে পারব বা পারব না এ নিয়ে কেউ আমাকে কিছু বলতে পারে না। তুমি একটা ভাল কাজ করেছিলে—ক্যাপ্টেনের ফিউনারেলে কোন গোলমাল বাধতে দাওনি—সেজন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী ছিলাম। কিন্তু এখন আমি ঋণমুক্ত। এখন আমি নিজের ইচ্ছেমত যেখানে খুশি যাব। তাতে যদি আমি মারা পড়ি হয়ত তখন আমি জানতে পারব নরকেও আমাকে ঠাঁই দেয়া হবে কিনা।'

আবার ঘুরল সে। রাগের সাথেই।

'হায়, ঈশ্বর!' মাথা নাড়ল ব্যারন। 'এমন বক্তৃতা দেয়া তুমি কোথায় শিখলে?'

'একজন মেথডিস্ট প্রীচারের কাছে,' না ঘুরেই জবাব দিল সে। 'লোকটা শেষ পর্যন্তও আমার মাকে বিয়ে করার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। তবে আমাদের দেখাশোনা করতে তার অনেক যাতনা সইতে হয়েছে। হয়ত সে নিজের দোষটা মনে মনে অনুভব করেছিল। জানি না।'

ছেলেটা নিজের ঘোড়ার ব্যবস্থা নিজেই করে ফিরে ব্যারনের পাশ দিয়ে খাবার পাত্রটার দিকে এগোল। 'মাঝেমাঝে পাখির গান এরকম

সেন্টিমেন্টাল হয়ে ওঠে,' বলল সে।

সবাই মিলে ভাগ করে খাবার খেল। খরগোস, সিমের বীচি, আর চুকো আটার রুটি। বাফেলো ওয়েল্‌স্ ক্রমবর্ধমান রেইলরোডে আরও অনেক স্টেশনের মত এখন আর স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে রেল কর্মচারী বা ক্বচিৎ কোন ইন্সপেক্টর এলে তাদের থাকার জন্যে সুযোগ সুবিধাগুলো রাখা হয়েছে। বাঙ্ক শেডটা বর্তমানে জনসাধারণের জন্যেও খোলা। দরজার পাশে একটা কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে, "পথিক, চলার পথে এখানে বিশ্রাম নেও। প্রয়োজনে যতদিন খুশি থাকো। যাওয়ার সময়ে দরজাটা বন্ধ করে যেয়ো—এবং নিজে যেমন পেয়েছিলে তেমনি রেখে যেয়ো।"

দরজায় কড়া থাকলেও তালা মারা হয়নি—চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। রেল কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নেয়ার পর থেকে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে কেউ মজুদ খাবার লুট করে কেউ ওটাকে লণ্ডভণ্ড করেনি।

খাওয়ার সময়ে পাখির গান নীরব থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখল। ওর কোমাঞ্চি চেহারায় কোনরকম ভাব প্রকাশ পেল না। তারপর খাওয়ার শেষে কড়া কফিতে চুমুক দিয়ে হঠাৎ ওর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল, চোখ দুটো কৌতূকে চকচক করছে।

'নেশনসে একটা গল্প চালু আছে,' বলল সে। একটা সাদা লোক তার দুটো ছুটে যাওয়া ঘোড়ার খোঁজে একজন ইণ্ডিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এদিকে দুটো ঘোড়া ছাড়া পেয়ে কোথাও ঘুরে বেড়াতে দেখেছ? দুটোই ভাল ঘোড়া—এমন ম্যাচ করা একজোড়া ঘোড়া আমি আর পাব না। এগুলো হারালে আমি খুব দুঃখ পাব।" ইণ্ডিয়ানটা বলল, "ওরা যদি দুটো একই রকম হয় তবে ওদের আলাদা করে চেনো কিভাবে?" সাদা লোকটা জবাব দিল, "খুব ভাল করে খেয়াল করলে

দেখবে সাদা ঘোড়াটা কালোটার চেয়ে এক মুঠ উঁচু।" '

ব্যারন আর ইণ্ডিয়ান ছেলেটা দুজনেই ওর দিকে চেয়ে থাকল।

ওদের দুজনের মুখের দিকে চেয়ে কাঁধ উঁচাল পাখির গান। 'রসটা বুঝলে না? কোমাঞ্চি ভাষায় এটা খুব হাসির শোনায়।'

ছেলেটা কফি শেষ করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। পিছনে ফিরে তাকাল না। অল্পক্ষণ পর ব্যারন বলল, 'বুঝতে পারছি তোমার কাছে আমার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। এটা তোমার পাওনা।'

'তোমার কাছে কিছুই আমার পাওনা নেই,' বলল পাখির গান। 'কেবল আমি কোথায় যাব না যাব সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে যেয়ো না। ছেলেটা বলছিল ওখানে ওরা পাঁচ জন ছিল। কেউ বাকি আছে?'

'না।'

'সেটা ভাল। ধারণা করছি সু মাতিন ওদের ভিতর ছিল না। ছিল?'

'না, এরা একটা ভিন্ন দল। ডাবল স্টার থেকে হিগিন স্পেন্সার ওদের পাঠিয়েছিল। সু মাতিন একা কাজ করে।'

'তাহলে তোমার সামনে ওই ঝামেলাটা থেকেই গেল?'

'হয়ত শীঘ্রি এর একটা নিষ্পত্তি হবে। টেলিগ্রাফের তারে আমি এখানে আছি বলে চারদিকে খবর পাঠানো হয়েছে। মনে হয় না ওর এখানে পৌঁছতে বেশি দেরি হবে।'

ভাবনা-মগ্ন চোখে ব্যারনের দিকে তাকাল সে। 'একটা চ্যালেঞ্জ?'

'টোপ,' বলল সিডনি। 'স্কার্পের এপাশে এই একটা জায়গাই আছে যেখানে ওর আগে আমার ওকে দেখতে পাওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে। এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি আর কিছু আমার মাথায় আসেনি। ব্যাপারটার পুরো নিষ্পত্তি করতে হলে মোবীটিতে গিয়ে ওই বুড়োর

সাথে একটা শেষ বোঝাপড়া আমাকে করতে হবে।'

'ও, তাহলে এই জন্যেই তুমি কারও সঙ্গ চাইছ না?' বুঝল পাখির গান।

'মাতিন পথে কাকে খুন করল সেটার তোয়াক্কা সে করে না। কিন্তু তার আসল টার্গেট আমি। এখানে আর কেউ থাকলে সে আরও ভাল সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। অথবা এখানে যারা আছে সবাইকেই মেরে ফেলবে। জানি না, তবে এক্ষেত্রে আমার একা থাকাই সবথেকে ভাল।'

'বুঝতে পারছি,' মাথা ঝাঁকাল পাখির গান। 'কিন্তু আরও কেউ নজর রাখলে হয়ত তোমার সুবিধাই হবে।'

ছেলেটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। 'কেউ আসছে,' বলল সে। 'তোমরা কেউ দেখতে চাও?'

বৃষ্টি কিছুটা কমেছে। দূরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফাঁকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে একজন নিঃসঙ্গ আরোহী ধীর গতিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ওদিকে তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে ব্যারন মুখ বাঁকাল। 'মনে হচ্ছে লোকের ভিড়ে এখানে টেকাই যাবে না,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'ওই লোকটাই যদি তোমার পিছনে লেগে থাকে, কোন ঝামেলা নেই,' বলল ছেলেটা। 'আমি এখান থেকেই ওই বড় রাইফেলটা দিয়ে ওকে ফেলে দিতে পারব।'

'ওকে আসতে দাও।' বিরক্তির সাথে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ব্যারন। 'ওর নাম ডিকি হেণ্ডারসন। তোমাদের দুজনের মত ওকেও আমি পিছু ছাড়াতে পারছি না।'

ব্রেজোস পাহাড়গুলোর কাছে যেখানে পাহাড় কেটে রেল রাস্তা বসানো

হয়েছে তারই কাছে একটা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি একটা টেলিগ্রাফ পোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দামী কাঠের তৈরি মজবুত সুন্দর গাড়িটার সামনে একটা বলিষ্ঠ ভাল জাতের ঘোড়া গাড়ি টানার জন্যে জুড়ে রাখা রয়েছে। ক্যানভাসের ঢাকনির নিচে গাড়িতে একজোড়া গ্লাভস পরা হাতে একটা কাগজ ধরা রয়েছে। ওতে পরিচ্ছন্নহাতে পেনসিলে লেখা হয়েছে এইমাত্র পাওয়া একটা টেলিগ্রাফ মেসেজ। ওতে লেখা রয়েছেঃ "B---WAIT FOR ESCORT---BUFFALO WELLS---BE CAREFUL---M."

ঘোষণাটা ওয়্যাক্সাহ্যাচি থেকে এসেছে। ওয়্যাক্সাহ্যাচির পশ্চিমে সবখানেই মেসেজটা পাঠানো হয়েছে। এবং পশ্চিমের প্রত্যেকটা পাবলিক নোটিশ বোর্ডে ওটা টাঙিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

একটা ফাঁদ? সম্ভবত। কিন্তু রেঞ্জাররা এখন ওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। মৃত চাইপিস্টকে নিশ্চয় এতক্ষণে খুঁজে পাওয়া গেছে। এখন ওরা জানে ওই মেয়েটার কাছ থেকেই সু মাতিন রেঞ্জার বেকারের সম্পর্কে জানতে পেরে ওকে খুন করেছে। ওরা এটাও জানে ব্যারনের কোন পথে কোথায় যাওয়ার কথা আছে সেই টাইপ করা কাগজটাও এখন সু মাতিনের হাতে। তাই হয়ত ওকে সাবধান করার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু বাফেলো ওয়েলস? ওটার কোন উল্লেখ ওতে ছিল না।

এসকোর্ট? সম্ভবত কোন রেঞ্জার। ওকে ওয়েকোতে ওদের হেডকোয়ার্টারে বা অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে প্ল্যান করে সু মাতিনকে ফাঁদে ফেলে ধরার চেষ্টা করবে···অবশ্য ওরা আগেও ওরকম একটা প্ল্যান করে থাকতে পারে।

কিন্তু ব্যারনকে এখন মোবীটি যেতেই হবে। মেয়েদের জীবন নাশের হুমকি দেয়ায় ওর সোজা মোবীটিতে না গিয়ে কোন উপায়

নেই। ওই মেসেজ পেয়ে সে কি মত পাল্টে বাফেলো ওয়েলসে যাবে, নাকি পশ্চিমেই এগোবে?

সিডনি ব্যারন যদি মোবীটি পৌঁছে হিগিন স্পেন্সারকে মেরেও ফেলে তাতে সু মাতিনের কিছুই আসে যায় না। অন্যান্য কাস্টমারদের মত স্পেন্সারও ব্যারনকে খুন করার জন্যে ওকে অগ্রিম টাকা দিয়েছে। ওর কপালে কি ঘটে তা নিয়ে মাতিনের মাথাব্যথা নেই। প্রধান বিবেচ্য বিষয়টা হচ্ছে পেশাগত নীতি। একটা কাজের জন্যে টাকা গ্রহণ করলে কাজটা শেষ করতেই হবে। নইলে তার গর্ব খর্ব হবে। পাঁচ বছরে যে সুনাম সে অর্জন করেছে—সু মাতিন কখনও বিফল হয়নি—সেটা ধুলোয় মিটিয়ে যাবে।

বর্তমানে কাজ শেষ করার কর্তব্য পালন করতে ব্যারনের পিছুপিছু মোবীটি পর্যন্ত ধাওয়া করে যাওয়ার ইচ্ছে ওর নেই। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে ওই অ্যাক্সিডেন্টটা না ঘটলে এত কিছুর কোন দরকারই হত না। ব্যারনের উদ্দেশে ছোঁড়া গুলি বোকা ঘোড়াটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে নিজেই ঠেকিয়ে মারা পড়ল। এতে তার পুরো প্ল্যানটাই পাল্টে মিছেমিছি অনেক সময় নষ্ট করতে হয়েছে। আর দেরি সহ্য করা যায় না।

এবার লোকটার লাক ফুরিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

বাফেলো ওয়েলস বেশি দূরে নয়। মাত্র কয়েক মাইল রেইল লাইনের পাশাপাশি রাস্তাটা ধরে এগোলেই বাফেলো ওয়েলস। কিন্তু রাস্তা ধরে না গিয়ে গোপনে ব্যাক ট্রেইল ধরে গেলে কয়েক মাইল বেশি। তবে তাতে দূরে একটা সুবিধা মত জায়গা খুঁজে নিয়ে আড়াল থেকে ওকে রাইফেলের পাল্লার মধ্যে পাওয়া সহজ হবে।

গ্লাভস পরা হাতগুলো গাড়ির সীটের তলা থেকে কালো চামড়ার খাপে ভরা বড় রাইফেল বের করে আড়াআড়িভাবে কোলের ওপর

রেখে খাপ থেকে ওটা বের করল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের আলো যেটুকু আসছে তাতেই ওটার ব্যারেলটা একটু ঠাণ্ডা ঝিলিক দিয়ে উঠল। বাঁটের অল্প দূরেই টেলিস্কোপিক সাইট বসানর ব্যবস্থা রয়েছে।

অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি— ·৪৫৩ ক্যালিবার—ম্যাগাজিন ফিট করার ব্যবস্থা থাকায় পরপর অনেকগুলো গুলি করার সুবিধা রয়েছে। একটা সাত কার্তুজের ম্যাগাজিন শেষ হলে ওটা বের করে আরেকটা ভরে নেয়া মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। ব্যস, আবার সাতটা গুলি ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হয়ে যাবে ওটা। অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি সব থেকে ভাল দূর পাল্লার রাইফেল।

রাইফেলটাকে আবার খাপে মুড়ে সীটের তলায় রেখে দিল সে। গ্লাভস পরা হাতের লাগামের চাপড় ঘোড়ার পিঠে পড়ল। বাফেলো ওয়েলসের দিকে ব্যাক ট্রেইল ধরে রওনা হল সু মাতিন।

বাফেলো ওয়েলসে পায়ের কাছে ঘোরাফেরা করা হলুদ বিড়ালটাকে উপেক্ষা করে ডিকি হেণ্ডারসনের দিকে তাকাল ব্যারন।

সু মাতিনের নামটা আমি কোথায় শুনেছি সেটাই বলতে ধরেছিলাম তুমি রওনা হওয়ার আগে,' কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বলল ডিকি। 'আমি যখন বেশ ছোট তখন কলোরাডোতে ওই নাম শুনেছি। কিন্তু যে সু মাতিন তোমার পিছনে লেগেছে সে একই মানুষ হতে পারে না। কারণ সে মারা গেছে। আমি শুনেছি বছর পাঁচেক আগে মেয়েটাকে একটা লোক পিটিয়েই হত্যা করেছিল লেডভিলে।'

নয়

না চাইলেও হার্ডিকে শেরিফের অফিসে ঢুকতেই হল। তার মন বলছে শার্লি কথাটা জানতে পারলে তার ওপর ভীষণ চটে যাবে। কিন্তু এই অবস্থায় সাহায্যের জন্যে আর কার কাছেই বা যাবে সে? কিন্তু দিনের পর দিন পার হয়ে যাচ্ছে শার্লির কোন খবর নেই। শহরে এসে কোর্টহাউসে ঢুকল সে।

'আমরা-আ-আমরা জানি না সে কোথায় আছে,' বিশাল লোকটা ডেপুটি চীফ স্টার্কিকে বলল। 'কয়েকদিন হল সে বেরিয়েছে। আমি শুনলাম একটা মেয়ে নাকি খুন হয়েছে। তাই যখন চীনা মেয়েটা আমাদের ওখানে খোঁজ নিতে এল তখন···আহ্···আমি ভাবলাম মিস শার্লির···মানে কেউ তার কোন ক্ষতি···'

স্টার্কি হাতের ইশারায় হার্ডিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে শেরিফকে ডাকার জন্যে হেনরিকে পাঠাল। যদি আরও একটা খুন হয়ে থাকে বা হবার সম্ভাবনা থাকে কোলম্যানের কানেই কথাটা প্রথমে যাওয়া দরকার। স্টার্কির মনে হয় জলি ম্যাকার্থি খুন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত শেরিফ এক ফোঁটা ঘুমোবার সুযোগ পায়নি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেরিফ এসে পৌছল। হার্ডিকে নিয়ে ওরা দুজনে শেরিফের কামরায় ঢুকল।

'বলো, প্রথম থেকে সব কথা বলো,' সোজাসুজি বলল কোলম্যান।

'শার্লিকে তো তুমি চেনো, শেরিফ,' বলল স্টার্কি। 'পুরানো ম্যাকিনটায়ারের বাড়িতে থাকে—জিঞ্জারব্রেড হিলের কটিলিয়ন ক্লাবের মালিক।'

'আমি জানি,' বলল শেরিফ। 'ওকে নিয়ে শহরে অনেক কানাঘুষাও আমার কানে এসেছে। কি হয়েছে তার?'

'হার্ডি তার কর্মচারী। মানে তার কাজ-কর্ম সব দেখাশোনা করে।'

'আমি তার হয়ে কটিলিয়ন ক্লাবটার দেখাশোনা করি। কেউ যেন তার ক্লাবের শান্তি নষ্ট না করে এটা দেখাই আমার কাজ। শার্লি ব্যানার গোলমাল পছন্দ করে না—সুন্দর পরিচ্ছন্ন ক্লাব চালায় সে।'

'হার্ডি বলছে মিস ব্যানারকে কয়েকদিন যাবত কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না,' ব্যাখ্যা করল স্টার্কি। 'তাই চিন্তিত হয়ে উঠেছে সে।'

'কতদিন হয় ওকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'ওহ,...চার দিন হবে।' হার্ডির মুখটা কঠিন চিন্তায় আরও এবড়োখেবড়ো দেখাচ্ছে। 'হয়ত পাঁচ দিনও হতে পারে। লিঙ ভাবছিল, মিস ব্যানার হয়ত ক্লাবে আছে, আর আমি ভেবেছি সে বাড়িতে আছে। আমরা কেউ বুঝতে পারিনি...লিঙ খোঁজ নিতে আসায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো...মানে...'

'লিঙ?'

'চীনা মেয়ে,' বলল স্টার্কি। 'মিস ব্যানারের বাসার কাজের মেয়ে। ম্যাকিনটায়ার বাড়িতে থাকে।'

'মিস ব্যানারের এভাবে একা বাইরে যাওয়াটা ঠিক না,' বলল হার্ডি। ওর চোখ দুটো যেন একটু ছলছল করে উঠল। 'আমি তাকে অনেকবার বলেছি। কেউ—মানে একা পেয়ে কেউ হয়ত...কিছু করতে পারে। কিন্তু সে বলে ভয়ের কিছু নেই নিজেই সে সব সামলাতে পারে। কিন্তু এবার আমার কেমন যেন মন ঘাবড়াচ্ছে। কিছু কথাও আমার

কানে এসেছে।

'কি কথা?'

'খুন খারাবির কথা। লোকে বলে কেউ এনিসের ডেপুটি মার্শাল খুন হয়েছে···তাছাড়া শুনলাম একটা মেয়েও নাকি···এই শহরেরই মেয়ে···তাকেও নাকি কে মেরে ফেলেছে।'

'ওটা অন্য মেয়ে, হার্ডি,' আশ্বাস দিল স্টার্কি। 'শার্লি ব্যানার নয়।'

'কিন্তু আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।' হার্ডি তার হাতে ধরা হ্যাটের কার্নিসে হাত বুলাচ্ছে। 'যেদিন ব্যারন মিস ব্যানারের সাথে দেখা করতে এল, সেদিন থেকেই আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল···কেন যেন মনে হচ্ছিল কেউ মারা পড়বে।'

কোলম্যান আর স্টার্কি আড়চোখে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'ব্যারন কি মিস ব্যানারকে চেনে?'

'হ্যাঁ, মিস ব্যানার বলেছিল অনেক দিন আগে ওদের লেডভিলে পরিচয় হয়েছিল। ব্যারনের হয়ত মনে নেই—সে কয়েকজনের সাথে আমাকেও বেদম পিটিয়েছিল। পিটানর পরে বলেছিল আমার প্রতি ওর ব্যক্তিগত কোন রোষ নেই, আমি খারাপ দলের সাথে ভিড়েই মারটা খেলাম। তার কিছুদিন পর ওই দল ছেড়ে আমি মিস ব্যানারের কাজে যোগ দিই।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ব্যারনের সাথে তোমার একটা বোঝাপড়া বাকি রয়ে গেছে—তাই?' প্রশ্ন করল কোলম্যান।

'না, স্যার। ওদের সাথে ব্যারন আমাকেও মেরে ফেলতে পারত। না মেরে সে আমাকে দয়াই করেছে—ওই লোকগুলো সত্যিই খারাপ ছিল। ওকে খুন করার চেষ্টা করেই ওরা মরেছে। ব্যারনের কোন দোষ ছিল না।'

'তুমি মিস ব্যানারকে শেষ কবে দেখেছ?'

'আমি? আ···যেদিন ব্যারন এল সেই দিন সকালের পরে আর দেখিনি। ব্যারন যাওয়ার পরপরই মিস ব্যানারও বেরোল। আমি নিজে তার গাড়িটা পিছন থেকে সামনের দরজায় এনে দিই। ওটায় আগে থেকেই ঘোড়া জুড়ে রাখা ছিল।'

'তাহলে ব্যারন যাওয়ার পরই সেও বেরিয়ে যায়, এবং তুমি তাকে আর এর পরে দেখোনি?'

'আজকাল আর সে···আ···কাটিলিয়ন ক্লাবে বড় একটা আসে না। আমি ধরে নিয়েছিলাম সে বাড়িতেই ফিরে গেছে।' একটু চিন্তা করে সে আবার বলল, 'ক্যাপ্টেন রিচার্ডের ফিউনারেল যেদিন ছিল, এটা সেইদিনের ঘটনা।'

স্টার্কির সাথে শেরিফের আবার দৃষ্টি বিনিময় হল। কোলম্যান মাথা ঝাঁকাল। স্টার্কি উঠে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল। একজন ডেপুটিকে সামনে দেখতে পেয়ে সে বলল, 'মিস শার্লি ব্যানারকে খোঁজার জন্যে কয়েকজন লোক লাগিয়ে দাও। শহরে আর জিঞ্জারব্রেড হিলে দুই জায়গাতেই খোঁজ নিতে হবে···খোঁজ নাও ইদানীং কেউ তাকে দেখেছে কিনা বা কোথায় গেছে বা যেতে পারে সব খবর নাও।'

'এখনই আমি সেসব ব্যবস্থা করছি, চীফ,' বলল সে। 'তুমি কি বাইরে কোথাও যাচ্ছ?'

'টেলিগ্রাফ অফিসে যাচ্ছি। কলোরাডোর লেডভিল থেকে আমাদের কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কেন, তোমার কিছু বলার আছে?'

'এইমাত্র ক্যাপ্টেন জারভিসের নামে ওয়েকোর হেডকোয়ার্টার থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে, কিন্তু আজ সকালেই সে পশ্চিমের ট্রেনে উঠে কোথায় যেন গেছে। আমি কি ওটা তাকে ফিরে এলে দেব, নাকি শেরিফকে দেব?'

'জানি না, ওতে কি লেখা আছে?'

কাঁধ উঁচাল ডেপুটি। 'ওতে ওরা জানিয়েছে প্যানহ্যাণ্ডেলে হিগিন স্পেন্সার নামে এক বড় র‍্যাঞ্চার মারা গেছে। হয়ত জারভিস ওর ওপর কিছু কাজ করছিল।'

'স্পেন্সার?' হাত বাড়াল স্টার্কি। ডেপুটি ভাঁজ করা হলুদ কাগজটা ওর হাতে তুলে দিল। ওতে লেখা আছে, "হিগিন স্পেন্সারকে মোবীটির উত্তরে তার ডাবল স্টার র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। স্বাভাবিক কারণেই স্ট্রোকে তার মৃত্যু ঘটেছে।"

পড়া শেষ হলে ওটা ডেপুটির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হার্ডির সাথে শেরিফের কথা শেষ হলেই শেরিফের হাতে ওটা পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল স্টার্কি।

নিজের কামরায় বসে শেরিফ ওই মুহূর্তে হার্ডিকে প্রশ্ন করছিল, 'সেদিন সকালে ওখানে আর কে কে ছিল? মানে ব্যারন যখন এসেছিল তখন?'

'বেশি কেউ ছিল না,' মনে করার চেষ্টা করল সে। 'সকালে বিশেষ কেউ থাকে না। আমি আর বাঁধুনী। মেয়েরাও ছিল—কিন্তু ওরা ছিল উপরের তলায়। আর ব্যারনের সাথে একটা হলুদ বিড়াল ছিল।'

'আর কেউ?'

'না, আমার···ওহ্, হ্যাঁ, মার্শাল জ্যাক বুলও ছিল। তবে ব্যারন ঢোকার পথেই সে বেরিয়ে গেছিল।'

শেরিফের গোঁফের ডান পাশটা একটু লাফিয়ে উঠল। ওর নিজস্ব গোপন তদন্তের লিস্টে জ্যাক বুলের নামটাও আছে।

পাদুকাহ্ ক্রসিঙে নেমে স্যুটকেসটা প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে রেখে আড়মোড়া ভেঙে লম্বা যাত্রার জড়তা কাটাবার সময়ে স্টেশনে উপস্থিত

লোকগুলোকে বুল এক নজরে দেখে নিল। কিছু পরিচিত এবং অপরিচিত চেহারা দেখতে পেল। এই সমস্ত জায়গা অনবরত বদলাচ্ছে। একই জায়গা, কিন্তু প্রতিবারই যখন আসে ওর চোখে একই রকম মনে হয় না। একটা নগণ্য জায়গা, এখানে বৃষ্টি খুব কমই হয়। তবে বেশ বাতাস বয়। পাহাড়ের গায়ে ঝোপগুলো আর ঘাসের ওপর ধুলো জমে ধূসর দেখায়। চারপাশের জমি শুকনো আর নিরানন্দ—নিঃসঙ্গ। মলিন চেহারার পাহাড়গুলো উত্তর দিকে উঁচু হয়ে আবার উঁচু সমতল ভূমি হয়ে এগিয়ে গেছে। দক্ষিণ দিকটা নিচু হয়ে গিয়ে ছোট-ছোট ঝোপের সংখ্যা কমতে কমতে মরু অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবারই যখন আসে, ক্লান্ত-বিষণ্ন চেহারার এলাকাটা তাকেও ক্লান্ত করে তোলে। বিশেষ করে চ্যাপ্টা নিচু পাকা দালানটার দিকে যখন তার চোখ পড়ে। ওখানে এখনও ক্যাটলমেনস ব্যাঙ্কটা রয়েছে। ওই দালানটাকে ঘিরে একটা তিক্ত স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার মনে। এই তিক্ততাটা বাতাসে ওড়া ধুলোয় ওই দালানের গায়ে ক্ষয়ে যাওয়া বুলেটের অস্পষ্ট গর্তগুলোর মতই পুরানো। অনেক দিন আগের ক্ষত ওগুলো। ক্ষয়ে দাগগুলো প্রায় মিলিয়ে এলেও, স্মৃতিগুলো আর হারানর ব্যথা এখনও ওর মনে রয়ে গেছে।

তার দেহে শিরদাঁড়ার কাছে গাঁথা পুরানো বুলেটটার মত, যেটা এত বছর পরেও ওখানে বসে সর্বক্ষণ একটা ভোঁতা ব্যথা দিয়ে নিজের উপস্থিতির কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, ঠিক তেমনি।

রাস্তা ধরে একটু এগোলেই একটা ছোট দালান। ওটা এক সময়ে মার্শালের অফিস ছিল—এখন ওটা একটা ফীড্ স্টোর। কিন্তু ওটার দেয়ালের আস্তরে প্রতিটি চিড়…কাঠের মেঝেতে কোন তক্তার ওপর পা ফেললে ককিয়ে ওঠে সবই তার জানা।

রাস্তার শেষ মাথার ছোট বাড়িটাও তার চেনা। এখান থেকে দেখা

যাচ্ছে না—ভালই হয়েছে—দেখলে পুরানো স্মৃতি নতুন করে চাড়া দিয়ে উঠবে। তখন সে এখানকার টাউন মার্শাল। ওরই বাড়ি ছিল ওটা। ট্রিশাকে বিয়ে করে ওখানে ছোট্ট সংসার পাতার স্বপ্ন ছিল ওদের মনে।

দক্ষিণের এক ছন্নছাড়া ভবঘুরে এল শহরে। হয়ত পালাবার পথেই একদিনের জন্যে এখানে থেমেছিল। লোকটার হয়ত খারাপ কোন মতলব ছিল না—হয়ত কারও ক্ষতি করতে সে চায়নি—তার যে কি উদ্দেশ্য ছিল সেটা কেউ কখনও জানবে না। কিন্তু যারা ওর পিছনে ধাওয়া করে ওকে অনুসরণ করছিল তাদের মতলব যে খারাপ ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

পুরানো স্মৃতিগুলো অ্যাসিডের মতই মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ব্যাঙ্ক বিল্ডিঙটার দিকে তাকাল সে। ঠিক ওটার সামনেই লোকটার শত্রুরা ওকে দেখতে পেয়ে গুলি ছোঁড়া শুরু করল।

সেদিনের অলস দুপুরে রাস্তার ওপর মানুষ মরল। সেদিনের স্মৃতি কোনদিন সে ভুলতে পারবে না।

একাই লোকটা ওদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়েছিল। সহজে মরেনি ও। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে অনেক গুলি খেয়ে পড়ার মুহূর্তেও ওর পিস্তলের গুলিগুলো প্রত্যেকটা সে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে যারা লড়ছিল তারা এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ল।

জ্যাক বুল এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে…এদিক সেদিক গরম সিসার গুলি উড়ছে। শত্রুদের কয়েকজন হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে…সংখ্যায় ওরা অনেক…যারা বেঁচে আছে তারা গুলি ছুঁড়েই চলেছে।

একটা গুলি আমার গায়ে বেঁধার আগে একটা গুলিও ছুঁড়িনি, তিক্ততার সাথে ভাবল জ্যাক। হয়ত তা করলে…

দ্বিতীয় গুলি খেয়ে পড়ে গেছিল সে। মনে পড়ল মার্শালের

অফিসের সামনে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে যারা তখনও বেঁচে ছিল তাদের ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবার শব্দ সে শুনতে পেল। চিৎকার আর আর্তনাদের শব্দে কি ঘটেছে দেখার জন্যে কোনমতে একটু উঁচু হয়ে চারপাশে তাকাল।

অনেক লোক পড়ে রয়েছে রাস্তায়। এই ঘটনার সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু ভবঘুরে লোকটার এখানে উপস্থিতির কারণেই ঘটনার ফল ওদের ভোগ করতে হল।

এবং ওইসব লাশের ভিতর নীল জামা পরা একটা মেয়েকেও দেখতে পেল সে। পাশেই পড়ে আছে পিকনিক বাস্কেটটা। দুপুরে দুজনে একসাথে লাঞ্চ করার কথা ছিল। পিকনিক বাস্কেটে দুজনের লাঞ্চ নিয়ে তারই কাছে আসছিল ট্রিশা।

কাছেই কার যেন গলার স্বর শুনে সংবিৎ ফিরে পেল বুল। এক মুহূর্ত বোকার মত সামনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে চেয়ে থাকল সে। লোকটা বয়সে তার চেয়ে বড়। লোকটা হাসল—এবার জ্যাক ওকে চিনতে পেরে নড় করল।

'হ্যালো, মিক্,' বলল সে। 'একটু স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম। বিশেষ কিছু বদলায়নি, তাই না?'

'এখানে কিছুই বদলায় না,' বলল মিক্। 'বেশ অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম, জ্যাক।'

'ব্যস্ত ছিলাম।' স্যুটকেসটা তুলে নিল জ্যাক। 'তোমার বৌ-ছেলে-মেয়ে সব ভাল তো?'

'মোটামুটি চলে যাচ্ছে,' জবাব দিল মিক। 'আর্বার একটু ঘুরে দেখতে এসেছ?'

'রাতটা কাটিয়ে কালকের ট্রেনেই আবার ফিরে যাব।' ডিপোর পিছনে দোতলা হোটেলের দিকে রওনা হয়েই ছায়ায় দাঁড়ানো একটা

লোককে তীক্ষ্ণ চোখে ট্রেনের ওপর নজর রাখতে দেখে থামল। বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। জামা-কাপড় দেখেই বোঝা যায় লোকটা নবাগত—স্থানীয় কেউ নয়। কেন যেন লোকটাকে পরিচিত মনে হল ওর।

'লোকটা কে?' মিককে প্রশ্ন করল সে।

'ওর কথা বলছ? লোকটা দুদিন হল এখানে এসেছে। রাস্তা আর ট্রেনগুলোর ওপর নজর রাখে। অদ্ভুত ধরনের লোক। গলার স্বর একটু ফ্যাঁসফ্যাঁসে কিন্তু হাত দুটো এত নরম যে কোনদিন খেটে খেয়েছে বলে মনে হয় না। লোকে বলে ও নাকি একজন গান-ফাইটার। কিন্তু কারও সাথে কথা বলে না। মনে হয় কারও জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'বাজে কথা ছাড়ো, মিক। আমি জানি এখানকার সব খবরই তোমার কানে আসে। লোকটার নামটা কি?'

'সিমন্‌স্। গ্রে সিমন্‌স্। অন্তত হোটেল রেজিস্টারে তাই লেখা আছে।'

ভুরু কুঁচকাল বুল। নামটা কোথায় শুনেছে মনে করার চেষ্টা করছে সে। চেহারাটাও কোথায় যেন দেখেছে···কিন্তু মনে করতে পারছে না।

আবার হোটেলের পথ ধরল বুল। মিকও ওর পাশেপাশে এগোল। চলতে চলতে সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কখনও এখানে ফিরে আসার কথা ভেবে দেখেছ? মানে এখানে থাকার জন্যে? এখানে অনেকেই তাতে খুশি হবে।'

নীরবেই এগিয়ে চলল জ্যাক। জবাব দিল না।

কাঁধ উঁচাল মিক। 'থাক, বলতে হবে না। আমি বুঝি কেন তুমি এখানে থাকতে চাও না—কিন্তু তবু বারবার ফিরেও আসো।'

'আমি একটা কারণেই এখানে আসি, মিক। একটাই কারণ।' গলার স্বরটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল জ্যাক। গলাটা বুজে আসতে

চাইছে। 'আমি এখানে ট্রিশার কবরের পাশে কিছুটা সময় কাটা আসি।'

হোটেলের দরজার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। 'সিমন্‌স্?'

'গ্রে সিমনস্,' মাথা ঝাঁকাল মিক। 'ওকে চেনো তুমি?'

'ওর কথা শুনেছি। একজন ওস্তাদ গানফাইটার। কেউ কেউ বলে জেস ম্যাকয়ের পরে সে-ই নাকি ফাস্ট ড্রতে বর্তমানে সবার সেরা।' ডিপোর দিকে ফিরে তাকাল জ্যাক। 'ও এখানে কেন এসেছে, মিক?'

'তা আমি কিভাবে জানব, জ্যাক?'

'মিক!' শাসাল বুল।

আবার কাঁধ উঁচাল লোকটা। 'সে ডিপোর এজেন্টকে ব্যারন নামে একটা লোকের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ব্যস, এইটুকুই আমি জানি।'

ব্যারন! আবার সেই পুরানো স্মৃতিগুলো নতুন করে মনে পড়ছে তার। সেই দিনের ঘটনায় সব হারানর ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠল।

সিডনি ব্যারন। একজন ভবঘুরে লোক—যার অনেক শত্রু। আগেকার সেই লোক নয়, কিন্তু পরিস্থিতিটা একই রকম। আগের মতই দুই পক্ষ লড়বে যাদের পিস্তল ড্র এতই ফাস্ট যে চোখে দেখা যায় না। হয়ত সেই আগের জায়গাতেই লড়াই চলবে। নির্দোষ মানুষের লাশ ছিটিয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়।

'বিল্ ক্রফ্‌ট্ কি এখনও এখানকার টাউন মার্শাল?' প্রশ্ন করল বুল।

'সে-ই আছে, কিন্তু দু'এক সপ্তাহের জন্যে সে বাইরেই থাকবে মনে হয়। কেন?'

'ওর জায়গায় আর কেউ নেই?'

'বর্তমানে কাউকেই সে ভার দিয়ে যায়নি। এখানে তেমন কিছুই ঘটে না, জ্যাক।'

রাস্তা ধরে উদাস চোখে দূরের দিকে তাকাল জ্যাক। 'অতীতে একটা সময় গেছে,' বিড়বিড় করে বলল জ্যাক, 'তখন অনেক কিছু ঘটেছিল।'

অনেক পুবে, বাফেলো ওয়েলসে সিডনি ব্যারন নিচের দিকে চেয়ে দেখল হলুদ বিড়ালটা তার বুটের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে। অস্ফুট স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে কি যেন বলল সে।

ভ্রূকুটি করে ওর দিকে ফিরে তাকাল ডিকি। 'তোমার যদি বিড়ালটাকে এতই অপছন্দ হয়, তাহলে আমিই ওকে সাথে করে নিয়ে যাব,' একটু রাগের সাথেই বলল সে। 'আমার বিশ্বাস বিড়ালটা গুড লাক। আমি ওর নাম রেখেছি "লাক"।'

'তোমার সাথেই ওকে নিয়ে যাও,' জবাব দিল ব্যারন। 'বিড়ালের আমার দরকার নেই—বিড়াল আমি চাই না—আমার কোন বিড়াল নেই। তুমি যা খুশি করো, কিন্তু ওই ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ো। আমি তোমাকে বলেছি, সু মাতিন জানে আমি এখানে আছি। যে কোন সময়ে সে দেখা দিতে পারে।'

'তোমার সাথে মানিয়ে চলাটা সত্যিই খুব দুষ্কর ব্যাপার,' বলে আপত্তি জানিয়ে কাঁধ উঁচিয়ে একটা অপারগ ভঙ্গি করে ঘোড়ার কাছে ফিরল সে। 'ওই ইণ্ডিয়ান লোক দুজনও তোমার পাশে থেকে তোমাকে সাহায্য করত। আমিও হয়ত করতাম, যদি জানতাম তুমি এর জন্যে কোনদিন আমাকে একটা ধন্যবাদ জানাবে। কিন্তু না। তোমার একাই ওর মোকাবিলা করা চাই। আমার মনে হয় এটা তোমার নিছক হ্যাঁকড়ামি। কিন্তু কি করা যাবে? তোমার স্বভাবই এমন।'

'লোকটা যে সে কেউ নয়, স্বয়ং সু মাতিন,' মাথা নাড়তে নাড়তে

একটু বিরক্তির সাথেই বলল ব্যারন। তরুণ ছেলেটা কিছুতেই বুঝবে না যে এমন বিপদও থাকতে পারে যা সে কখনও কল্পনাই করতে পারবে না।

'সু মাতিন,' ব্যঙ্গ করে বলল ডিকি। 'এক বন্দুকবাজ মরা বেশ্যার নাম ব্যবহার করছে। আমি তোমার মত উন্নত মানের পিস্তলবাজ না হলেও একেবারে ফেলনা নই—নিজেকে সামলে চলার মত ক্ষমতা আমার আছে।'

ব্যারন অন্যদিকে মুখ ফেরাল। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। তরুণ রক্ত বইছে ওর দেহে—ব্যারন কি বলতে চাইছে সেটা উপলব্ধি করার মত অভিজ্ঞতা ওর নেই। ডিকি জানে না এখানে থাকলে সে যে কখন মারা পড়ল না বুঝেই মরবে। যাহোক, পাখির গান তর্ক করেনি। নিজের ঘোড়া নিয়ে সে কোন প্রতিবাদ না করেই চলে গেছে। আর ছেলেটা যে কাউকে কিছু না বলে কখন চলে গেছে তা কেউ জানেও না। এটাই ওর স্বভাব। যদি সু মাতিন আসে…মানে যখন সু মাতিন দেখা দেবে…ব্যারনের মন বলছে খুনীটা কাছেই কোথাও আছে…আশেপাশে কেউ থাকলে তারা বেঘোরে প্রাণ হারাবে।

তার নিজের কপালেও হয়ত তাই ঘটবে, তবে মরতে হলে সে একটা ভাল ফাইট না দিয়ে সহজে মরবে না।

গুদামের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ডিকি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে পেটি এঁটে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। রুষ্ট চোখে ব্যারনের দিকে একবার তাকাল সে। ব্যারন যে ওকে উপযুক্ত পুরুষ বলে প্রমাণ করার সুযোগ দিল না, এজন্যে যে ব্যারনকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না—সেটা ওর চাহনি দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল।

অবুঝ ছেলে, ভাবল সিডনি। এখান থেকে জলদি সরে পড়ো, তাহলে অনেকদিন বাঁচতে পারবে। এখানে থাকলে সুবিধার চেয়ে

আমার অসুবিধাই বেশি হবে। 'যাও,' তাড়া দিল সে। 'এখান থেকে সরে পড়ো।'

ডিকি নিচের দিকে চেয়ে ঝুঁকে বিড়ালটাকে ডাকল। 'চলে এসো, লাক। যেখানে আমাদের কোন সমাদর নেই সেখানে আমরা থাকব না।'

বিড়ালটা একটু ইতস্তত করল, তারপর লাফিয়ে ঘোড়ার জিনের পিছনে উঠে বসল। অপরিচিত শব্দে ঘোড়াটা ঘাড় কাত করে আড়চোখে পিছনদিকে তাকাল। শক্ত হাতে লাগাম ধরে ঘোড়াকে স্থির রাখল ডিকি।

ইচ্ছে করেই পিছন ফিরে ব্যারনের দিকে তাকাল না। টুপিটা টেনে কাত করে নিচে নামিয়ে লাগামে ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়াটাকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিল যুবক। ছাপরার আড়াল থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে এগোল সে। 'অপেক্ষা করো, লাক,' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়ালটাকে সান্ত্বনা দিল যুবক, 'আমরা এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে সমাদর…'

একটু অস্বস্তি বোধ করেই ব্যারন ছাপরার কোনায় এসে দাঁড়াল। বাতাসে কিসের যেন একটা আভাস পাচ্ছে সে।

আধ মাইল দূরে মেসার তলায় খাঁড়ির পাশে কিছু গাছপালা জন্মে ক্রীকটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। দুটো কবুতর হঠাৎ বাসা ছেড়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ল। পিছনের পাহাড়ের গায়ে দুটো বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে।

'ডিকি!' চিৎকার করে উঠল ব্যারন। 'মাটিতে শুয়ে পড়ো!'

অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকাল সে…পর মুহূর্তেই জিন থেকে ছিটকে নিচে পড়ল। যেন কেউ ওকে প্রচণ্ড ঘুসি মেরে ফেলে দিল। ওখানেই পড়ে রইল ডিকি একটুও নড়ছে না। উজ্জ্বল লাল রক্ত বেরিয়ে ওর পাশের মাটি রাঙিয়ে তুলল। ঘোড়াটা অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে

রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে পালাল। বিড়ালটা ওর পিঠ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আড়াল খুঁজে লুকিয়ে পড়ল।

দূর থেকে বাতাসে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। দূর পাল্লার রাইফেলের ভারি আওয়াজ। ছাপরার আড়ালে পিসমেকার হাতে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারন। বুঝতে পারছে তার হাতে ধরা কোল্ট পিসমেকারটা এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অকেজো। 'এক হাজার গজ,' আন্দাজ করে বলল সে. নিজের মনেই। 'একটাই অব্যর্থ শট···কি ধরনের রাইফেল ওটা?'

ডিকি হেণ্ডারসন মাত্র বারো গজ দূরে পড়ে আছে, কিন্তু ওর জন্যে এখন আর তার কিছুই করার নেই। রাগে ওর চোখ জ্বলছে। পিস্তলবাজির ব্যবসা ছেড়ে ছেলেটা যখন সৎ পথে চলার জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছিল, পিস্তলবাজির চরম মূল্য তাকে ঠিক সেই মুহূর্তেই দিতে হল। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। সে পথ বদলে ভাল পথে চলার আর সুযোগ পেল না। ডিকি হেণ্ডারসন এখন মৃত। অকালেই তাকে বিদায় নিতে হল।

আধমাইলেরও কিছুটা দূর থেকে অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেলের উপরে বসানো টেলিস্কোপটার ভিতর দিয়ে ভাল করে দেখে মুখ বাঁকাল সু মাতিন। দূর থেকে এক ঝলক দেখে যাকে সিডনি ব্যারন মনে করেছিল—এবং হলুদ বিড়ালটাও যার পিছনে বসা ছিল—সেই মরা লোকটা আসলে ব্যারন নয়। বিড়ালটাকে দেখেই ভুলটা করেছে সে। আবার গুলি করার জন্যে তেপায়ার ওপর বসানো রাইফেলটা নিয়ে তৈরি হল সে। ব্যারন ওখানেই আছে, একসময়ে দেখা দিতেই হবে ওকে। একটা সুবিধামত শট—ব্যস সব শেষ। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে ওর পিছনে—টাকা যা পেয়েছে সেই তুলনায় অনেক বেশি খাটতে হয়েছে ওকে। আজই কাজটা শেষ করতে হবে।

ছাপরাটার ধারে একটা মুখ মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই সরে গেল। বুলেট পৌঁছতে পুরো এক সেকেণ্ড সময় লাগবে। খুব দ্রুত সরে যাওয়ায় গুলি ছোঁড়ার সময় পেল না সু মাতিন। কিন্তু টেলিস্কোপিক সাইটে ওর মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল। হ্যাটের কার্নিসের ছায়ায় ওর কালো চোখ দুটো দেখা গেল না বটে, কিন্তু চৌকো চিবুক আর ছোট করে ছাঁটা গোঁফ···ওটা সিডনি ব্যারন এতে কোন সন্দেহ নেই। রইফেলটা ওদিকে তাক করে অপেক্ষায় রইল সে।

অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেলের বুলেট এক হাজার গজ পৌঁছতে এক সেকেণ্ড সময় নেবে। এক সেকেণ্ডের জন্যে সিডনি ব্যারনকে খোলা জায়গায় দেখতে চায় মাতিন।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পুবের নিচু জমি পেরিয়ে একটা ট্রেনের ডাক বহুদূর থেকে বাতাসে ভেসে এল।

দশ

ছাপরাটার পিছনে চুপ করে নিচু হয়ে বসে আছে ব্যারন। সে জানে যতক্ষণ অদৃশ্য থাকছে ততক্ষণই কেবল সে নিরাপদ। ছাপরার সরু বোর্ডের দেয়াল ভারি রাইফেলের গুলির গতি কমাতে পারবে না।

একবার সে ঝুঁকি নিয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল লোকটা কোথায় আছে বোঝা যায় কিনা। কোন নড়াচড়া বা একটা ঝিলিক···কিন্তু সে জানত ওসব কিছুই দেখা যাবে না। এক ঝলক

দেখেই সরে এসেছিল—কারণ বলা যায় না ওই মুহূর্তে হয়ত একটা বুলেট ওর দিকেই ছুটে আসার মাঝপথে রয়েছে, কিছুই বলা যায় না। সু মাতিন যে-ই হোক না কেন সে পুরোপুরি পেশাদার। বেশিক্ষণের জন্যে উঁকি দিয়ে ওদিকে চেয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কিন্তু কিছুই ঘটল না। মাতিন ভাল করেই জানে ওখান থেকে পালাবার ওর কোন রাস্তা নেই। পেশাদার লোক আন্দাজে গুলি ছুঁড়ে গুলি নষ্ট করবে না।

কিন্তু এখন কি করবে সে? ভাল সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকবে? ওই রাইফেলের গুলি কোন বাধাই মানবে না—মিসও করবে না। কিন্তু ওটা কি ধরনের রাইফেল? আবার ভাবল ব্যারন। দুবার ওই শব্দটা শুনেছে—মনের কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট স্মৃতি রয়েছে—ঠিক মনে পড়ছে না। শব্দটা পরিচিত। ইণ্ডিয়ান ছেলেটার রাইফেলের মত ভারি জোরালো নয়। অনেকটা চাবুকের তীক্ষ্ণ আওয়াজের মত।

ক্যানসাসের প্রাক্তন আউটল 'ল অফিসারের' রাইফেলের মত। এবার মনে পড়ল লোকটার নাম। স্ট্রুডিভ্যান্ট। স্ট্রুডিভ্যান্ট ছিল কাজের লোক। আইনবিহীন এলাকায় আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আউটল জেনেও জাজ তাকে নিয়োগ করেছিল।

স্ট্রুডিভ্যান্টের একটা অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেল ছিল। ওর হাতেই দ্বিতীয়বার সে ওই রাইফেল দেখেছে। ঠিক চাবুক ফোটার মত শব্দ।

কিন্তু এমন নিখুঁত শূটিঙ এত দূর থেকে? আধমাইলেরও বেশি। স্ট্রুডিভ্যান্টের হাত ভাল ছিল, কিন্তু এত ভাল নয়।

টেলিস্কপিক সাইট? ভাবল সে। মাতিন তাই ব্যবহার করছে। কিন্তু টেলিস্কপিক সাইট ব্যবহার করে এত দূরে জায়গামত গুলি লাগানো খালি হাতে অসম্ভব। নিশ্চয় শূটিঙ স্ট্যাণ্ড বা ট্রাইপড ব্যবহার করছে

মাতিন।

খালি হাতে ধরা রাইফেলের মত এত সহজে ওটার দিক বদলানো সম্ভব নয়।

ঝুঁকি নেয়ার সময় এসেছে। দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা খাপে ভরল সে। তারপর দু'আঙুলে অন্য হাতের কব্জিতে হার্টবিট গুনে এক সেকেণ্ড কতটা সময় সঠিক ভাবে আঁচ করে নিল। এবার ছাপরার আড়াল থেকে বেরিয়ে ঢালের উপরের ঝোপগুলোর দিকে চেয়ে দেখল আবার। এক-দুই-তিন! দ্রুত গুনেই ঝপ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। রাগী ভোমরার মত শব্দ তুলে একটা বুলেট ওর ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকলে ওর বুক ফুটো হয়ে যেত ওই গুলিতে। একটু পরেই গুলির তীক্ষ্ণ শব্দটা শোনা গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে আবার ছাপরার আড়ালে এসে পড়ল ব্যারন। তার ধারণাই ঠিক—তেপায়া ব্যবহার করছে লোকটা। এবারে পঞ্চাশ গজ দূরে ডিপো বিল্ডিঙের দিকে ছুটল ব্যারন।

আরেকটা বুলেট তার পাশ দিয়ে বাতাস কেটে শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। বুঝল এবার স্ট্যাণ্ড ছেড়ে রাইফেলটা হাতে তুলে নেওয়া হয়েছে। বুলেটটা আগের মতই মারাত্মক হলেও সঠিক তাক করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

দালানের আড়ালে পৌঁছেই আবার বেরিয়ে এসে ঝোপগুলোর দিকে তাকাল ব্যারন। মুহূর্তে কোন ঝোপটার থেকে একটু ধোঁয়া উঠেছে দেখে নিয়েই আবার চট করে আড়ালে সরে গেল। একটা শক্তিশালী বুলেট ওর পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে ছোট একটা পাথর চৌচির করে দিল।

পরেরবারও গুলিটা পার হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই শব্দ এসে পৌঁছল। কিন্তু এবার দুটো শব্দ শোনা গেল। শার্পস .৫০-এর শব্দটা অ্যালেকজাণ্ডার হেনরির আওয়াজকে ছাপিয়ে গর্জে উঠেছে।

আবার বেরিয়ে একটু ডান দিকে মেসার ধারটার দিকে তাকাল সিডনি। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। মেসার কিনারে সেই নামবিহীন ছেলেটা দাঁড়িয়ে আবার গুলি ছোঁড়ার জন্যে রাইফেল তুলে প্রস্তুত হচ্ছে। মাতিনের ঝোপটার থেকে ছেলেটার দূরত্ব কিছু কম হলেও অন্তত পাঁচশো গজ হবে। মেসার ওপর থেকে নিচের দিকে গুলি ছুঁড়েছে সে।

'লুকিয়ে পড়ো, বাছা!' দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বলল ব্যারন। 'ওর সাথে লাগতে যেয়ো না!'

আবার শার্পস থেকে গুলি ছুঁড়ল ছেলেটা। অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি তার জবাব দিল ঝোপের ভিতর থেকে। ঘুরে পড়ে গেল ছেলেটা। ওর রাইফেলটা হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। পড়ে যাওয়ায় ওকে আর দেখতে পাচ্ছে না সিডনি। দ্বিতীয় বুলেটটা মেসার ওপর একটা পাথরে বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলে অন্যদিকে চলে গেল। হলুদ বিড়ালটা হঠাৎ ছুটে খোলা জায়গাটা পার হয়ে ডিপোর বারান্দার তলায় আশ্রয় নিল। বিড়ালটা রাগে গজরাচ্ছে, ডিপোর আড়াল থেকে শুনতে পাচ্ছে ব্যারন। নিচু হয়ে বিড়ালটার দিকে তাকাল সে—ওর ওত পেতে বসার ভঙ্গিটা কেন যেন জিঞ্জার ব্রেড হিলে যখন শার্লি ওকে আদর করেছিল সেই সময়ের কথাই মনে করিয়ে দিল।

হঠাৎ ব্যারন বুঝল, রাগে নয়, ভয় পেয়েই বিড়ালটা অমন করছে।

দূর থেকে পুবের ট্রেইনের হুইস্‌ল্ শোনা গেল। ব্যারনের ধারণা হল ক্যাপারটার সম্ভবত কোন চূড়ান্ত মীমাংসা এখন আর হবে না। যতক্ষণ আড়ালে রয়েছে ততক্ষণ সে নিরাপদ। ওখানে সু মাতিনের একটা নিশ্চিত শটের সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই। ট্রেইন চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে কি অপেক্ষা করবে? নাকি নিচে আরও কাছে নেমে এসে কাজটা শেষ করতে চাইবে?

ব্যারনের পিসমেকারের রেঞ্জের ভিতরে আসার ঝুঁকি কি সে নেবে?

বড় কোল্টটা মূলত একশো গজ পর্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু যোগ্য লোকের হাতে এর দ্বিগুণ ওটার রেঞ্জ। সামান্য মুখ বের করে ওই ঝোপ আর ডিপোর মাঝের এলাকার জমিটা দেখে বুঝল ওখান থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে অনেক দূর পর্যন্ত মাতিনের পক্ষে এগিয়ে আসা সম্ভব। পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে থেকেও খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে সে ব্যারনকে খুঁজে বের করে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। তিন, চার বা পাঁচশো গজ দূরে পিসমেকারের রেঞ্জের বাইরে থেকে চক্কর দিয়ে ঘুরে ইচ্ছা করলে সে ব্যারনকে খুঁজে বের করে খুন করতে পারবে। ওভাবে পুরো স্টেশন এলাকাটা চক্কর দিলে নিশ্চয় সুবিধামত একটা জায়গা এক সময়ে ওর মিলবেই—যদি একটা সময় সে পায়। ট্রেন পৌঁছতে এখনও বেশ কিছু সময় লাগবে। ব্যারনের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল বিড়ালটা। একদৃষ্টে সে ওই ঝোপটার দিকে চেয়ে আছে। এবার হুইসেলের ডাক শোনা গেল। ওটার দূরত্ব আন্দাজ করে সে বুঝল এখনও মাতিনের হাতে সময় আছে। ইচ্ছা করলে এখনও মাতিন একটু ঝুঁকি নিলে ওকে খুঁজে বের করতে পারবে।

বিড়ালটা বারান্দার তলা থেকে বেরিয়ে সিডনির কাছাকাছি এসে পায়ের কাছে ওত পেতে বসল। কান দুটো মাথার সাথে সেঁটে আছে। গোঁফসহ উপরের ঠোঁটটা কুঁকড়ে উপরে উঠে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

'তুমি জানো ওখানে কে আছে?' বিড়বিড় করল সিডনি। আসলে ওর নিজের মনেই একটা অস্পষ্ট ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

আবার ট্রেনের ডাক শোনা গেল। ওটার দূরত্ব অনুমান করে বুঝল এখনও সু মাতিনের হাতে অনেক সময় আছে। ওখান থেকে নেমে এসে তাকে মেরে ট্রেন এসে পৌঁছার আগেই গা ঢাকা দেয়ার যথেষ্ট সময় সে পাবে।

একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। সিডনি চমকে মাথা তুলল। শার্পস .৫০-এর আওয়াজ! ছেলেটা তাহলে মরেনি। বেঁচে আছে এবং গুলিও ছুঁড়ছে!

'মাথাটা সাবধানে আড়ালে রেখো, বাছা,' আপন মনেই বলল সিডনি। 'খেলাটা হয়ত এখনও শেষ হয়নি।'

তিরিশ গজ দূরে গুদাম ঘর। ওখানে ওর ঘোড়ার পিঠে রয়েছে ডাবল স্টারের মৃত গানম্যানের থেকে সংগ্রহ করা উইনচেস্টারটা। রাইফেলটা বড় বোরের নয়, কিংবা বেশি দূর-পাল্লারও নয়, কিন্তু পিস্তলের থেকে ওটার রেঞ্জ অনেক বেশি। সে যদি ওই রাইফেলটা হাতে পায়…

মেসার ওপর থেকে শার্পস রাইফেলটা আবার গর্জে উঠল। জবাবে চাবুক ফোটার আওয়াজ এল অ্যালেকজাণ্ডার হেনরির থেকে। লাফিয়ে ডিপোর আড়াল থেকে বেরিয়ে সিডনি গুদামের দিকে ছুটল। দূর থেকে শার্পসের আওয়াজ শোনা গেল আবার। কিন্তু কোন বুলেট ওর দিকে এল না। গুদামে ঢুকে রাইফেলটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল সে। বেরোবার আগেই লিভার টেনে গুলি ছোঁড়ার জন্যে রাইফেলটাকে তৈরি করে নিয়েছে।

ক্যালিবার ৪৪—৪০, খুব শক্তিশালী কিছু নয়। অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি বা ইণ্ডিয়ান ছেলেটার শার্পসেরও সমকক্ষ নয়—কিন্তু রাইফেল তো বটে? গুদামের কোনা থেকে মাথা বের করে প্রায় অসম্ভব দূরত্বে ওই ঝোপটার দিকে তাক করে রাইফেলের মাথাটা প্রায় এক ফুট উঁচু করে ট্রিগার টিপে দিল ব্যারন। লক্ষ্য ভেদ করার আশা নিয়ে গুলি করেনি সে। কিন্তু সু মাতিনকে এখন দ্বিতীয়বার বিবেচনা করে দেখতে হবে। হাজার গজ দূর থেকে উইনচেস্টার মারাত্মক না হতে পারে, কিন্তু ব্যারন ওর তিনশো গজের মধ্যে পৌঁছতে পারলে বিপদের সমূহ

সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া দুদিকে একসাথে তাল রাখাও কঠিন ব্যাপার।

'আগে বেড়ে এদিকে আসার কথা ভুলে যাও, মাতিন,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। আমিই তোমার কাছে আসছি।' ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে ওই বুনো ছেলেটা ওই জায়গায় রয়েছে। ও ওখানে থাকায় মাতিনের প্ল্যানটাই মাটি হয়ে গেছে।

সু মাতিন ফাইটার নয়। লোকটা গুপ্তঘাতক—সামনা-সামনি যুদ্ধে অভ্যস্ত নয় আন্দাজ করছে সিডনি। প্রত্যেকটা খুনই সে গোপনে তার শিকারকে কোন রকম সুযোগ না দিয়ে অতর্কিতে হত্যা করেছে।

অ্যালেকজাণ্ডার হেনরির থেকে মিনিটখানেকেরও বেশি হয়ে গেল কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। ছেলেটার শার্পসের শেষ গুলিটার পর আর সু মাতিন তার জবাব দেয়নি। আবার গুলি ছুঁড়ল ব্যারন। .৪৪ গুলিটা ওর গায়ে না বিঁধলেও অন্তত ধারে কাছে কোথাও পড়বে। ছুটে গুদামের উল্টো পাশ দিয়ে বেরিয়ে খোলা জায়গা দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়ে ঝোপটার দিকে আগে বেড়ে চলল সিডনি। পথে যেটুকু আড়াল পেল সেগুলোও ব্যবহার করছে। সব সময়ে সতর্ক চোখ রেখেছে ঝোপের আশেপাশে ধোঁয়া দেখলেই চট করে সরে যাবে কিংবা ঝপ করে শুয়ে পড়বে। সামনে একটা সরু দু'ফুট গভীর বর্ষার পানি যাবার শুকনো নালা। মাথা নিচু করে ওটা ধরেই প্রথমে একশো, তারপর আরও দুশো গজ এগিয়ে গেল সে। একটু মাথা তুলে ঝোপটার সাথে নিজের অবস্থানের দূরত্বটা যাচাই করে দেখল। এখনও সাতশো গজ মত রয়েছে। তবে এখন কাভারের সংখ্যা বেশি। নালা থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে বেশ খানিকটা এগিয়ে একটা আরও গভীর নালা দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিচে। চারপাশের নীরবতায় একটু অবাকই হল সে। এতক্ষণ প্রতি মুহূর্তে সে আশা করছিল একটা

শক্তিশালী বুলেট তার দিকে ছুটে আসবে—কিন্তু আসেনি। তবে কি সু মাতিন ইণ্ডিয়ান ছেলেটার গুলিতে মারা পড়েছে? কেন যেন সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না তার। কিন্তু তাহলে মাতিন এতক্ষণ গুল করেনি কেন? এতক্ষণ প্রায় ফাঁকা এলাকায় তাকে গুলি করে মারা মাতিনের পক্ষে যতটা সহজ ছিল এখন আর ততটা সহজ হবে না। এখান থেকে আড়ালের সংখ্যা অনেক বেশি। বড় নালাটা ধরে একশো একশো করে আরও তিনশো গজ এগিয়ে গেল সিডনি। এখান থেকে ঝোপটা ৪৪—৪০ রাইফেলের জন্যে রেঞ্জের প্রায় শেষ সীমায় হলেও টার্গেট দেখতে পেলে সিডনির পক্ষে এখান থেকে টার্গেটে গুলি বেঁধানো এখন আর অসম্ভব নয়। ভিজে ওয়াশের সাথে উপর দিক থেকে একটা শুকনো নালা এসে মিশেছে। ওটা বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল সিডনি—প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হচ্ছে ওকে। আরও একশো গজ এগোল। একটু থেমে মুহূর্তের জন্যে মাথা সামান্য উঁচু করে দেখল সু মাতিন যে বড় ঝোপটার আড়াল থেকে গুলি করছিল তারই প্রায় কিনারে পৌঁছে গেছে ও। মাথা নিচু করে আরও কিছুটা এগোল। এখনও সম্পূর্ণ নীরবতা। একটা সম্ভাবনার কথা ওর মনে জাগছে। এবারে মাথা উঁচু করে ঝোপের ভিতরটা খালি দেখে ডান দিকে মেসার মাথার দিকে তাকাল সে। ওখানে ইণ্ডিয়ান ছেলেটাকে তার দিকে চেয়ে হাত নাড়তে দেখে অবাক হল না সিডনি।

ইশারাটার মানে পরিষ্কার। সু মাতিন আর এখানে নেই। দু'দিক থেকে গুলি শুরু হওয়ায় বেগতিক দেখে সরে পড়েছে মাতিন। আপাতত গেছে বটে, কিন্তু সে এখনও বহাল তবিয়তেই আছে—এখনও অচেনা—অদৃশ্য। আপাতত বিপদ কাটলেও বেপরোয়া লোকটা তার পিছু ছাড়বে না—আবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। মেসার ওপর থেকে ছেলেটা খুঁড়িয়ে এক পায়ে লাফিয়ে অদৃশ্য হল।

একটু পরেই সে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেখা দিল। আবার হাত নাড়ল ছেলেটা—ব্যারনও হাত নেড়ে জবাব দিল।

একটু খুঁজেই খুনীর আস্তানাটা দেখতে পেল ব্যারন। ওখান থেকেই জমিটা ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেছে। ওখান থেকে নিচের সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যায়। তেপায়াটার চিহ্ন দেখতে পেল সে। পাশেই পড়ে আছে পিতলের আগার দিকে সরু হয়ে আসা লম্বা কয়েকটা গুলির খোল। বোতলের গলার মত অনেকটা। দূরপাল্লায় নিখুঁত শূটিঙের জন্যে বিশেষ যত্নের সাথে তৈরি বুলেট ওগুলো।

ওগুলো তুলে দেখে গন্ধ শুঁকল। অল্পক্ষণ আগেই ব্যবহার করা গুলি থেকে কড়া নাইট্রো-সেলুলোজ পাউডারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হাতে গুলি নিয়ে কি যেন ভাবছে সে—একটা পরিচিত সুগন্ধের ক্ষীণ একটু আভাস যেন বাতাসে ভাসছে।

ট্রেইনের হুইস্‌ল্‌টা আবার শোনা গেল। এবার অনেকটা কাছে। আরও কিছুক্ষণ ভাল করে চারপাশটা ঘুরে দেখল ব্যারন—কিন্তু নতুন কোন সূত্র পাওয়া গেল না। এবার পরিত্যক্ত বাফেলো ওয়েল্‌স্ স্টেশনের দিকে ফিরে চলল সে।

ইণ্ডিয়ান ছেলেটা মেসা ঘুরে পুব দিকে নিচে নামার একটা সহজ পথ পেয়ে ওই পথেই নেমে এল। স্টেশনে পৌঁছে ব্যারন দেখল ছেলেটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছে—নেতিয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু কোনমতে টিকে আছে।

খোলা উঠানে হলুদ বিড়ালটা ডিকি হেণ্ডারসনের লাশটার চারপাশে ঘুরছে। সাবধানে কৌতূহল নিয়ে ঘটনাটা বিচার করে দেখার চেষ্টা করছে। ব্যারন মৃতদেহটার পাশে গিয়ে বসল। যুবক যে মুহূর্তের মধ্যেই মারা গেছে এতে সন্দেহ নেই। মরার আগে আধমাইল দূর থেকে ছোঁড়া গুলির শব্দটাও হয়ত সে শুনতে পায়নি।

তরুণ ছেলেটার খোলা চোখ দুটোর পাতা বন্ধ করে দিল সিডনি। কৌতূহলী বিড়ালটা কাছে ঘেঁষে এসেছিল। হাত নেড়ে ওকে দূরে তাড়িয়ে দিল সে।

'লাক, না?' বলল সে। 'তুমি বিড়ালটার নাম রেখেছিলে লাক।' হ্যাট দিয়ে ওর মুখটা ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্যারন। ব্যথিত চোখে ডিকির দিকে চেয়ে আছে সে। আরও একটা কবর তাকে খুঁড়তে হবে। এই লোকটারও পিস্তলে ভাল হাত ছিল। তবে পরিস্থিতিটা এর বেলায় একটু ভিন্ন। ওকে সে নিজে মারেনি—সেদিক থেকে ঘটনাটা ভিন্ন হলেও তার মনের ব্যথাটা বরং এক্ষেত্রে আরও একটু বেশি। বিড়ালটাকে পিছনে নেয়াতেই তার বদলে ওকে প্রাণ দিতে হল। বিড়ালটাকে দেখেই সু মাতিন ডিকিকে ব্যারন বলে ভুল করেছিল। এবং ব্যারনের বদলে ডিকিকেই মেরে বসল।

'মনে হচ্ছে "লাক" আসলে তোমার লাক ছিল না,' অস্ফুট স্বরে বলল সিডনি। 'বরং সে হয়ত আমারই লাক। এই দ্বিতীয়বার সে আমার প্রাণ বাঁচাল। প্রথমবার চেকোর ঘোড়া আর এবার তোমার বিনিময়ে।'

ইণ্ডিয়ান ছেলেটার ডান পাশে একটা গর্ত রেখে গেছে সু মাতিনের গুলি। ক্ষতটা এমন মারাত্মক কিছু না—বেশি রক্তও বেরোচ্ছে না। গরম পানি করে জায়গাটা ভাল করে পরিষ্কার করে বেঁধে দিল ব্যারন।

'আশ্চর্য, কাউকে এমন গুলি ছুঁড়তে আমি দেখিনি,' অবাক হয়ে বলল ছেলেটা। 'কত দূর হবে, অন্তত সিকি মাইল?'

'হ্যাঁ, ওই রকমই হবে। তুমি দেখতে পেয়েছিলে লোকটা কে?'

'কিছুই দেখতে পাইনি। শব্দ আর ধোঁয়া দেখে শুধু বুঝেছিলাম কোথায় আছে আর কার দিকে গুলি করছে। কিন্তু কি ধরনের রাইফেল ওটা? এত জোর?'

'অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেল। খুব কমই দেখা যায়। আমি আজ পর্যন্ত মাত্র দুটো দেখেছি। একটা ক্যানসাসে, আর অন্যটা বহুদিন আগে কলোরাডোতে।'

'খারাপ লাগছে যে ওকে তাড়ানর বেশি আর কিছুই করতে পারিনি আমি। ভেবেছিলাম আমার পাওয়া বড় রাইফেলটা দারুণ জিনিস। কিন্তু লোকটা যখন গুলি শুরু করল তখন বুঝলাম ওটার কাছে আমারটা খেলনা।'

'ওটা তোমার দোষ নয়, বাছা, ওর রাইফেলে টেলিস্কোপ ফিট করা ছিল। ওটার ভিতর দিয়ে লোকটা তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল।'

ব্যাণ্ডেজ করা শেষ করে ওকে বারান্দায় বসতে দিয়ে সিডনি প্রশ্ন করল, 'লোকটা কোনদিকে গেছে দেখেছ?'

'ওদিকে ঝোপের আড়ালে একটা ঘোড়ার গাড়ি লুকানো ছিল। ওদিক দিয়ে একটা পুরানো রাস্তা আছে। আমি বুঝতেই পারিনি সে ঝোপ ছেড়ে চলে গেছে। যখন আড়াল ছেড়ে বেরোল তখন সে এত দূরে যে আমার করার কিছু ছিল না। দেখলাম গাড়িতে উঠে সে চলে গেল।'

'পুবের দিকে গেল?'

'হ্যাঁ।' মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা। 'তুমি কি করে জানলে?'

'আন্দাজ করলাম। যাক, তুমি এখানে বিশ্রাম নাও। আমি সিগনাল দিয়ে রেখেছি—ট্রেনটা এখানে থামবে। আমি ওখানে আছি,' দিক নির্দেশ করল ব্যারন। 'আমার এক বন্ধুকে কবর দিতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছেলেটা। 'পাখির গান ভাবছে আমার সাথে পশ্চিমে কোথাও আবার দেখা হবে। আমি অবশ্য ওকে বলিনি ওকে আবার ধরে ফেলব। কিন্তু প্রতিবারই আমি তাই করেছি। হয়ত সে এটাই আশা করবে।'

'ওকে তুমি ঠিকই ধরতে পারবে আবার। ট্রেনটা পশ্চিমেই যাচ্ছে।'

যন্ত্রপাতি রাখার বাক্স থেকে গাঁইতি আর কোদাল বের করে তরুণ আউটলর শেষ শয্যার একটা পছন্দ মত জায়গা বেছে নিল। ঢালের ওপর। কাছেই কিছুটা নিচে দিয়ে ট্রেন যাওয়া-আসা করে, এমন একটা জায়গাই পছন্দ করল সে।

মনে মনে ঠিক করেছে পিস্তলটা সহই ডিকিকে কবর দেবে ব্যারন। কারণ সম্ভবত ওই পিস্তলটার জোরেই সে নিজেকে অন্যের সম্মান পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করত। পিস্তল ছাড়াও জীবনে যে আরও অনেক কিছু আছে···সেটা জানার সুযোগ সে আর পেল না।

সু মাতিন এখন পুবের দিকে রওনা হয়েছে। ব্যারনের কাছে ওর টাইপ করা মেসেজ লেখা কাগজটা নেই বটে—ওয়্যাক্সাহ্যাচির শেরিফ ওটা রেখে দিয়েছে। কিন্তু হাফ মুন ক্রসে পাওয়া মেসেজটা তার মুখস্থ।

'সিডনি ব্যারন,' লেখা ছিল ওতে। 'পালিয়ে বা লুকিয়ে তুমি থাকতে পারবে না। বেরিয়ে এসো।'

তারপরে দুটো নাম আর ঠিকানা। লিসা এবং তার মায়ের।

এবং শেষ লাইনে লেখা ছিল, 'তুমি···বা ওরা। বেরিয়ে এসো।'

শব্দগুলো যেভাবে সাজানো হয়েছে তার মধ্যে একটা বিশেষত্ব লক্ষ করেছে সিডনি। চিঠিটা টাইপ করে লেখা হলেও টেলিগ্রাফিক ভাষায় লেখা।

এখন সু মাতিন পুবে রওনা হয়েছে। ব্যারন তাকে ফাঁকি দিয়ে তার হাত থেকে ফস্কে বেরিয়ে বেঁচে গেছে। সুতরাং এবার তাকে তার হুমকিটা কার্যকর করতে হবে। সু মাতিনের একটা পেশাগত সুনাম আছে যার মূল্য অনেক টাকা। সেটা একবার নষ্ট হলে লোকে আর তাকে নির্দ্বিধায় মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে কাজে নিয়োগ করবে না।

তাই ব্যারন জানে ধাপ্পা সে দেয়নি। যা লিখেছিল সেই অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে—কারণ তার এতদিনের অর্জিত পেশাগত সুনাম তাকে রক্ষা করতেই হবে।

আর এই সুনামের জোরেই একটা মৃত বেশ্যার নাম ব্যবহার করে অনেক টাকা সে রোজগার করেছে।

সে জানে কোথায় প্রথম অ্যালেকজাণ্ডার হেনরিটা সে দেখেছিল। এবং আজ যে রাইফেলটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা সেই একই অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি। এতে ব্যারনের মনে আর কোন সন্দেহ নেই।

ট্রেনটা ব্যারনের কবর খোঁড়া শেষ হওয়ার পরপরই বাফেলো ওয়েলসে এসে থামল। ডিকি হেণ্ডারসনকে কবর দিতে কয়েকজন প্যাসেঞ্জারের সাথে ক্যাপ্টেন জারভিস থমাসও ব্যারনকে সাহায্য করল।

'মনে হচ্ছে তোমার মোবীটি যাওয়ার আর দরকার নেই,' বলল রেঞ্জার জারভিস। 'রেঞ্জার স্টেশন থকে খবর এসেছে হিগিন স্পেন্সার মারা গেছে। খবরটা শেরিফ কোলম্যান আমাকে রিলে করে জানিয়েছে।'

ব্যারন তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'স্বাভাবিক মৃত্যু,' কাঁধ উঁচাল জারভিস। 'একটা অদ্ভুত জিনিস মৃত্যুর সময়ে ওর হাতে পাওয়া গেছে। একটা চ্যাপ্টা তামার ব্যাজ। মনে হয় ট্রেনের তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়েছে ওটা।'

'ছোট্ট একটা স্মৃতি চিহ্ন,' বলল ব্যারন।

'হ্যাঁ, জানি। তুমি ওটার সাথে যে নোটটা পাঠিয়েছিলে সেটাও ওরা পেয়েছে।'

নতুন কবরটার দিকে তাকাল ব্যারন, এখনও ওটাকে ঘিরে কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। পুবে ফিঁরে দিগন্তের দিকে চাইল সিডনি

ব্যারন। 'তুমি কি পশ্চিমেই যাচ্ছ, জারভিস?'

'এখন আর আমার কোন তাড়া নেই,' জবাব দিল সে। 'তোমার কি কোন নির্দিষ্ট প্ল্যান আছে?'

'আমাকে এবার পুবে যেতে হবে।'

'আমার ঘোড়াটা ওই স্টক-কারে রয়েছে,' আঙুল তুলে স্টক কারটার দিকে দেখাল জারভিস।

ইণ্ডিয়ান ছেলেটাকে পার্লার-কারে আগেই তোলা হয়েছে। ব্যারন ওর সাথে বিদায় নেয়ার আগে আবার দেখা করতে এগোল। জারভিসও সাথে গেল।

'তুমি আজকে আমার জীবন বাঁচিয়েছ, বাছা,' বলল ব্যারন। 'এই নিয়ে দুবার হল। আমি কৃতজ্ঞ।' জারভিসের দিকে ফিরল সে, 'ওই ডাবল স্টার র‍্যাঞ্চটার এখন কি হবে?'

'ডাবল স্টার?' কাঁধ উঁচাল রেঞ্জার। 'নিলামে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস। বিক্রি করার মত আছেই বা কি? গরুগুলো তো বেশিরভাগ প্রেইরির দাবানলেই মরেছে। র‍্যাঞ্চ চালাবার লোকজনও সব চলে গেছে।'

'তোমার লোকজন নিলামটা কয়েকদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না?'

'না পারার কোন কারণ নেই। তদন্ত চলছে বা যে কোন অজুহাত দেখিয়েই ওটা ঠেকিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু তোমার মতলবটা কি?'

'এদিকের ঝামেলাটা শেষ করে ওটা আমিই কিনে নেব।' আবার ছেলেটার দিকে ফিরল ব্যারন। 'তুমি পাখির গানকে খুঁজে বের করে মবীটির উত্তরে ডাবল স্টারে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি ডেভ ফোলজার্স আর হাফ মুন ক্রসের অন্যান্য সবাইকে খবর দিয়ে ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। অমন একটা র‍্যাঞ্চ চালাতে হলে কিছু

সত্যিকার কাউবয় দরকার।'

বাফেলো ওয়েলস স্টেশনে দাঁড়িয়ে রেঞ্জার আর ব্যারন ট্রেনটাকে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজেদের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল।

'এখনও তুমি সু মাতিনকে ধরতে চাও তো?' প্রশ্ন করল ব্যারন।

'নিশ্চয়; সেই কারণেই তো আমি তোমার সাথে জুটেছি!'

'ঠিক আছে, কিন্তু ওর সাথে তোমার আমাকে প্রথম বোঝাপড়া করতে দিতে হবে।'

'কিন্তু টেক্সাসে এটা স্টেটের ব্যাপার।'

'তার মানে?'

'অর্থাৎ ওর খোঁজ যদি তোমার জানা থাকে তাহলে ব্যাপারটা রেঞ্জারদের হাতে চলে যাচ্ছে।'

'আমি একজন রেঞ্জার,' মনে করিয়ে দিল ব্যারন। 'তুমিই আমাকে শপথ করিয়ে রেঞ্জার করেছিলে।'

'তুমি জানো খুনীটাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আমার তাই বিশ্বাস।' সিরেপটাকে কিছুটা নিচু করল ব্যারন। ওটা বেঁয়ে বিড়ালটা জিনের পিছনে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। 'কপাল ভাল থাকলে শিগগিরই ব্যাপারটার মীমাংসা হবে।'

এগারো

হেনরি আর টেলর দুজনে মিলে ওয়্যাক্সাহ্যাচি শহর থেকে শুরু করে

চারপাশ মিস শার্লি ব্যানারের খোঁজে পুরোটাই চষে ফেলেছে। শহরের প্রান্তে ক্রীকের একটু উপরের দিকে ওরা একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেল। ওই এলাকাটা 'জিন অ্যালি' বলে পরিচিত। যখন পেল তখন রাত হয়েছে। হেনরিকে এলাকাটা ভাল করে খুঁজে দেখতে পাঠিয়ে গাড়ির ভিতরটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল টেলর। গাড়িটা দুটো গুদামের আড়ালে লুকানো রয়েছে। বিশাল একটা ঘোড়া গাড়ির সাথে আঁটাই রয়েছে।

হেনরি ফিরে এলে সে কি আবিষ্কার করল জানতে চাইল টেলর। জবাবে জানতে পারল সে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখেনি।

'এদিকেও সেই একই অবস্থা,' বলল টেলর। 'গাড়ির ভিতরে বা বাইরে কিছুই নেই। আমি যা বুঝতে পারছি, গাড়িটা এখানে অনেকক্ষণ যাবত দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটার গা একেবারে শুকনো— মোটেও ঘামেনি। কোথায় মোড় নিয়ে ঘোড়াটা গাড়ি নিয়ে এখানে ঢুকেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। হয়ত বেচারা বেরোবার একটা পথ খুঁজছিল। ওদিকের আস্তাবল থেকে ওকে আমি পানি আর কিছু খাবার খেতে দিয়েছি।'

'গাড়িতে কিছুই নেই?' ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল হেনরি। তারপর বসে গাড়ির তলাটা দেখল। যত্নের সাথে তৈরি দামী গাড়ি। ওটার তেল মাখানো চামড়ায় মোড়া স্প্রিঙ আর পালিশ করা বডি দেখে প্রশংসা না করে পারল না।

'আমি তো কিছুই পেলাম না,' আবার বলল টেলর। 'আমি সবটাই ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেছি। ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে তাও হতে পারে না। লাগামটা এমনভাবে বাঁধা রয়েছে যে বোঝাই যাচ্ছে ইচ্ছে করেই কেউ এটাকে এখানে রেখে গেছে। কিন্তু তুমিও কিছু পেলে না?'

'নাহ্, কিচ্ছু না। মিস ব্যানারের কোন চিহ্নই কোথাও নেই।

এদিকে কোন মহিলারই দেখা আমি পাইনি। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম ওই গুদামটার পিছনে একটা শেডে খুব চড়া স্টেকে জুয়া খেলা হচ্ছে। ভিতরে অনেক লোক। দরজার বাইরে দু'জন গার্ডও রয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম ওরাও মেয়েটাকে দেখেনি।'

'আমার মনে হয় গাড়িটা আমাদের কোর্টহাউসে নিয়ে যাওয়াই উচিত,' সিদ্ধান্ত নিল হেনরি। 'গাড়িটা যদি ওই মহিলার হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় কেউ ওটা চুরি করেছে।'

গাড়িটা নিয়ে কোর্টহাউসের আস্তাবলে ফিরে এল ওরা।

'তুমি যাও, গিয়ে রিপোর্ট করো,' বলল হেনরি। 'আমি জিঞ্জারব্রেড হিল থেকে ঘুরে আসছি।'

ওই প্রস্তাবে ভুরু কুঁচকাল টেলর। 'ডিউটিতে থেকে জিঞ্জারব্রেড হিলে যাওয়ার নিয়ম নেই এটা তুমি ভাল করেই জানো।'

'কিন্তু এটা তো অফিসের কাজ,' স্বপক্ষে যুক্তি দেখাল টেলর। 'এই ঘোড়ার গাড়িটা শার্লি ব্যানারের কিনা সেটা সনাক্ত করা দরকার—ওখানে কাটিলিয়ন ক্লাব থেকে কাউকে নিয়ে আসতে হবে না?'

'ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কেন?' সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে চটে উঠল। 'এক কাজ করো, তুমিই কোর্টহাউসে রিপোর্টটা দাও—এতদূর পথ আমিই নাহয় কষ্ট করে যাই।'

'বোকার মত কথা বোলো না, মাথাটা একটু খাটাও। ওখানে ঘোড়ার গাড়িটা পাওয়ার পর তুমিই চারপাশ ঘুরে দেখেছ, ওখানকার লোকজনের সাথে কথা বলেছ।'

'আমি কিছু পাইনি সেটা তো তোমাকে আগেই বলেছি। যাদের সাথে কথা বলেছি ওরা তো দুই ব্লক দূরে চড়া স্টেকে জুয়া খেলায় দরজা পাহারা দিচ্ছিল। ওদের সাথে এর কি সম্পর্ক? বরং তুমিই ঘটনাস্থলে ছিলে, গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখেছ, ঘোড়াকে খাইয়েছ।'

'কিন্তু কথা হচ্ছে আমাকে ওদের দরকার নেই, কারণ ঘোড়া আর গাড়ি দুটোই এখানে আস্তাবলে রয়েছে। ইচ্ছে করলে ওরা নিজেরাও দেখতে পারবে—কিন্তু ওই লোক দুজনকে পাবে কোথায়?' অকাট্য যুক্তি দিল টেলর। 'এখন তুমি গিয়ে ওদের রিপোর্টটা দাও, আমি জিঞ্জারব্রেড হিলে যাচ্ছি।'

ক্ষুণ্ন মনে দাঁড়িয়ে পার্টনারের ঝলমলে আলো আর আনন্দময় কটিলিয়ন ক্লাবের পথে জিঞ্জারব্রেড হিলের দিকে রওনা হতে দেখল হেনরি। 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' কথাটা কোর্টহাউসে যাওয়ার পথে মনে পড়ল ওর। গাড়িটাকে সনাক্ত করতে কটিলিয়ন ক্লাবের মেয়েদের কাউকে আনার কোন দরকার ছিল না। এখানে ম্যাকিনটায়ার বাড়িটা কাছেই—ওই চীনা মেয়েটাই বলতে পারবে ওটা কার গাড়ি।

যেই ভাবা সেই কাজ—ম্যাকিনটায়ার বাড়ির দিকে রওনা হল হেনরি।

বাড়িটা অন্ধকার। ঘোড়াটা বাইরে বেঁধে রেখে ভিতরে ঢুকে দরজায় নক করল সে। ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

আবার জোরে নক করল সে। তারপর হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে দেখল দরজাটা বন্ধ। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল হেনরি। পরীক্ষা করে দেখল জানালাও বন্ধ। ঘুরে পিছনের দরজার সামনে চলে এল সে। একটা অস্পষ্ট শব্দ ওর কানে এল। মনে হল যেন পিছনের কামরায় কেউ আছে। হাতলের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল সে। আরেকটা শব্দ ওর কানে ধরা পড়ল, কিন্তু শব্দটা কোত্থেকে এল ঠিক বুঝতে পারল না। পিছনের দরজার সামনে একটা ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করে হাতল ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে পুরোটা খুলে ফেলল হেনরি। তারপর একটু ইতস্তত করে পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকল।

'হ্যালো,' ডাক দিল সে। 'এখানে কেউ আছ?'

এবারেও কোন সাড়া এল না। পিস্তলটাকে দুহাতে বাগিয়ে ধরে আর এক পা আগে বাড়ল সে। 'শেরিফের অফিসার!' হাঁকল সে। 'এখানে যে আছ সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এসো!'

আবার একটা শব্দ এল—এবার তার পিছন থেকে। অর্ধেক ঘুরে এক ঝলকের জন্যে দরজায় একটা মানুষের ছায়া দেখতে পেল। পরক্ষণেই মাথায় শক্ত কিছুর একটা আঘাত পড়ল। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

গত চার রাত হল সন্ধ্যা পার হলেই একটা লিনেনের কোট পরা লোক ঘোড়ার পিঠে নিঃশব্দে শহরে ঢুকে চোখের ওপর টেনে নামানো হ্যাটের আড়াল থেকে চারদিকে সতর্ক চোখ রেখে ঘুরে বেড়ায়। ওর ধরন দেখে মনে হয় যেন শিকারী গোপনে তার শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে। কারও সাথে কথা বলে না। যতটা সম্ভব অন্ধকার ছায়ায় নিজেকে গোপন রেখে ঘোরাফেরা করে। লোকটা লম্বা, কাঁধ দুটো একটু নিচের দিকে নামানো, রুক্ষ চেহারা। কঠিন জীবন ধারার ছাপ রয়েছে ওর মধ্যে। আর জামা কাপড়ে কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ।

প্রত্যেক দিন সে কোন সেলুনের সামনে ঘোড়া বেঁধে ভিতরে ঢোকে। সেলুনেই সাধারণত বিভিন্ন খবরের আদান-প্রদান করে মানুষ। যতক্ষণ সেলুনে লোকজন থাকে, কথাবার্তা বলে, ততক্ষণ সেও থাকে। কিন্তু কোন কথায় সে অংশ গ্রহণ করে না। এক মগ পানি মেশানো রাই হুইস্কি সামনে নিয়ে একটা অন্ধকার কোনা বেছে নিয়ে সে বসে থাকে।

চতুর্থ রাতে লিবার্টি বেল সেলুনে বসে ছিল সে। এবং ধৈর্যের সুফল পেল।

বারের লম্বা তক্তার একপাশে দাঁড়িয়ে চারজন লোক কথা বলছিল। বারটেণ্ডার ওদের সবাইকে ভাল করেই চেনে—প্রত্যেকের ডাক নামও সে জানে লক্ষ করল লোকটা। ওরা চার জনেই কোর্টহাউসের কর্মচারী। ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফেরার আগে একটু গলা ভেজাতে এসেছে।

অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে ল'ম্যানদের সাথে যারা কাজ করে তারা নিজেকে জাহির করার জন্যে যেসব কথা বাইরের লোককে জানানো উচিত নয় সেসব কথাও বলে ফেলে।

কান পেতে ওদের কথা শোনায় অল্পক্ষণের মধ্যেই সে যা জানতে চায় সেই খবরটা পেয়ে গেল।

'ভবঘুরে লোকটা আবার ফিরে আসছে,' বলছিল বারে দাঁড়ানো লোকটা। 'চীফের মুখ থেকেই কথাটা শুনেছি আমি—পিয়ার্সকে বলছিল চীফ।'

তাঁর পাশের জন বিয়ারে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভবঘুরে লোকটা আবার কে?'

'যাকে গুলি করে মারার চেষ্টা করেছিল সু মাতিন, সেই সিডনি ব্যারনের কথাই বলছি।'

'তাই নাকি? মার্শাল বুল কিন্তু এই খবরে মোটেও খুশি হবে না। আমি তাকে সবার সামনে বলতে শুনেছি ব্যারন যেখানে যায় সেখানেই কোন না কোন গোলমাল ঘটে। লোকটার নাকি ঝামেলার সাথে চুম্বক আর লোহার সম্পর্ক।'

'কিন্তু জ্যাক বুল এখন শহরে নেই—পশ্চিমে কোথায় একটা জায়গায় গেছে। প্রায়ই লোকটা ওখানে যায়। আমি ভেবেই পাই না সে ওখানে কিসের টানে বারবার ফিরে যায়।'

'ভালই হয়েছে জ্যাক এখানে নেই,' তৃতীয় ব্যক্তি বলল। 'আমার সামনেই জ্যাক শেরিফকে বলছিল ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে গোলাগুলিতে যে

চারজন লোক মারা পড়ল তার প্রধান কারণই নাকি ব্যারন।'

ওদের কথাবার্তা চলতে থাকল। কিন্তু রন কিঙ এবার উঠে পড়ল। তার যা জানার দরকার ছিল সেটা তার জানা হয়ে গেছে।

রন কিঙের ক্যাম্পটা ক্রীকের ধারে। তার ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে আসার মূল কারণই ছিল সিডনি ব্যারনকে খুঁজে বের করা। মালিন্সভিলে তার তিন ভাইকে হত্যা করেছে ওই সিডনি ব্যারন। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতেই সে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে এসেছে। আজ তার মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে। তাকে আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। ব্যারনের মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

শেরিফ ম্যাট কোলম্যান যখন কোর্টহাউসে পৌঁছল তখন সূর্য অনেকটা উপরে উঠেছে। দেখল তার এলাকা, অর্থাৎ কোর্টের দক্ষিণপাশটা লোকে লোকারণ্য। এত লোক সে আশা করেনি।

কেউ সাক্ষী, কেউ নালিশ জানাতে এসেছে—বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন অভিযোগ। কিন্তু সব কিছুর মূলে একটাই ঘটনা—গত সপ্তাহের অন্ধকার স্ক্যোয়্যারের পুব পাশে গোলাগুলি। খবরের কাগজে ফলাও করে হেড-লাইন নিউজ দিয়েছে 'শহরের রাজপথে তুমুল গোলাগুলি।' ওখানে কিছু টাইটওয়াডের লোকজন রয়েছে। দুজন উকিল এসেছে এনিস থেকে, কয়েকজন স্থানীয় উকিলও রয়েছে। সেলুনের একজন স্বেচ্ছাসেবক মারা যাওয়ায় সেলুন থেকেও অনেক লোক এসেছে—এছাড়া শেরিফের লোকজন তো আছেই।

উপর তালার দুটো কোর্টরুমই আজ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জাজ সবার সাক্ষী আর নালিশ শুনে এত সবের পিছনে আসল ঘটনাটা কি সেটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছে।

বিভিন্ন কেসের কাগজপত্র গুছিয়ে একাই দুটো কোর্টে সরবরাহ

করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে পিয়ার্স।

কোর্ট কেসের লোকগুলোকে দেখে নয়, কোলম্যান অবাক হল শহরের মেয়র আর কমিশনার শেলিকে ওখানে উপস্থিত দেখে। কয়েকজনকে নড করে অভিবাদন জানিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের অফিসে গিয়ে ঢুকল শেরিফ।

'শেষ পর্যন্ত একটা রাত শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছ তো, শেরিফ?' চীফ ডেপুটি প্রশ্ন করল।

'তা ঘুমিয়েছি বটে, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমার এখানে থাকাই দরকার ছিল। ওখানে এত লোকের ভিড় কিসের?'

'বেশিরভাগই কোর্টের কেস,' বলল স্টার্কি। তারপর কয়েকটা টাইপ করা রিপোর্ট বাড়িয়ে দিল শেরিফের দিকে। 'আরও কয়েকটা ঘটনাও আছে। মেয়রের ঘোড়ার গাড়িটা কেউ নিয়ে গেছে। ঘটনায় রেগে আগুন হয়ে আছে সে।'

'কোন খবর পাওয়া গেছে?'

'এখন পর্যন্ত না। এখনও খোঁজ নেয়ার সময় পাওয়া যায়নি। মাত্র ঘন্টাখানেক আগে সে টের পেয়েছে ওটা খোয়া গেছে।'

'ওর বাড়ি থেকেই খোয়া গেছে?'

'না, স্যার। গাড়িটা হারিয়েছে এটুকুই বলেছে—কিন্তু কোথা থেকে হারিয়েছে সেটা পরিষ্কার করে কিছুই বলছে না।'

'সারা রাত বাইরে সে কি করতে গেছিল?'

হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করেও পারল না স্টার্কি। হেসে বলল, 'এখন পর্যন্ত ওই ব্যাপারে সে কোন মন্তব্য করতে নারাজ। কিন্তু এমন সুন্দর গাড়িটা হারিয়ে খুব খেপে আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল কোলম্যান। 'সমস্যার পর সমস্যা. একটা দিনও একটু নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই। আর কি খবর?'

'প্রোবেশনাল ডেপুটি নিয়ে সমস্যা,' জানাল স্টার্কি।

'ওদের কাকে নিয়ে সমস্যা?'

'দুজনকে নিয়েই। টেলর গতরাতে জিঞ্জারব্রেড হিলে গেছে—কেন, তার কারণ এখনও জানা যায়নি। ওখানে স্থানীয় মস্তানদের সাথে তার ঘুসাঘুসি হয়েছে।'

'কোন্-কোন্ লোক ছিল?'

'প্রায় সবাই। ওদের কথা হচ্ছে ডেপুটিই তাদের প্রথমে আক্রমণ করেছিল—ওরা আত্মরক্ষা করেছে মাত্র। একজন নিরপেক্ষ লোক সাক্ষী দিয়েছে এখানকার টাইপিস্ট সম্পর্কে একজন বাঁকা মন্তব্য করাতেই ছেলেটা খেপে উঠেছিল।'

দাঁতে দাঁত ঘষল কোলম্যান। 'ওর এখন কি অবস্থা?'

'মার খেয়েছে বেশ। কিন্তু সেরে উঠবে। এরপর আসছে ডেপুটি হেনরির কথা। এখনও ডাক্তারের চিকিৎসায় আছে ও। শক্ত কিছুর বাড়ি খেয়ে ওর মাথা ফুলে উঠেছে। এখনও কিছুটা ঘোরের মধ্যে আছে ও। যেটুকু বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে গতরাতে সে ম্যাকিনটায়ার বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে খোলা পিস্তল হাতে চাকরদের ঘরে ঢুকেছিল। মিস শার্লি ব্যানারের কালা মালী ওকে চোর বা ডাকাত ভেবে একটা শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে।'

'ঈশ্বর!' প্রায় বিলাপের মত শোনাল কোলম্যানের মন্তব্য। 'ওরা দুজনে মিলে কি যে করছে তা তুমিই জানো।'

'আমার বিশ্বাস ওরা একটু সুস্থ হয়ে যখন কথা বলতে পারবে তখন সব ঘটনা আমরা জানতে পারব। আপাতত কিছুই বোঝার উপায় নেই।'

'এই কি সব, নাকি আরও দুঃসংবাদ আছে?'

'আমি যতদূর জানি টাইটওয়াডের কিছু লোক অস্ত্র নিয়ে মারমুখো

হয়ে রয়েছে। টম স্মিথ ওদের ফসল বিক্রির টাকা তুলতে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে এসেছিল। কিন্তু সেই গোলাগুলির পর থেকে ওর এবং আরও ছয় জনের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। নিরুদ্দেশ হয়েছে লোকগুলো। স্মিথকে খুঁজে বের করতে চায় ওরা। বলছে আমাদের হাতের সব কাজ ফেলে স্মিথকে খুঁজে বের করাই আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত।'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল কোলম্যান। 'আর কিছু?'

'বাকি সব অন্যান্য দিনের মতই ঘটনা,' বলল স্টার্কি। 'ব্যাঙ্ক হুমকি দিচ্ছে ওরা তোমার বিরুদ্ধে কেস করবে যে তুমি থাকতেও কেমন করে হাফ মুন ক্রসের কিছু ঘোড়া ওরা বিক্রি করতে সাহস পেল।'

'ব্যাঙ্ক তো ওদের টাকা পেয়েছে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাঙ্কার বলছে ওরা নিলামে আরও ভাল দাম পেতে পারত। কিন্তু সবাই র‍্যাঞ্চ খালি ফেলে চলে যাওয়াতেই দাম কম পেয়েছে ওরা।'

'বাস্টার্ড!' বিড়বিড় করে কোলম্যান অস্ফুট স্বরে বলল। 'ব্যাঙ্কেরই নির্দেশ ছিল বিকেলের মধ্যে র‍্যাঞ্চটা খালি করে দিতে হবে। যাকগে, কমিশনারকে বাইরে দেখলাম বলে মনে হল?'

'সে পিয়ার্সের টাইপিস্টদের দিয়ে নিজের ক্যামপেইন লেটারগুলো টাইপ করাতে চায়। পিয়ার্স রাজি হয়নি। তাই সে তোমাকে দিয়ে পিয়ার্সকে বলাবার জন্যে বসে আছে।'

কোলম্যান উঠে জানালার সামনে বাইরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, স্টার্কি, ওখানে কি একজনও আছে যে সত্যিই দরকারি কোন কাজ নিয়ে এসেছে?'

'না, স্যার। সবাই যে যার ধান্দায় আছে।'

'ঠিক আছে, ইন্টারেস্টিঙ কোন খবর থাকলে বলো।'

এরই অপেক্ষায় ছিল স্টার্কি। 'রেঞ্জারের কাছ থেকে একটা মেসেজ এসেছে, শেরিফ। সু মাতিন তোমাদের প্ল্যান মাফিক ঠিকই বাফেলো ওয়েলসে হাজির হয়েছিল। একজন মারা গেছে আর একজন আহত হয়েছে, কিন্তু ব্যারনের কিছু হয়নি। সে আর রেঞ্জার জারভিস এখানে ফিরে আসার জন্যে রওনা হয়ে গেছে—ব্যারন নাকি জানে সু মাতিন কোথায় আছে।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল কোলম্যান। 'কোথায়?'

'সেটা সে বলেনি। তবে এখানেই আশেপাশে কোথাও। ক্যাপ্টেন জারভিস তোমাকে দুজন ভাল লোককে নিয়ে অপেক্ষায় থাকার অনুরোধ জানিয়েছে।'

বারো

জ্যাক বুলের ভাল ঘুম হয়নি। কিন্তু পাদুকাহ্ ক্রসিঙে এসে ওর কখনোই ভাল ঘুম হয় না। ওর সব স্মৃতিগুলো জেগে দুঃস্বপ্ন দেখার মতই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে বারবার সে জেগে ওঠে। ঘেমে ভিজে যায় ওর জামা—অন্ধকারের মধ্যে মুখগুলো ভেসে ওঠে। দেখতে পায় তার সাধের প্রেমিকা ধুলোয় মরে পড়ে আছে।

তারপর, হঠাৎ সে সিডনি ব্যারনের মুখ দেখতে পেল। ভবঘুরে,

ব্যারন, যাকে সে আগে কখনও দেখেনি। মাত্র কয়েকদিন আগেই ওকে সে প্রথম দেখেছে। কিন্তু ওকে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে দেখেছে, পাদুকাহ ক্রসিঙে নয়। ওকে সে জীবনে আর কখনও সত্যিই দেখতে চায় না। তবু চোখের সামনে দেখতে পেল ক্যাট্‌ল্‌মেনস ব্যাঙ্কের সামনে আবার সেই আগের মত বাতাসে গুলি উড়ছে।

কিন্তু এবারে সেই আগের ভবঘুরে লোকটার জায়গায় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে সিডনি ব্যারন।

দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে গেল, জেগে উঠল জ্যাক। খুনীদের চেহারাগুলো এখনও ওর চোখের সামনে ভাসছে। একজনকে চিনতে পারল সে। তখন চেহারা চিনলেও ওর নাম জানত না—কিন্তু এখন সে নামটা জানে।

লোকটা গ্রে সিমনস!

ঘুম ভাল হয়নি বটে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। স্বপ্নে যা দেখেছে তা স্পষ্ট মনে আছে ওর। এবং সে জানে তাকে কি করতে হবে। জীবনভর সে ওই ভবঘুরে লোকটাকেই ঘটনার জন্যে ভুল করে দায়ী করে এসেছে। কিন্তু আজ লোকটার চেহারা সে চিনেছে—লোকটা ভয়ঙ্কর একজন আউটল। শেরিফ কোলম্যান তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছে যে ভাল পিস্তলবাজ হলেও ব্যারন আউটল নয়। স্বপ্নে লোকটার চেহারা দেখে বুঝল ভবঘুরে লোকটা নয় ওই আউটল দলটাই আসলে তার প্রেমিকার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সেই আগের লোকটার মত ব্যারনও আসলে নির্দোষ।

হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে বেরোবার পোশাক পরল জ্যাক। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে ভোর বেলায় রাস্তায় নামল। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে ভোরের সূর্য মাত্র উঁকি দিয়েছে। রাস্তা ধরে এগিয়ে ডাইনে ঘুরে একটু পরেই আবার ডাইনে ঘুরল সে।

বহু বছর ধরেই ওখানে ওই গুদাম আর আস্তাবলটা রয়েছে। ওটাই এখানকার একমাত্র আস্তাবল।

'গতকাল চোস্ত জামা-কাপড় পরা একজনকে দেখলাম,' রাতের ডিউটির আস্তাবলরক্ষীকে বলল সে। 'মিক বলল লোকটার নাম গ্রে সিমনস। ওর ঘোড়া কোনটা?'

হাই তুলে লোকটা ভাল জাতের শক্তিশালী ঘোড়ার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। 'চমৎকার ঘোড়া,' হাই তোলা শেষ হলে বলল সে।

অল্পক্ষণ ঘোড়াটাকে এক নজর দেখে জ্যাক বলল, 'আমার একটা জিন চড়ানো ঘোড়া কিছুক্ষণের জন্যে দরকার হবে, বিল।'

লোকটার চোখে সহানুভূতির ছায়া পড়ল, 'নিশ্চয়, প্রতিবারের মতই, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, ঠিক আগের মতই।' ধীর পায়ে হেঁটে আস্তাবল থেকে বাইরে বেরিয়ে দাঁড়াল জ্যাক। এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ওর—মনে হচ্ছে সে যেন এখন আর তার দেহের মধ্যে নেই—পাশে বা উপরে দেহের সাথে ভেসে বেড়াচ্ছে। উপরের দিকে তাকিয়ে টেলিগ্রাফের তার দেখতে পেল সে। জ্যাক যখন পাদুকাহ্ ক্রসিঙে ছিল তখন এই ছোট্ট শহরে টেলিগ্রাফের তার ছিল না। তার কোথায় গেছে দেখেই বুঝল ওর চাবিটা কোথায়।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিসটা মাত্র খুলেছে। ঘুম জড়ানো চোখে অপারেটর ভিতরে আলো ঢোকার জন্যে জানালাগুলো খুলে দিল। জ্যাক নিঃশব্দে শুধু একটা নড্ করে অভিবাদন জানিয়ে কাউন্টারে গিয়ে প্যাডে একটা মেসেজ লিখল। ওতে এলিস কাউন্টি শেরিফকে কেবল দুটো প্রশ্ন করা হয়েছে। কাগজটা অপারেটরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'এটা এক্ষুণি পাঠাতে পারবে তুমি?'

'নিশ্চয়,' বলে আড়চোখে লেখাটা পড়ে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার সামনে

বসল। 'তুমি কি উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবে?'

'আমি আশেপাশেই আছি,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'নামটা ওখানেই লেখা আছে, বুল। জ্যাক বুল।'

হোটেলের কাছে একটা ধোঁয়াময় দোকানে বসে নাস্তা সেরে আস্তাবলে ফিরে গেল। আস্তাবলরক্ষী একটা ঘোড়া ওর জন্যে জিন চাপিয়ে পেটি এঁটে তৈরি করেই রেখেছিল। কোন কথা না বলে ঘোড়ার পিঠে চেপে দক্ষিণ-পশ্চিমে রওনা হল জ্যাক।

পুরানো কবরস্থানটা মাত্র এক মাইলের পথ, কিন্তু তবু প্রতিবার হেঁটে না এসে ঘোড়ায় চড়েই আসে সে। এতে সেই আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—বহুবার ওরা দুজনে কবরখানার পাশ দিয়ে এগিয়ে প্রতি রোববার সকালে ক্রীকটার ধারে গিয়ে বসত। কটনউড গাছগুলোর পাশেই ওরা পিকনিক করত।

কবরস্থানের সামনে এসে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ট্রিশার কবরের পাশে গিয়ে হ্যাট খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়াল। পাশে বসে সে বলল, 'আমি এসেছি, ট্রিশা। তোমার সাথে শেষবারের মত কথা বলতে আমাকে আসতেই হল।'

ঘোড়াটার মাটিতে খুর ঘষার শব্দ, নিঃসঙ্গ বাতাসের ফিসফিসানি আর ওপাশে মাঠের মেডোলার্ক পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কিন্তু জ্যাক পরিষ্কার ট্রিশার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে।

'হয়ত এটাই আমাদের শেষ দেখা হতে পারে,' বলল সে। 'ঈশ্বর জানে কতবার তোমাকে আমি ভুলতে চেয়েছি, নতুন ভাবে জীবন কাটানর চেষ্টা করেছি—কিন্তু পারিনি। তাই বারবার তোমার কাছেই ফিরেফিরে এসেছি। আমরা দুজনেই জানি সেই আগেকার দিনগুলো আমরা আর কোনদিন ফিরে পাব না। কিন্তু এর বেশি আর আমার কি করার আছে?'

বাতাস ফিসফিসিয়ে কি যেন বলল। মাথা নত করল জ্যাক।

'কিন্তু হয়ত এর পরে আমি আর কোনদিন ফিরে আসব না,' নরম সুরে বলল সে। 'শহরে একটা লোক এসেছে আমি জানি লোকটা কে। আমি জানি না ওর গুলিতেই তোমার মরণ হয়েছিল কিনা—কিন্তু লোকটাকে আমি ওই দলের সাথে দেখেছি। সম্ভবত তোমাকে আমার মুক্তি দিয়ে দেয়াই উচিত—কিন্তু আগে পারিনি। এটা আমি কিছুতেই সইতে পারিনি কারণ সেদিন আমার চোখের সামনে ওরা তোমাকে মেরে ফেলল অথচ এর কোন প্রতিকার আমি করতে পারিনি।

'যখনই আমি পিস্তল কোমরে কোন নবাগত পথিককে দেখি তখনই আমার মনে হয় হয়ত ওকে ওর শত্রুরা খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং ভয় হয় হয়ত আমার শহরেই আবার ওরা তাকে খুঁজে পাবে। তখন তোমার মত আরও অনেক মানুষ মারা পড়বে। এটা যদি ঘটে যায় তখন আর আমার করার কিছু থাকবে না। তাই আমি জানি এবার আমার কি করা দরকার।'

বাতাস, মেডোলার্ক...এবং ওদের মাঝেই চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাওয়া ট্রিশার মধুর স্বর শুনতে পেল সে।

'ওই লোকটা একজন বিশেষ লোকের অপেক্ষায় আছে। সেই লোকটা যদি এখানে এসে হাজির হয় এই লোকটা তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। হয়ত সে তাকে মারতে পারবে কিংবা পারবে না—কিন্তু ওদের লড়াইয়ের মাঝে পড়ে আর কে মারা পড়বে? এবার এটা আর আমি ঘটতে দেব না বলে মনোস্থির করে ফেলেছি। আমি যদি আমার চেষ্টায় বিফল হই তবে আর এর পরের ঘটনাগুলো জানতে পারব না কিন্তু আমি ওই লোকটার চেয়ে ভাল হলে আমি ওর পিস্তলবাজি চিরদিনের জন্যে ছাড়িয়ে দেব। যা-ই ঘটুক,' আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে, ভাবাবেগ সামলাতে চেষ্টা করছে ও। 'যা-ই ঘটুক আমি

আর কোনদিন এখানে ফিরে আসব না। তুমি আর আমি পরস্পরকে বহুদিন ধরে রেখেছি—আমি আর তোমাকে ধরে রাখতে চাই না, তাই আজ তোমাকে চির-বিদায় জানিয়ে মুক্তি দিচ্ছি।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। হ্যাট মাথায় পরে ঘোড়ায় চড়ে পাদুকাহ্ ক্রসিঙে ফিরে গেল জ্যাক।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে খোঁজ নিয়ে জানল ওর টেলিগ্রামের জবাব এসে পৌঁছেচে। মেসেজটা বেশ বড়, ওটা পড়ার সময়ে টেলিগ্রাফার কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে দেখছিল।

'তুমি কি এখানকার লম্যান, মিস্টার বুল?' প্রশ্ন করল সে।

'ছিলাম, কিন্তু এখন আর নেই। এখন আমি একজন সাধারণ নাগরিক।'

হোটেলে ফেরার পথে সে ভাবল, প্রত্যেক লম্যানই নিজের এলাকার বাইরে সাধারণ নাগরিক মাত্র।

তাতে কতটুকুই বা তফাত? নিজের এলাকাতেও, যেখানে সে ব্যাজ পরে, নিজের ডিউটি পালন করে, সেখানেও তো সে একজন নাগরিক।

একজন নাগরিকের যা দায়িত্ব লম্যানেরও তাই। এইটুকুই তফাত যে লম্যান তার কাজের জন্যে বেতন পায়।

হোটেলে নিজের কামরায় ঢুকে শার্টটা বদলে কোমরে পিস্তলের বেল্টটা পরল। এক মুহূর্ত ব্যাজটার দিকে তাকাল সে। ওতে লেখা আছে—টাউন মার্শাল, ওয়্যাক্সাহ্যাচি, টেক্সাস।

ওয়্যাক্সাহ্যাচি পাদুকাহ্ ক্রসিঙ থেকে অনেক দূরে। ব্যাজটাকে ওখানেই রেখে ব্যাগ বন্ধ করল। তার কেন যেন মনে হল এখানে সাধারণ নাগরিক হওয়াটাই উচিত হবে।

গ্রে সিমনস যখন তার দৈনিক রাস্তার ওপর নজর রাখার কাজে বেরোবার জন্যে তার ঘোড়া নিতে স্টলের দিকে এগোল জ্যাক তার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর জন্যেই আস্তাবলে অপেক্ষা করছিল সে।

'মিস্টার সিমনস?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল সে। 'গ্রে সিমনস?'

পিস্তলবাজ ওকে খুঁটিয়ে দেখল, একটা ক্ষীণ হাসির আভাস ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়। 'জানতে চাইছে কে?'

'আমিই,' নির্বিকার স্বরে বলল জ্যাক। 'চলো ওদিকে সুইচবক্সটার কাছে যাওয়া যাক—তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'তোমার সাথে কথা বলার কোন আগ্রহ আমার নেই,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল গ্রে। 'সরো, পথ ছাড়ো।'

'কিন্তু সিডনি ব্যারনে তোমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে, তাই না?'

আবার ওকে যাচাই করে দেখল পিস্তলবাজ। 'আছে, কিন্তু এটাও জানি তুমি ব্যারন নও। কি চাও তুমি?'

'ওপাশে গিয়ে গোপনে ওর সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই।'

হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল গ্রে। 'ওখানে কেন?'

'আর কেউ শুনে ফেলুক এটা আমি চাই না,' বলল জ্যাক। এবং সম্ভবত ওখান থেকে শহরটা পিস্তল রেঞ্জের বাইরে থাকবে, ভাবল সে।

একটু ইতস্তত করে কাঁধ উঁচিয়ে ঘুরল সে। আত্মবিশ্বাসে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। নিজেই আগে আগে পথ চলে দু'শো গজ দূরে যেখানে দুটো রেইল লাইন একসাথে মিশেছে তার পাশে স্টীলের বাক্সে তালা দেয়া সুইচবক্সটার দিকে এগোল। জ্যাক নীরবে ওর পিছু নিল। দেখল গ্রে একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। ভয়ের কোন চিহ্নই ওর মাঝে দেখা গেল না।

সুইচবক্সের পাশে থেমে ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। 'এবার বলো তোমার কি বলার আছে। প্রথমে বলো তুমি কে?'

কোটের নিচের অংশটা ঠেলে পিছনে সরাল জ্যাক। ওর কোমরে ঝোলানো পিস্তলের বাঁটটা এখন দেখা যাচ্ছে।

'আমার নাম জ্যাক বুল,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'আমার কথাটা হচ্ছে খুনের দায়ে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করছি।'

চোখের পাতা ফেলল গ্রে। তারপর দাঁত বের করে হাসল। 'তুমি? তুমি "আমাকে" অ্যারেস্ট করতে চাও?'

'ঠিকই বুঝেছ।' জ্যাকের কেবল ঠোঁট দুটো নড়ল। 'আমার বিশ্বাস তুমি আমার প্রেমিকাকে হত্যা করেছ। দলবল নিয়ে তুমি এক ভবঘুরে লোককে এই শহরেই হত্যা করতে এসেছিলে আর একবার—সেই গোলাগুলিতে ট্রিশাও মারা পড়েছিল। এখন আমি বলছি নিজের ভাল চাইলে তোমার গানবেল্টটা খুলে মাটিতে ফেলে দাও।'

গ্রের হাসি আরও বিশদ হল। যা শুনছে তা তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। গ্রে সিমনসকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হুমকি দিচ্ছে একটা লোক! এরচেয়ে অবিশ্বাস্য আর কি হতে পারে? 'তুমি জানো না কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, মিস্টার। আমি চাইলে মুহূর্তে তোমাকে মেরে ফেলতে পারি—কখন যে মরলে টেরও পাবে না তুমি! তোমার পিস্তলটা খাপে না থেকে তোমার হাতে থাকলেও একই জিনিস ঘটবে। পিস্তলটা বের করো...' তাচ্ছিল্যের সাথে খোঁচা দিল সে। 'ওটা বের করো, সে সুযোগ আমি তোমাকে দেব, তাহলে ওদিক থেকে যারা আমাদের দেখছে তাদের মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না কে আগে পিস্তল ড্র করেছে। সুযোগ তো পেলে, বের করো!'

জ্যাক খাপ থেকে পিস্তল বের করল খুব ধীরে। কিন্তু গ্রের দিকে তাক না করে খেলার ছলে আকাশের দিকে উঁচিয়ে সে বলল, 'তোমাকে বলছি এখন কি ঘটতে যাচ্ছে, মিস্টার সিমনস। না। আগে আমার কথাটা শুনে নাও, তারপর তুমি যা খুশি তাই কোরো। দুটোর একটা

ঘটনা এখানে আজ ঘটবে। সম্ভবত আমি তোমার দিকে পিস্তল তাক করার আগেই তুমি আমাকে গুলি করবে—হ্যাঁ, আমি জানি তুমি তা পারবেও—আমি গুলি ছোঁড়ার আগেই একটা, দুটো বা তিনটে গুলি হয়ত ছুঁড়তে পারবে তুমি। কখন গুলি ছুঁড়লে সেটা হয়ত আমি দেখতেও পাব না, এবং আমি মারাও যাব এটাও ঠিক। কিন্তু আমার মৃত্যুটাই হবে তোমার শেষ দেখা, মিস্টার সিমনস। কারণ গুলি আমি আগেও খেয়েছি এবং জানি কতটা সহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে। এত কাছে থেকে আমার মিস হবে না।

'পিস্তল ড্রতে আমি স্লো, অন্তত তোমার চেয়ে স্লো। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমি মরার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি—কিন্তু মরার আগে আমি এটা নিশ্চিত করে যেতে চাই যেন তুমি আর কাউকে গুলি করার সুযোগ কোনদিন না পাও। এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।'

গ্রের হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। 'তোমার মাথা খারাপ!'

'সম্ভবত,' বরফ শীতল কণ্ঠে জ্যাক বলল। এমন শান্ত আর ঠাণ্ডাভাবে কাউকে কোনদিন কথা বলতে শোনেনি গ্রে। 'সম্ভবত আমি তাই। তোমার কি ধারণা তুমি এমন পাগল একজনকে মারতে পারবে, সিমনস? নিজে না মরে?'

পিস্তলটা উপরের দিকে তাক করেই গ্রের দিকে একপা-একপা করে আগে বাড়তে শুরু করল বুল। 'আমি তৈরি, সিমনস। তোমার যদি সেই ইচ্ছাই থাকে তো গুলি করো।'

সিমনসের হাত অ্যাকশনে যাওয়ার ভঙ্গিতে একটু ঝাঁকি খেল—কিন্তু পর মুহূর্তেই সে থেমে ইতস্তত করল। লোকটা দশ ফুটও দূরে ছিল না···তারপর আট, এখন পাঁচ। পিস্তলবাজের ঠোঁট দুটো শুকনো ঠেকছে। চোখের পাতা ঘনঘন পড়ছে। ওর সমস্ত রিফ্লেক্সই মনে হচ্ছে অকেজো হয়ে গেছে। এটা অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটছে, এমন

কখনও ঘটেনি···এমন ঘটনা ঘটার কথা ছিল না। 'থামো···' ওর স্বরটা ভাঙা শোনাল।

আরেক পা আগে বাড়ল জ্যাক। এখন হাত বাড়ালে একে অন্যকে ছুঁতে পারবে। সিমনসের বিস্ফারিত চোখ দুটো জ্যাকের আকাশের দিকে তাক করা পিস্তলটার সাথে যেন আটকে গেছে। লোকটা তার দিকে তাক করছে না কেন? কিংবা তাক করার জন্যে নামাতে শুরু করলে তাহলে হয়ত তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হত।

'আরেকটা পথ তোমার সামনে খোলা আছে,' নির্বিকার ভাবে বলল জ্যাক, 'তুমি নিজের গানবেল্টটা খুলে নিচে ফেলতে পারো—যেমন আমি বলেছিলাম। সেটা করলে আমরা কেউই মরব না। কিন্তু অন্য পথ নিলে দুজনেই মরব। এখন দেখো তোমার কোনটা পছন্দ।'

সিমনস জোর করেই জ্যাকের পিস্তলের থেকে চোখ নামিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাল। জ্যাক সরাসরি ওর চোখের দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু ওর চোখের কোন ভাষা নেই। চোখ দুটো মরা মানুষের চোখের মত। হঠাৎ করেই চূড়ান্তভাবে সে বুঝতে পারল জ্যাক যা বলছে তা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। হয় কেউ নয়, নতুবা দুজনেই। আর ওই মরা মানুষের চোখ দুটোর কি ঘটবে তার তোয়াক্কা মোটেও নেই। ধীরে, কম্পিত হাতে, গ্রে সিমনস তার গানবেল্ট খুলে পায়ের কাছে ধুলোয় ফেলে দিল।

জ্যাক এবার একপাশে সরে গিয়ে বলল, 'এবার তোমার হাত দুটো পিছন ফিরে সুইচবক্সের ওপর রেখে দাঁড়াও। হাত দুটো বেশ খানিকটা তফাতে রাখো যেন আমি দেখতে পাই। পা দুটোও ফাঁক করে কিছুটা পিছিয়ে এসো।'

পিস্তলবাজ হাত-পা ছড়িয়ে স্টীলের সুইচ-গিয়ার বাক্সের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

পিছন থেকে সিমনসের পিস্তলটাও তুলে নিয়ে দুটো পিস্তলই লোকটার দুটো হাতের দিকে তাক করে একসাথে ট্রিগার টিপে দিল।

প্রথমে সুইচবক্সের ওপর হুমড়ি খেয়ে, পরে নিচে পড়ল সিমনস। নিজের হাত দুটোর দিকে চেয়ে আছে সে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে ওর দুটো হাতই। গ্রের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা অমানুষিক আওয়াজ বেরিয়ে এল। ফ্যাঁসফাঁসে আওয়াজে শব্দটা শুরু হয়ে বেড়ে শেষে আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকারে পরিণত হল।

জ্যাক নিজের পিস্তলটা খাপে ভরে গ্রের খালি খাপসহ পালিশ করা বেল্টটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, সিমনস। নিজে মরলেও আর কোন নির্দোষ মানুষকে গুলি করার উপায় আমি রাখব না।'

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল, সিমনসকে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হল জ্যাক। 'হ্যাঁ, একটা কথা, তুমি হয়ত এখনও খবর পাওনি; বর্তমানে তুমি বেকার। তোমার ডাবল স্টারের বস্ হার্টফেইল করে মারা গেছে। কিন্তু তাতে তোমার থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। শহরের হাজতে আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেব। ডাক্তার তোমার হাত দুটোও ব্যাণ্ডেজ করে দেবে। কিন্তু ওই হাতদুটো স্টীলের বাক্সের ওপর থাকায় ·৪৫ এর গুলিতে ওগুলো যেভাবে থেঁতলে ভর্তা হয়ে গেছে যে ওগুলো আর কোন কাজেই ব্যবহার করতে পারবে না। সম্ভবত স্টীলের বাক্সে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসার সময়ে গুলির টুকরোগুলো আরও বেশি ক্ষতি করেছে।' কিন্তু এত বেশি কথা বলছে কেন সে? সত্যিই কি তার মাথা বিগড়ে গেল নাকি? ভাবল জ্যাক।

'এটা করার কোন অধিকার তোমার নেই!' হিসহিসিয়ে বলল সিমনস। 'কি ধরনের ল···?'

'আমি ল নই মিস্টার সিমনস,' জবাব দিল জ্যাক। 'অন্তত এখানে

না। এখন আর এখানে থাকিও না আমি।'

'ল···না? তাহলে কি···?'

'একজন সাধারণ নাগরিক, মিস্টার সিমনস। এখানে আমি তাই··· নিছক সাধারণ নাগরিক।'

'তুমি একটা বদ্ধ পাগল!'

'হয়ত,' স্বীকার করল জ্যাক। কিন্তু বিষাদময় বাতাসটা তার কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলল। তার মনে হল—এতদিনই সে পাগল ছিল···এখন আর নয়। এখন আর তার মনে কোন অস্থিরতা নেই। মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে।

তেরো

'এই দুটো ঘোড়ারই খাওয়া দরকার,' মন্তব্য করল রেঞ্জার। সন্ধ্যা হয়েছে। ওয়্যাক্সাহ্যাচির রাস্তা ধরে জারভিস আর ব্যারন কোর্টহাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 'বাফেলো ওয়েলস থেকে অনেক মাইল পথ। খুব কম সময়ে এসেছি।'

ওদের দুটো ঘোড়াই ক্লান্ত হলেও শক্ত। এখনও মাথা উঁচু রেখে কান খাড়া করে চলছে।

'আমি ঘোড়া দুটোর ব্যবস্থা করছি,' প্রস্তাব দিল ব্যারন। 'তুমি কোর্টহাউসে গিয়ে তোমার দরকারি কাজগুলো সেরে নাও। আমি অপেক্ষা করব।'

'কথা দিচ্ছ তো?' পাশ ফিরে ব্যারনের চেহারা দেখে ওর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল জারভিস।

'কথা দিলাম,' জানাল ব্যারন।

'রেঞ্জার বেকারও কাউকে জানায়নি কে সু মাতিন—তুমিও বলছ না—ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

'কথাটা তুমি আগেও আমাকে বলেছ।'

'শেরিফও এটা পছন্দ করবে না।'

'সেটাও তুমি বলেছ।'

'কথা হচ্ছে তুমি কাউকে না জানিয়ে একা ওর পিছনে গিয়ে মারা পড়ো, তবে আমরা সেই আগের মতই অন্ধকারে থেকে যাব। জানতেও পারব না লোকটা কে ছিল। আমাকে জানালে তোমার কি ক্ষতি?'

'বললাম তো আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব,' আবার একই কথা বলল সে। 'কিন্তু কাজটা আমি নিজের মত করেই করব—আমাদের চুক্তিতে ওই কথাই ছিল।'

বড় একটা শ্বাস নিয়ে হতাশভাবে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। অনেক চেষ্টা করেও লোকটার থেকে কোন কথাই বের করতে পারেনি রেঞ্জার। বাফেলো ওয়েলস থেকে গত দু'দিনের কঠিন পথ চলার মাঝে চেষ্টার ত্রুটি করেনি ও। আর কিই বা করতে পারত সে? ব্যারনের রেঞ্জারের ব্যাজ ফেরত নিয়ে নেবে? কিন্তু তাতে সিডনি ব্যারনের কি আসে যায়?

রজার্স স্ট্রীটের বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠছে। কোর্টহাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ডানদিকে একটা রাস্তা দেখিয়ে রেঞ্জার বলল 'ওদিক দিয়ে একটু এগোলেই কোর্টহাউস আর কাউন্টির আস্তাবল।' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লাগামটা ব্যারনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাছেই কোর্টহাউসের দিকে এগোবার আগে জারভিস আবার বলল, 'কথা

দিয়েছ, মনে থাকে যেন! তবে রওনা হওয়ার আগে কোনদিকে যাচ্ছি সেটা তো অন্তত জানাতে পারতে?' শেষ চেষ্টা করল রেঞ্জার।

'এখনও আমি শিওর না।' জবাবটা এড়িয়ে গেল ব্যারন। 'হয়ত তোমরা এলে পরে রওনা হবার আগে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারব।'

একটু বিরক্ত মনে, আর লম্বা পথ ঘোড়ার পিঠে চলার ফলে একটু আড়ষ্টভাবেই হেঁটে সে শেরিফের অফিসের দিকে এগোল। ঘোড়ার পিঠে চড়েই তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা আস্তাবলের গেটের সামনে নামল ব্যারন।

গেটে রেঞ্জারের ব্যাজটা দেখাল সিডনি। এই প্রথম সে ওই ব্যাজটা ব্যবহার করল। এবং সম্ভবত এটাই হবে শেষ...যদি তার ধারণা ঠিক হয়।

মনে মনে হাসল সে। একটা টেক্সাস রেঞ্জারের ব্যাজ সে জীবনে একবারই ব্যবহার করল, কিন্তু কি কারণে? দুটো ঘোড়ার খাবার আর ফ্ল্যানেল দিয়ে ঘোড়ার গা ডলে দেয়ার সার্ভিসটা বিনা পয়সায় পাওয়ার জন্যে!

'অল্পক্ষণ পরেই এই ঘোড়াগুলো আবার আমাদের দরকার হবে,' আস্তাবলের লোকটাকে জানাল সে। তারপর পিছনে ভিতর দিকে চোখ পড়তেই দেখল বিভিন্ন ঘোড়া আর নানান কিছুর মধ্যে একটা পালিশ করা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওটার পাশেই একটা স্টলে গাড়ি টানার বিশাল একটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। 'ওটা কার?' আঙুল তুলে দেখিয়ে প্রশ্ন করল সিডনি।

কাঁধ উঁচাল লোকটা। 'কে জানে? মনে হয় কেউ ওটাকে কোন কারণে আটক করেছে। আমাদের এখানে কেউ কিছুই জানায় না। হয়ত চুরির মাল. কিংবা ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কে বলতে পারে?

এখানকার কোন কিছু জানতে হলে তোমাকে কোর্টহাউসে গিয়ে খবর নিতে হবে।'

'ঠিক আছে, ঘোড়া দুটোকে একঘন্টার মধ্যেই রেডি করে রেখো, বলল সিডনি। 'জরুরী রেঞ্জার বিজনেস।'

লোকটা ওর দিকে একটু অসন্তুষ্টভাবে তাকাল। 'বিড়ালটাকেও একটু ডলে দেব নাকি?' টিপ্পনি কাটল লোকটা।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে কোর্টহাউস পার হয়ে উত্তরে কিছুটা গিয়ে পুবে জ্যাকশন অ্যাভিনিউ ধরল তারপর আবার উত্তরে গেল। বিশাল কারুকাজ করা বাড়ির সারি রয়েছে এখানে—এক কথায় পশ্ এরিয়া। বিরাট বাগান, ঘোড়ার গাড়ির গ্যারাজ সবই আছে ওখানে।

অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এলে ফিরতি পথ ধরল সিডনি। সে এখন জানে। তার ইন্সটিংক্ট, যুক্তি আর সহজাত ধারণা ওকে বলে দিল—কোথায় সু মাতিনকে পাওয়া যাবে।

সে জানে। তবু ওর একটা অংশ বলছে এমন না হলেই যেন ভাল হত। আন্দাজ না করতে পারলে বা ওকে ঠেকাতে বাধ্য না হলেই ভাল ছিল।

কোর্টহাউসের প্রতিটি কোনায় সেলুনগুলোতে উজ্জ্বল বাতি রয়েছে বটে কিন্তু লোকের ভিড় এখন কম। ট্রেইলে গরু চলাচল এই সময়ে নেই বলে কাউবয়দের ভিড় ওখানে জমেনি।

লিবার্টি বেল এর পরে রাস্তাটা প্রায় অন্ধকার। এবং নিশ্চুপ। কোর্টহাউসের আস্তাবল থেকে কেবল সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে।

এক ব্লক এগিয়ে আস্তাবলের গেটে এসে থেমে দাঁড়াল ব্যারন। গেটটা খোলা এবং কেবল একটা কব্জার সাথে ঝুলছে। আস্তাবলরক্ষী কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটা হালকা আওয়াজ শুনে সেদিকে ঘুরল সিডনি। গেটের পাশে

আগাছার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে থাকা একটা বুটসুদ্ধ পা ঝাঁকি দিয়ে নড়ে উঠল। ঝোপের ভিতর থেকে কেউ একজন অস্ফুট গোঙানির শব্দ করল। লোকটা গেটরক্ষী। উবু হয়ে লোকটার গলার পাশে ছুঁয়ে পালস্ দেখে বুঝল লোকটা জীবিতই আছে কিন্তু অজ্ঞান।

সাবধানে উঠে চারপাশে তাকিয়ে দেখল ওদিকে আস্তাবলের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। লোকজনের সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। ঘোড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে ওরা ব্যস্ত। কেউ ঘোড়ার গা ডলছে, কেউ খড় তোলার আঁকশি দিয়ে খড় সরাচ্ছে—সবই স্বাভাবিক আস্তাবলের কর্মব্যস্ততার শব্দ।

নিঃশব্দে উঠানটা পার হয়ে সদর দরজার দিকে এগোল সিডনি। দরজাটা বন্ধ, কিন্তু ফাঁক দিয়ে ভিতরের আলোর একটা চিলতে এপাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। একটু আগে বেড়ে থেমে কান পেতে কিছুক্ষণ শুনল সে। তারপর দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল।

শক্ত আর ঠাণ্ডা কিছু একটা ওর পিঠের সাথে ঠেকল। সেইসাথে নিচুস্বরে কেউ বলল, 'স্থির হয়ে দাঁড়াও, মিস্টার গানফাইটার। এই পিস্তলটা গুলি ভরে কক করা আছে।'

স্থির হয়ে জমে গেল সিডনি। হাত দুটো দুপাশে সরিয়ে নিজের পিস্তলের থেকে দূরে সরিয়ে নিল। 'কে তুমি?' না ঘুরে স্থির থেকেই প্রশ্ন করল সে।

'তুমি আমাকে চেনো না বটে, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি,' নিচু স্বরটা বলল। 'একমাস আগে আমার তিনতিনটে ভাই ছিল, কিন্তু এখন একজনও নেই। কিন্তু তোমাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করেছি। এবার আমি তোমাকে সোজা জাহান্নামে পাঠাব। ওখানে পৌঁছে তুমি ওদের বলতে পারবে রন কিঙ তোমাকে পাঠিয়েছে।'

কাঁকর বিছানো পাথরের ওপর লোকটার বুট ঘষার শব্দ হল।

আরও কাছে ঘেঁষে এসে পিস্তলের শব্দটা যথাসম্ভব রাখাই ওর উদ্দেশ্য ছিল। হঠাৎ বাতাস চিরে একটা বিকট তীক্ষ্ণ আর্তনাদ চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। কিঙের চমকে আঁতকে ওঠার শব্দের সাথে পিঠে ঠেকানো পিস্তলটাও একটু আলগা হল টের পেল সিডনি। মুহূর্তে ঘুরে এক হাত দিয়ে ঠেলে পিস্তলটা সরিয়ে অন্য হাতে লোকটার কব্জি ভাল্লুক ধরার ফাঁদের মত শক্ত মুঠোয় ঠেসে ধরল। গর্জে উঠল পিস্তল। আস্তাবলের দরজার চৌকাঠ থেকে কাঠের ছোট ছোট টুকরো চারপাশে ছিটকে পড়ল। প্রথমে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে লাথি মারল লোকটা। কিন্তু পরক্ষণেই ওর বিশাল দেহটা মাটি ছেড়ে কিছুটা শূন্যে উঠে গেল। পাথরের মত কঠিন মুঠিতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি ওর দাড়ি ভেদ করে থুতনির ওপর মেরেছে সিডনি। সেই সাথে হাতের কব্জি মুচড়ে ঝাঁকি দিয়ে পিস্তলটা ওর হাত ছাড়া করে পরপর আরও দুটো ঘুসি পাঁজরের নিচে মারল। আরও একটা মারল চোয়ালের ওপর। প্রত্যেকটা ঘুসির ওজনে দিশেহারা হয়ে নেশাগ্রস্তের মত বুঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিঙ। কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল বুঝে ওঠার আগেই কণ্ঠার ওপর একটা খোলা হাতের কোপ খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

লোকজনের চিৎকার আর উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ কাছে এসে গেছে। কিঙের পিস্তলটা তুলে নিয়ে ওর অচেতন দেহটা সার্চ করে দেখল আরও কোন অস্ত্র ওর কাছে আছে কিনা। তিনটে পাওয়া গেল— একটা পকেট গান আর দুটো ছুরি। ছুরি দুটোর একটা বেল্টে গোঁজা— অন্যটা বুটের ভিতর। ঘটনাটা বলতে অনেক সময় লাগলেও মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হল।

উঠে দাঁড়াল সিডনি। আস্তাবলের দরজাটা প্রথমে সামান্য ফাঁক হল, তারপর পুরো খুলে সবাই বেরিয়ে এসে অবাক চোখে অজ্ঞান

মানুষটার দিকে চেয়ে রইল।

গুলির শব্দ কোর্টহাউসেও পৌঁছেচে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওখান থেকেও লোকজন এসে পৌঁছল।

কেন যেন আমার মনটাই বলছিল এটা তোমারই কাজ,' মন্তব্য করল জারভিস। 'ও কি মরে গেছে?'

'একটু বিশ্রাম নিচ্ছে,' ওকে আশ্বস্ত করল সিডনি।

ম্যাট কোলম্যান উঁকি দিয়ে লোকটার দিকে দেখল।

'সু মাতিন?'

'না, ওর নাম রন কিঙ,' জানাল সিডনি। 'মালিন্সভিলের সেই তিন জনের কথা তো তুমি জানো। ওরা ছিল এর ভাই। প্রতিশোধ নিতে এসেছিল। হয়ত সক্ষমও হত যদি মাঝপথে বিড়ালের লেজে ওর পা না পড়ত।'

আস্তাবলের খোলা দরজা দিয়ে বিড়ালটাকে ভিতরে ঢুকতে দেখা গেল।

'এরই নাম লাক,' বলল কোলম্যান।

'তা ঠিক। আমার জন্যে ও সত্যিই লাকি।' ডিকির কথা মনে পড়ল ওর। 'কিন্তু যে ওর নাম রেখেছিল লাক, তার জন্যে লাকি ছিল না সে। বিড়ালটাকে জিনের পিছনে দেখে ওকেই আমি মনে করে গুলি করেছিল মাতিন।'

আরও লোক এসে জড়ো হল উঠানে। কোলম্যান হাতের ইশারায় লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'তোমরা কয়েকজনে ওকে ধরাধরি করে নিয়ে জেলে ভরে রাখো।' ব্যারনের দিকে তাকাল সে, 'চার্জ কি হবে? অ্যাটেম্পটেড মার্ডার?'

'মারপিট। ও ওদিকের গেটরক্ষীকে মেরে অজ্ঞান করে ঝোপের ভেতর ফেলে রেখে এসেছে।'

'কিন্তু সে তোমাকে খুন করতে এসেছিল! তুমি একজন সাক্ষী, ব্যারন!'

'আমি ওকে কাউকে খুন করার চেষ্টা করতে দেখিনি। ওকে আমি আগে কখনও দেখিইনি। গেটরক্ষীর মাথায় আঘাত করে ওকে অজ্ঞান করার জন্যে আমি ওকে আটক করেছি।' এইসব সাক্ষীটাক্ষীর ঝামেলায় জড়াতে চায় না সিডনি। মিছে সময় নষ্ট।

ভুরু কুঁচকে সিডনির দিকে তাকাল কোলম্যান। 'ব্যারন, তুমি...'

একজন কেতাদুরস্ত জামা-কাপড় পরা লোক ভিড় ঠেলে খোলা আস্তাবলের দরজার দিকে এগোল। ডান হাত তুলে আঙুল তুলে ঘোড়ার গাড়িটা দেখিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'ওই তো!' রীতিমত চিৎকার করছে সে রাগে। 'ওইটা আমার গাড়ি...আর পাশে আমার ঘোড়াটা! এখানে কেন? তোমরা ওগুলো কোথায় পেলে?'

শেরিফ একটু মুচকি হেসে মাথা নাড়ল। তারপর লোকটাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'দেখেছ, মেয়র? আমি বলেছিলাম না তোমার গাড়ি আমরা খুঁজে বের করবই? এখন থেকে শেরিফ সম্পর্কে কোন সমালোচনা করতে হলে কিন্তু তোমার একটু বুঝেশুনে করা দরকার। নইলে জিন অ্যালির জুয়ার আড্ডার সামনে তোমার গাড়িটা সারারাত কি করছিল এসব অপ্রীতিকর প্রশ্ন হয়ত আমি তুলতে পারি।'

আর একটা কথাও না বলে নিজের গাড়িটা নিয়ে বিদায় হল মেয়র।

আবার ব্যারন আর ক্যাপ্টেন জারভিসের কাছে ফিরে এল শেরিফ।

'ওহ্, তোমাকে বলব মনে করে আর বলাই হয়নি, ক্যাপ্টেন,' বলল সে। 'তোমার মনে পড়ে শহরে কয়েক দিন আগে যে বড় গোলাগুলিটা হয়ে গেল—নিশ্চয় খবরটা পেয়েছ তুমি...যেটাতে টাইটওয়াডের

লোকজন জড়িত ছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পরের খবর আর কিছু পাইনি।'

'গতকাল খবর পেলাম এখান থেকে দুই কাউন্টি পশ্চিমে টম স্মিথ আর তার ছয় জন সঙ্গীর লাশ পাওয়া গেছে। ঘটনা যে আসলে কি ঘটেছে তা হয়ত আর কোনদিন জানা যাবে না। মনে হচ্ছে ওখানে একটা গোলাগুলির যুদ্ধ হয়েছিল। কাকে যে ওরা ঘেরাও করে মারতে চেয়েছিল বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু চিহ্ন দেখে মনে হয় টাইটওয়াডের লোকগুলোই লড়াই শুরু করেছিল—কিন্তু আর কেউ ওটা শেষ করেছে।'

'অর্থাৎ কি বলতে চাও তুমি?' প্রশ্ন করল জারভিস।

'মানে ওটা আমার এলাকার আওতার বাইরে। কিন্তু যদি রেঞ্জাররা কেউ ব্যাপারটা তদন্ত করে এর সাথে জড়িত হতে চায়...'

জারভিস আড়চোখে একবার ব্যারনের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল। 'একজন রেঞ্জার ওতে জড়িত ছিল বলেই আমার বিশ্বাস,' কাঁধ উঁচাল সে।

কোলম্যান এবার বলে উঠল, 'তাহলে মনে হচ্ছে তুমি কোর্টহাউসে আমাকে যা জানিয়েছ ওইভাবেই আমাদের চলতে হবে।' কথাটা জারভিসের উদ্দেশে বললেও ব্যারনের দিকে তাকিয়েই কথাটা বলল সে।

'আর কোন পথ নেই,' বলল সিডনি। 'নইলে আমি নিজের পথ ধরব।'

'মেনেই নিলাম,' বলল কোলম্যান। 'কিন্তু সু মাতিনকে আমার চাই।'

আস্তাবলের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে আস্তাবলরক্ষীকে দেখতে পেয়ে ব্যারন জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের ঘোড়া দুটো তৈরি তো?'

'তৈরি, কেবল এনে হাজির করতে হবে।' সহকর্মী একজনকে ইশারা করতেই লোকটা ঘোড়া দুটোকে নিয়ে এল।

ব্যারন ঘোড়া দুটো নিয়ে বেরিয়ে ক্যাপ্টেন জারভিসের মুখোমুখি দাঁড়াল। 'আমার ইচ্ছা মত কাজ হবে তো?'

'তাই হবে,' স্বীকার করল ক্যাপ্টেন। 'কেবল এইটুকু অনুরোধ— ভুল কোরো না।'

এক মুহূর্ত ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে থেকে সিডনির চোখ দুটো দূরের পানে চেয়ে কেমন যেন বিষাদময় আর উদাস হয়ে উঠল। 'যদি ভাবতে পারতাম ভুল করছি তাহলে সত্যিই সুখী হতাম, ক্যাপ্টেন,' বলল সিডনি।

কথাটা জারভিস আর কোলম্যান দুজনের কাছেই হেঁয়ালীর মত শোনাল। কিন্তু ওর মুখের ভাব দেখে কেউ আর কোন প্রশ্ন তুলল না।

চোদ্দ

জিঞ্জারব্রেড হিলের ব্যবসার ধরনটাও কিছুটা মৌসুমী। আজ রাতে ট্রেইলে গরু নেই, আর এনিস থেকেও কোন র‍্যাঞ্চ কর্মচারীর দল আসেনি। তাই রাস্তার রঙচঙে পানশালা, জুয়ার আড্ডা বা মেয়েদের ব্যবসা কিছুই জমে ওঠেনি। একঘন্টা পার হয়ে গেছে, নতুন কেউ কটিলিয়ন ক্লাবে ঢোকেনি। ওটার সামনে বাঁধা ঘোড়ার সংখ্যা কমতে

কমতে তিন-এ এসে ঠেকল। কিছুক্ষণ পরে দুই—তারপরে শেষ কাস্টমারও ঘোড়া নিয়ে বিদায় নিল।

আরও কিছুক্ষণ ক্লাবটার ওপর নজর রেখে শেষে সিডনি রাস্তা পার হয়ে ভিতরে ছোট পথটার শেষে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে বারান্দায় ব্যাট-উইঙ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। বড় বৈঠকখানায় মাত্র দুজনকে দেখা যাচ্ছে। দুজনেই মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল। আয়না লাগানো বারের কাছে এগিয়ে কনুই-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এপ্রোন পরা লোকটাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছন দিকে দেখিয়ে বলল, 'তুমি বাইরে যাও।'

লোকটাকে ইতস্তত করতে দেখে সিরেপটা একটু পিছনে ঠেলে দিল। কোমরে ঝোলানো পিসমেকারটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'যাও,' আবার শান্ত স্বরেই বলল সে। 'সোজা সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। এক্ষুণি!'

কয়েক ফুট দূরে হার্ডি নীরবে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আর দ্বিরুক্তি করল না বারটেণ্ডার। বারের কোনা দিয়ে বেরিয়ে সোজা দরজার দিকে রওনা হলো। ও বেরিয়ে গেলে ব্যাট-উইঙ দরজা দুটো একটু দুলে আবার স্থির হলো।

বোবার মত সিরেপ পরা মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছে হার্ডি।

'হ্যালো, হার্ডি,' বললো সিডনি।

'আহ্,…হ্যালো, মিস্টার…আহ্…ব্যারন। কি ব্যাপার? কি চাও তুমি?'

'তোমার কোটের বোতাম খুলে দুহাতে বুকের সামনে থেকে ওটা দুপাশে ফাঁক করে দাঁড়াও। যা বলছি তাই করো।'

বিশাল লোকটা সিডনির কথা মত তাই করল। ওর কাছে এগিয়ে

গিয়ে বাম হাত দিয়ে ওর ফতুয়ার পকেট থেকে একটা ছোট ডাবলব্যারেল পিস্তল বের করে নিজের পকেটে ভরল সিডনি। কিন্তু ওর চোখ দুটো সর্বক্ষণ হার্ডির চোখের ওপরই রয়েছে। 'ওসব চিন্তাও কোরো না, হার্ডি,' সাবধান করল সে। 'গতবারের কথা মনে রেখ।'

এবড়োখেবড়ো চেহারার লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। ওর চোখ দুটোয় বিস্ময়ে বিমূঢ় ভাব। 'তুমি···আহ্···তুমি কি আমার ওপর কোন কারণে রেগেছ, মিস্টার ব্যারন? আমি···আহ্···আমি তো···'

'স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, হার্ডি। একটুও নড়বে না। বুঝেছ?'

'ওহ···বুঝেছি, স্যার।'

'চমৎকার।' পিছিয়ে গিয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে বাঁকানো সিঁড়িটার মাথায় দোতলার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আবার বারের কাছে ফিরে এল সে। ওদিকে পিছনে কিছুটা দূরে একটা বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে। মাথাটা ওদিকে হেলিয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'অফিস ঘর?'

'আহ···হ্যাঁ, ওটা···'

'দরজা তালা দেওয়া?'

'অবশ্যই। আহ···সব সময়েই ওটা তালা দিয়ে রাখাই নিয়ম।'

'ওটা খোলো, হার্ডি।'

আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত হলো লোকটার। 'তা আমি পারব না, আহ···মিস্টার ব্যারন। আমার মানা আছে। কিন্তু তুমি নক করতে পারো।'

'আমি বলছি, ওটা খোলো।'

মাথা নাড়ল সে। কিন্তু ব্যারনকে ওর দিকে এগোতে দেখে ভীত স্বরে বলল, 'কিন্তু আমার ওপর কঠিন নির্দেশ আছে···'

'খোলো।'

অগত্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হার মেনে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা চাবি বের করে বার ঘুরে এগোল। সিডনি ওর পিছনে। সাবধানে চাবি ঢুকিয়ে তালা খুলে হাতলের দিকে হাত বাড়াল। ব্যারনের শক্ত মুঠো ওর কব্জি চেপে ধরল। 'হয়েছে, হার্ডি,' বলল সিডনি। 'এবার তুমি সরে যাও।'

পিছিয়ে গেল হার্ডি।

'এবং এই ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না—এটা তোমার ব্যাপার নয়।'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সিডনি!

শার্লি ব্যানার গাঢ় মেরুন রঙের চমৎকার স্যাটিনের ইভ্‌নিং-ড্রেস পরেছে। কলার আর হাতার কব্জির কাছের লেস চুলের রঙের সাথে ম্যাচ করা। ভিতরের কিছু সুক্ষ্ম কাজ তার নীল চোখের সাথে সুন্দর ম্যাচ করেছে। ঘরের ভিতর সুন্দর একটা সুবাস। পালিশ করা একটা টেবিলে স্তূপ করা টাকা আর কিছু কাগজপত্র নিয়ে শেড দেয়া দামী কাঁচের বাতিতে মেয়েটা কাজে মগ্ন। ওর পিছনে দেখা যাচ্ছে কাঁচের বিরাট ফ্রেঞ্চ-উইনডো।

দরজা খোলার অস্পষ্ট শব্দ আর ঘরে আর কারও উপস্থিতি অনুভব করে চোখ তুলে তাকাল শার্লি। 'হার্ডি, কতবার না তোমাকে বারণ করেছি···তারপর বাতির আলো থেকে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে ভাল করে চেয়ে দেখল। কয়েক মুহূর্ত কেবল তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তারপর বিরক্তির চিহ্ন দূর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে ডেস্ক ছেড়ে এগিয়ে এল। 'সিড! সত্যি একটা প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ দিলে তুমি! আমি তো ভেবেছিলাম অনেকদিন আগেই তুমি চলে গেছ।'

'হ্যালো, শার্লি,' বলল সিডনি। 'আমি ফিরে এলাম। তুমি জানতে আমাকে আসতেই হবে।'

বড় ডেস্কটার কোনায় একটু থামল সে, আশ্চর্য হওয়ার ভাব ফুটে উঠল ওর চেহারায়। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্যে। পরক্ষণেই হাসিটা আবার ফিরে এলো—শিল্পীর নিখুঁত হাতে খোদাই করা চেহারায় চোখ ধাঁধানো হাসি। 'তুমি ফিরে আসবে এমন কথা আমি কিভাবে জানব বুঝলাম না। কিন্তু তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি। এখন ভাল বোধ করছ তো?'

'আগের চেয়ে ভাল আছি। আর আগের থেকে ভাল বুঝতেও শিখেছি বলে আমার বিশ্বাস। তুমি জানতে আমি আসব কারণ তুমি জানতে তোমাকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। আমার মা আর লিসার ঠিকানা সহ নোটটা—ওটা দিয়েই তুমি আমাকে টোপ খাইয়েছিলে, তাই না? তুমি আমাকে খুঁজে না পেলেও জানতে যেভাবে হোক আমিই তোমাকে খুঁজে বের করব।'

'কি সব আবোল-তাবোল বকছ, সিড?' হাসল সে। 'তোমার হয়েছেটা কি...'

'স্নাইমিকে আমার মনে আছে,' শান্ত স্বরে সে বলল। 'পাঁচ বছর আগে কলোরাডোয়ায় হয়ত তোমার জীবন আমি রক্ষা করেছিলাম। একটা মেয়েকে পিটিয়ে মেরে ফেলে তোমাকে যখন পেটাতে এসেছিল তখন আমি ওকে ঠেকিয়েছিলাম। কিন্তু ওকে হত্যা করিনি আমি। কারণ তার দরকার ছিল না। তার আর কোন মেয়েকে পেটাবার অবস্থা আমি রাখিনি। তোমার বান্ধবী সুকে সে যেভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল তেমন করে আর কাউকে মারার ক্ষমতা ওর ছিল না। ওটাই ছিল তার নাম, তাই না, শার্লি? সু মাতিন?'

সিডনির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। মুখের হাসিটা একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। হাসিতে উজ্জ্বল চোখ দুটোও সিডনির কথাগুলো শুনতে শুনতে ভাব পরিবর্তন করল।

'স্লাইমিই কি ছিল তোমার প্রথম শিকার? যাকে তুমি প্রথম হত্যা করেছিলে? স্বীকার করতেই হবে ঘটনাটায় রসবোধের অভাব ছিল না—পোয়েটিক জাসটিস—ওর রাইফেল দিয়েই ওকে হত্যা! জানো? জীবনে ওই প্রথম অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেলের সাথে আমার পরিচয়? ওরই ডেস্কের পিছনে দেয়ালে ওটাকে ঝুলতে দেখেছিলাম আমি।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ওর চোখের ভাষা আর এখন পড়া যাচ্ছে না।

'তুমি বলেছিলে কিছু টাকা তোমার হাতে এসেছিল। বিশ্বাস যোগ্য কথা। একটা মানুষকে শুধু খুন করার জন্যে দশ হাজার ডলার অনেক টাকা। আর অনেক মানুষই তো আজ পর্যন্ত মরেছে! এসব কি শুধু টাকার জন্যে? নাকি তোমার এই পেশায় তুমি বিশেষ একটা আনন্দও পাও? সু মাতিন তোমার অত্যন্ত প্রিয় বান্ধবী ছিল বলেই আমার বিশ্বাস। তাই না? এমন বান্ধবী যার স্থান কোন পুরুষ কখনও পুরণ করতে পারবে না। এটাই কি এই গত পাঁচ বছরের খুনগুলো করার একটা কারণ? ওসব খুন কি তুমি বিনা পয়সায় খুশি মনেই করতে, কারণ তারা পুরুষ? টাকাটা কেবল উপরি পাওনা? তাই না?'

'চুপ করো!' চিৎকার করে উঠল সে। চোখ দুটো সিডনির দিকে আগুন ঝরাচ্ছে। 'কোন সাহসে তুমি...'

'এই পরিণতি নিয়তিরই লেখন, শার্লি। তোমাকে খুঁজে বের করতে আমাকে আসতেই হলো। আমার জন্যে আর কোন উপায় খোলা রাখোনি তুমি।'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' খেপে উঠল শার্লি। 'তুমি আমার প্রিয় হতে পারতে। তুমি যখন এখানে এসেছিলে তোমাকে আমি প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। তোমাকে লিস্ট থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বোকা

বলেই তখন প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছিলে। বুঝতে পারোনি। এখনও সেটা তুমি পারো—এখনও তুমি আমার বিশেষ বন্ধু হতে পারো—যাকে আমি কোনদিন…'

চোখ দুটো ভিজে উঠল শার্লির। সিডনির দিকে এগিয়ে হাত বাড়াল সে।

দড়াম করে শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। ছুটে সিডনির পাশ দিয়ে ঘুরে এসে হার্ডি দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। 'ওর কাছ থেকে সরে যাও তুমি! ভাল চাইলে…'

হার্ডির চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। হা করে খাবি খেল লোকটা। এক মুহূর্ত সিডনির দিকে চেয়ে থেকে ওর চোখ দুটো সরে গেল। বিশাল লোকটার মুখ থেকে দম আটকে যাওয়ার অস্ফুট শব্দ বেরোল। আধপাক ঘুরে একটু টলে উঠে পড়ে গেল সে। ওর পিঠে ছোট্ট একটা ক্ষত। ক্ষতটা শার্লির হাতের হার্ডির রক্তে লাল স্টিলেটোটার মাপেই সরু।

সিডনির উদ্দেশেই স্টিলেটোটা চালিয়েছিল শার্লি। কিন্তু আচমকা হার্ডি মাঝখানে এসে পড়ায় ওকেই মরতে হল।

শার্লির কব্জি মুচড়ে ধরল সিডনি। হাত থেকে ছুটে ওটা হার্ডির মৃতদেহের পাশে পড়ল।

মেয়ে হলে কি হবে, অনেক পুরুষের থেকে সে বেশি শক্তিশালী। একটু অসাবধানতার সুযোগে এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছনে সরে গেল শার্লি। ওর চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে—উজ্জ্বল, পাশবিক আর মারাত্মক।

হার্ডির মৃতদেহটার দিকে তাকাল সিডনি। 'ইশ্, একটা লজ্জাকর ঘটনা ঘটে গেল,' বলল সিডনি। লোকটা তোমাকে ভালবাসত। তোমার জন্যে জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল সে… অবশ্য দিলোও তাই।'

'ড্যাম ইউ!' সাপের মত হিস্ করে উঠল ওর স্বর—ভয়ঙ্কর।

'এমনকি ওই বিড়ালটাও তোমার সম্পর্কে আমাকে সাবধান করার চেষ্টা করেছিল, শার্লি। ওই বিড়ালটাকে আমি কাউকে ভয় করতে দেখিনি—কিন্তু সে তোমাকে ভয় পেয়েছিল। বাফেলো ওয়েলসে সে বুঝেছিল কে গুলি ছুঁড়ছে। ও কি করে টের পেল ভাবতেও অবাক লাগে। হয়ত তোমার পারফিউমের গন্ধ থেকে সে তোমাকে চিনতে পেরেছিল। সেই একই পারফিউম মাখত সেই মৃত টাইপিস্ট মেয়েটা। সেই একই গন্ধ আমিও পেয়েছিলাম দুটো খালি কার্তুজের গায়ে। পিতলের গন্ধ ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি। আমি বুঝি রয় রজার্সকে তুমি কেন মেরেছিলে—সে তোমার কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। আর টেলিগ্রাফার তোমাকে স্বেচ্ছায় ঠিকনাগুলো দিতে রাজি হয়নি বলে ওকেও তোমার মারতে হয়েছে। কিন্তু মেয়েটা কি দোষ করেছিল? ওকে কেন মারলে? সে কি বুঝে ফেলেছিল ফাইলগুলো তোমার কি কারণে দরকার?

'হ্যাঁ!' আবার হিস্ করে উঠল সে। আরও পিছনে সরে ডেস্কের কিছুটা আড়ালে চলে গেল ও। 'মেয়েটা ওই লোকগুলোকে বলতে শুনে ফেলেছিল সু মাতিন তোমার পিছনে লেগেছে। সে জানত আমি কোন ফাইলগুলো চাই—সে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল।'

'তাই তুমি আর ওকে বাঁচিয়ে রেখে ঝুঁকি নিতে চাওনি,' মাথা ঝাঁকাল সিডনি। 'সত্যি তোমাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। পুরো পাঁচটা বছর, অথচ কেউ তোমাকে সন্দেহও করতে পারল না। কেউ জানল না সু মাতিনের পরিচয় কি। অত্যন্ত স্মার্ট।'

খুব ধীরে আর এক পা পিছনে সরলো মেয়েটা। মাথা নাড়ল সিডনি। তুমি ওদিক দিয়ে পালাতে পারবে না, শার্লি। শেরিফ কোলম্যান আর তার ডেপুটিরা বাড়িটা ঘিরে রেখেছে। আর রেঞ্জারদের একজন ক্যাপ্টেন দোতলায় অপেক্ষা করছে। কিন্তু ওরা তোমাকে

শহরে নিয়ে যাওয়ার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? কেন, শার্লি? কেন ওই সু মাতিন নাম?

রোষের সাথে চেয়ে আছে মেয়েটা। ওর চোখে জ্বালাময় ঘৃণা। 'কারণ ওকে আমি ভালবাসতাম!'

'আমি তাই আশা করেছিলাম।' বুঝে মাথা ঝাঁকাল সিডনি। 'আর একটা প্রশ্ন। আমি যদি ফিরে না আসতাম তবে কি তুমি সত্যিই লিসা আর মাকে খুন করতে?'

রাগে আগুন জ্বলছে ওর চোখে। হঠাৎ ফ্রেঞ্চ উইনডোর পর্দা সরিয়ে সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, তাই করতাম!' বলে উঠল সে। ওর হাতে লম্বা টেলিস্কপিক সাইট বসানো একটা ভারি রাইফেল। শক্তিশালী সমর্থ দুটো হাত অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেলটা অনায়াসে তুলে ধরল।

রাইফেলটা সিডনির দিকে লেভেল হল, তারপর ঝাঁকি খেয়ে একপাশে সরে গেল। বোমা ফাটার মত আওয়াজ হল ঘরে। পিসমেকারটা একবারই কথা বলল। কিন্তু ওটার মেসেজ ফাইনাল। শার্লি ব্যানার ছিটকে পড়ল কাঁচের ফ্রেঞ্চ উইনডোর ওপর। জানালা ভেঙে ওর দেহটা নিচে অন্ধকারে অদৃশ্য হল।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। বেদনার্ত চোখে ভাঙা জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। মানুষ চেনা দায়—যার জীবন সে একদিন বাঁচিয়েছিল—সেই মানুষটাই কিনা তার আর তার প্রিয়জনদের জীবন নাশ করার সঙ্কল্প নিয়েছিল!

পিসমেকারটা খাপে ভরে সিরেপ দিয়ে ঢেকে দিল সিডনি। আজ তার সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গেল। পিসমেকারটা ব্যবহার করার হয়ত আর কখনও প্রয়োজন হবে না।

'গুডবাই, শার্লি,' ফিসফিস করে উচ্চারণ করল ব্যারন।

পনেরো

ওয়্যাক্সাহ্যাচি স্টেশনে আরও লোকের সাথে ডজন খানেক লোক একত্রে জড়ো হয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর পশ্চিমগামী ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের সবার সাথেই রয়েছে একটা করে ব্যবহৃত জিন আর সামান্য কিছু মালপত্র। দেখেই বোঝা যায় ওরা কাজ থাকলে কঠিন কাজ করে, কিন্তু যাত্রার সময়ে খুব কম জিনিসই সাথে নেয়। ওদের মধ্যে একজন ক্রাচে ভর দিয়ে রয়েছে। লোকটা ষাঁড়ের হাত থেকে ক্যাপ্টেন রিচার্ডকে বাঁচাবার চেষ্টায় আহত হয়েছিল।

'তোমরা তো সবাই জানো কোথায় যাচ্ছ, আর তোমাদের কি করতে হবে,' রেঞ্জার জারভিস ওদের বলল। 'ওই র‍্যাঞ্চটার নাম ডাবল স্টার। কিন্তু ওটার ব্যাপারে কোর্টের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। তবে তাতে তোমাদের কোনো অসুবিধে নেই। যতদিন ওটা নিলাম না হচ্ছে ততদিন কোর্ট থেকেই তোমাদের বেতন দেয়া হবে।'

ডেভ ফোলজার্স রেঞ্জারের দিকে তাকাল। চোখে কৌতূকের আভাস। 'এই প্রথম আমরা কেউ কোর্টের কর্মচারী হয়ে কাজ করব!' বলল সে। 'তবে সেটাও যখন কাউবয়েরই কাজ চাবি কে ঘোরাচ্ছে, দেখার দরকার আমাদের নেই। কাজ পেলেই আমরা খুশি।'

'আর একটা কথা—ব্যারন আমার কাছে কাগজে সই করে ওর পক্ষ

নিয়ে নিলামের সময়ে ডেভকে আইন-সম্মতভাবে ডাকে অংশ নেয়ার অধিকার দিয়ে গেছে। যত দামই উঠুক র‍্যাঞ্চটা সে কিনতে চায়। তবে র‍্যাঞ্চটা ওর হলেও র‍্যাঞ্চ থেকে যা লাভ হবে তার ভাগ সব কর্মচারী সমান ভাবে পাবে। আরেকটা কথা—তোমরা ওখানে পৌঁছে আরও দুজন লোককে দেখতে পাবে—একজন ইণ্ডিয়ান, আর একটা নাম না জানা ছেলে।'

মাথা ঝাঁকাল ডেভ। 'বুঝেছি,' বলল সে। 'এর মধ্যেও সিডনি ব্যারনের হাত রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।'

'হতেই পারে,' কাঁধ উঁচাল রেঞ্জার। 'অন্যের ভাল-মন্দ দেখা লোকটার একটা স্বভাব।'

'কোথায় সে? এখনও শহরেই আছে?'

'মনে হয় না। শেষ যখন ওর সাথে আমার দেখা তখন সে তার সাদা-কালো ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপাচ্ছে। আমার বিশ্বাস এতক্ষণে সে রওনা হয়ে গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

ট্রেনটা এসে স্টেশনে থামল। এঞ্জিনের থেকে গরম স্টীম আসতে দেখে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল জারভিস। 'আমাকে বলেনি। এবার তোমরা সবাই উঠে পড়ো অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

শহরের প্রান্তে থেমে বুক ভরে পশ্চিম থেকে বয়ে আসা পরিষ্কার তাজা বাতাসটা আয়েশ করে উপভোগ করল সে। সকালের রোদটা মিঠে লাগছে। বড় ঘোড়াটার ঘাড় চাপড়ে একটু আদর করে দিল সিডনি।

আজকের দিনটা সুন্দর, ভাবল সে। যে কোন কিছু করার জন্যেই সুন্দর দিন। আজ সে সব ঝামেলার সমাপ্তি ঘটিয়ে লিসার কাছে যাচ্ছে।

'এখনও অনেকটা পথ তোমাকে চলতে হবে,' ঘোড়াটাকে বলল

সে।

লাগাম তুলে রওনা হতে গিয়েও পিছন থেকে একটা হাল্কা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল সে।

'তুমি আর আমার পিছন ছাড়বে না?' নিচের দিকে চেয়ে হলুদ বিড়ালটাকে প্রশ্ন করল সে। 'কি ব্যাপার। ওই সারা শহরটায় তোমার পছন্দ মত একটা লোকও মিলল না?'

বিড়ালটা ওর দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে তৈরি হয়ে ওর সিরেপ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। ওকে জিনের ওপর উঠে আসতে সাহায্য করল সিডনি। বিড়ালটা নিজের পছন্দমত জায়গাটা নিজেই বেছে নিল।

'লাক,' রিড়বিড় করে বলল সে। গোড়ালির সামান্য চাপ দিয়ে ঘোড়াকে আগে বাড়ার ইঙ্গিত দিল। 'জানি না, হয়ত সত্যিই তুমি তাই।'

—শেষ—